শিশুসেবধি।

ভূগোলবৃত্তান্ত

১ ভাগ।

এসিয়াখণ্ড।

হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষমহাশয়দিগের আদেশে

ইংলণ্ডীয় গ্রন্থ হইতে

সংগৃহীত।

হিন্দু কালেজ

মৃজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সন ১২৪৬।

শিশুসেবধি।

ভূগোলবৃত্তান্ত

১ ভাগ।

এসিয়াখণ্ড।

হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষমহাশয়দিগের আদেশে

ইংলণ্ডীয় গ্রন্থ হইতে

সংগৃহীত।

হিন্দু কালেজ

মৃজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সন ১২৪৬।

ভূগোল।

১ প্রথমভাগ।

১ পাঠ।

পৃথিবীর আকার এবং পরিমাণের বিবরণ।

পৃথিবীর আকার গোল কিন্তু সর্ব্বতোভাবে গোল নহে, যেহেতু উত্তর দক্ষিণাংশে কিঞ্চিৎ চাপা আছে, তাহার তুল্যাকৃতি দৃষ্টান্ত স্থল বাতাবি নেবু, অর্থাৎ যেমন তাহার বোঁটার নিকট ও নীচে কিঞ্চিৎ নিম্ন থাকে, পৃথিবীর আকারও সেইরূপ। পৃথিবীর আকার যে গোল তাহার প্রথম প্রমাণ, প্রায় ৩০০ বৎসর গত হইল স্পেন দেশ হইতে মাগেল্লান্ নামে এক সাহেব ক্রমে পূর্ব্বমুখে জাহাজে গমন করিয়াছিলেন, ঐরূপ গমন দ্বারা ১১২৪ এগারশত চব্বিশ দিনে ঐ জাহাজ পৃথিবী বেষ্টন করিয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে আসিয়াছিল, তাহার পর ইংরাজ লোকেরা ও অন্য২ ইউরোপীয় অনেকে

কেহবা পূর্ব্বমুখে কেহবা পশ্চিম মুখে অনবরত জাহাজে গমনাগমন দ্বারা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছে। ৬২ বৎসর হইল মহাখ্যাতাপন্ন কাপ্তেন কুক্ সাহেব দুইতিন বার পৃথিবী মণ্ডল বেষ্টন করিয়াছিলেন। এইক্ষণে পৃথিবী মণ্ডল বেষ্টন করা এরূপ সুগম হইয়াছে যে বাণিজ্যের জাহাজ ৯ মাসের মধ্যে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছে অতএব পৃথিবী যদি গোল না হইত, তবে জাহাজ না ফিরাইলে লোকেরা কোন প্রকারে স্বদেশে আসিতে পারিত না।

দ্বিতীয় প্রমাণ, সমুদ্রের মধ্যে অতি দূর হইতে যখন কোন জাহাজ নিকটে আইসে তখন তীরস্থ লোকেরা প্রথমে জাহাজের সর্ব্বাবয়ব দেখিতে না পাইয়া কেবল মাস্তুলের অগ্রভাগ দেখিতে পায়, তাহার পর যত নিকটে আসিতেথাকে, ততই ক্রমে২ জাহাজের তলাপর্য্যন্ত দেখিতে পায় এবং জাহাজের লোকেরাও যখন তীর হইতে অতিদূরে থাকে তখন প্রথমে কেবল তীরের উচ্চভূমি দেখিতে পায়, ক্রমশ যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই ঘর বৃক্ষ শাখা প্রভৃতি মৃত্তিকা পর্য্যন্ত সমস্ত দেখিতে

পায়। আর যেমন সমুদ্রকে গোল দেখা যায়, পৃথিবীকে তেমন গোল দেখাযায় না, তাহার কারণ এই, যে পৃথিবীর উপরে বৃক্ষ পর্ব্বত প্রভৃতি অনেক ব্যবধান আছে, ঐ সকল বস্তু গোল দর্শনের প্রতিবন্ধক, উক্ত প্রতিবন্ধক না থাকিলে পৃথিবীর আকৃতি যে গোল ইহা অনায়াসে দেখা যাইত। ইহার প্রমাণ, উত্তর অঞ্চলে তাতার নামে এক দেশ আছে তাহার ধরাতলেবৃক্ষ ও পর্ব্বতাদি নাই, সেখানে অতিদূরে এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির দেখিতে হইলে প্রথমে তাহার মস্তক দেখিতে পায়, পশ্চাৎ যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে তত ক্রমেং স্কন্ধ বুক এবং পা পর্য্যন্ত দেখিতে পায় এই অনুভবে জানা যায় যে পৃথিবী গোল।

তৃতীয় প্রমাণ, গতি বিশেষে পৃথিবী যখন চন্দ্রসূর্য্যের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করে, তখন চন্দ্রে পৃথিবীর ছায়া গোলাকার রূপে পতিত হয়, এবং তাহাতে চন্দ্র গ্রহণ জন্মে। অতএব পৃথিবীর আকার যদি গোল না হইত, তবে ঐ ছায়া গোলাকারে পড়িত না। পর্ব্বত প্রভৃতিকে উচ্চ দেখিয়া এবং জল হ্রদাদিকে নিম্ন দেখিয়া যদি কেহ কহে

যে পৃথিবী গোল নহে, তাহার উত্তর এই, বাতাবি নেবুর গাত্রে কিঞ্চিৎ উচ্চ নীচ থাকিলেও যেমন তাহাকে গোল বলে তদ্রূপ পৃথিবীতে পর্ব্বতাদি থাকিলেও গোল বলিতে হয়, ইহার প্রমাণ এই, যে পৃথিবীতে যত পর্ব্বত আছে তাহার মধ্যে হিমালয় হইতে কোন পর্ব্বত উচ্চ নহে, ঐ হিমালয়ের উচ্চ পরিমাণ ১৮৭৯৬ হাত অর্থাৎ প্রায় পাদাধিক দুই ক্রোশ কিন্তু পৃথিবীর বিস্তার ৩৪৮৫ ক্রোশ সুতরাং তদপেক্ষা ঐ পর্ব্বত প্রায় ১৫০০ গুণ ছোট;

চতুর্থ প্রমাণ, এতদ্দেশীয় প্রধান২ জ্যোতিঃ গ্রন্থকর্ত্তা ব্রহ্মসিদ্ধান্ত সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত শিরোমণি এই সকল গ্রন্থে কহিয়াছেন, যে পৃথিবী কদম্বপুষ্পের ন্যায় গোলাকৃতি, এ সিদ্ধান্ত ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারদের গ্রন্থের সহিত ঐক্য, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ, যেহেতু এসকল গ্রন্থ পাঠে জ্যোতির্ব্বেত্তারা পৃথিবীর গোলাকৃতি এবং তাহার ও নক্ষত্রাদির গতির নিয়ম জানিয়া গণনা দ্বারা গ্রহণ প্রভৃতি স্থির করিয়া আকাশে যাহা২ ঘটনা হইবে তাহা অগ্রে পঞ্জিকাতে লিখিয়া প্রত্যক্ষে ফল প্রকাশ করেন; অতএব ঐ গণনার ভবিষ্যৎ

প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হওয়াতে সুতরাং অনুভূত হইতেছে যে পৃথিবীর আকার গোল বিনা অন্য প্রকার নহে।

পঞ্চম প্রমাণ, প্রাতঃকালে যখন সূর্য্য উদয় হইতে থাকে তখন পৃথিবীস্থ পশ্চিমাংশবাসি লোকেরা যথাক্রমে পূর্ব্বদিকে অরুণোদয়মাত্র দেখিতে পায়, পরে ক্রমশ সম্পূর্ণ সূর্য্যমণ্ডল দৃষ্টি গোচর হইয়া গতিক্রমে প্রকাশদ্বারা মধ্যাহ্নাদি সময় বিভাগকরত সায়ংকালে পূর্ব্বদিকের অনুক্রমে অস্তে যায়, এবং তাহারদ্বারা কলকাতা প্রদেশে যখন দুই প্রহর বেলা হয় তখন দিল্লী প্রদেশে প্রায় ১১ ঘণ্টা বেলা হইয়া থাকে এবং ইউরোপস্থ লণ্ডনদেশে প্রাতঃকালায় ৬ ঘণ্টা হয় ও এমেরিকা দেশীয় স্থানবিশেষে দুই প্রহর রাত্রি হয় এবং অন্যান্য দেশে এইরূপ সময়ের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে পৃথিবী পীঠাকৃতি সমধরাতল নহে অর্থাৎ গোলাকার, অন্যথা এককালে সম্পূর্ণ সূর্য্যমণ্ডল দেখা যাইত এবং সকল দেশে প্রাতমধ্যাহ্নাদি এবং চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণের সময়ের এবং তাহার ঘটনার ঐক্য থাকিত।

পৃথিবীর পরিমাণ।

পৃথিবীর বেষ্টন ১১০০০ ক্রোশ ও তাহার বিস্তার ৩৪৮৫ ক্রোশ। কারণ গোলাকার বস্তুর বিস্তার যে সংখ্যা হয় তাহার তিন গুণের কিঞ্চিৎ অধিক তাহার বেষ্টন অর্থাৎ বেড় হয়, এই প্রমাণে ভূগোলের বিস্তার ৩৪৮৫ ক্রোশ হইলে তাহার বেষ্টন ত্রিগুণ হইতে কিঞ্চিৎ অধিক ১১০০০ ক্রোশ পরিমাণ প্রমাণ সিদ্ধ। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে পৃথিবী গোল কিন্তু উত্তর দক্ষিণাংশে কিছু চাপা আছে, কারণ উত্তরাংশ অবধি দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত যে বিস্তার তদপেক্ষা পূর্ব্বাংশাবধি পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত যে বিস্তার সে কিঞ্চিৎ অধিক। ইউরোপীয় রাজারা ইহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ নিমিত্ত গণনার ফল ঐক্য জন্য বহুতর বিজ্ঞ লোককে অন্য২ প্রদেশের পণ্ডিতেরদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরস্পর যুক্তি এবং গণনা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ফল অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধি অথাৎ বেষ্টন স্থির করিয়াছেন।

২ পাঠ।

পৃথিবীর জল স্থলের বিবরণ।

পৃথিবীর স্থলের ভাগ অপেক্ষা জলের ভাগ অধিক, ফলত পৃথিবীর স্থল এবং জল বিভাগ করিতে হইলে দুইভাগ জল আর একভাগ স্থল হয়

ভূমি

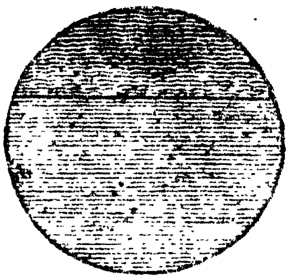

জল

যদ্যপি জল এবং স্থল তাহার পরস্পর সজাতীয়ানুসারে একত্র করা যায় তবে পৃথিবীর চিত্র কল্পিত অবয়ব দ্বারা লিখিত জল ও স্থলের অংশ প্রমাণ হয়। পৃথিবীতে এইরূপ জল ও স্থলের ন্যূনাতিরেক অংশের প্রতি কারণ অনুভব হয় যে প্লাবনদ্বারা ভূমি উর্ব্বরা ও শস্যাদি উৎপত্তি এবং অন্য২ ব্যবহারোপযোগি জলের প্রয়োজন এতাদৃশ অতিরিক্ত অংশ ব্যতিরেকে নির্ব্বাহ হইত না।

পৃথিবীর মধ্যে জলাশয় সকলের বিশেষ২ নাম আছে, যথা মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, অখাত, হ্রদ, মোহানা, নদী, ইত্যাদি॥

মহাসাগর

পৃথিবীমণ্ডল যে সাগরেতে বেষ্টিত তাহাকে মহাসাগর বলে।

পৃথিবীমণ্ডলে মহাসাগর তিন, ইংরাজী ভাষাতে ক্রমে এই তিনের নাম আট্লাণ্টিক, পাসিফিক্, এবং ইণ্ডিয়ন্। আট্লাণ্টিক মহাসাগর হিন্দুস্থানের পশ্চিমদিকে আছে, তাহার পরিসর ৮৮০ ক্রোশ পাসিফিক্ মহাসাগর হিন্দুস্থানের পূর্ব্বদিগে আছে, তাহার পরিসর ৪৪০০ ক্রোশ, এবং তাহা অন্য২ মহাসাগর অপেক্ষা এরূপ বৃহৎ যে সে প্রায় পৃথিবী মণ্ডলের অর্দ্ধেক ভাগ ব্যাপিয়া আছে। ইণ্ডিয়ন্ অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় মহাসাগর যাহা ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে আছে, তাহা অন্য দুই মহাসাগর অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

সাগরের বিবরণ।

মহাসাগরের সঙ্গে যাহার প্রবলপ্রবাহ লগ্ন আছে ও যে প্রায় স্থলেতে বেষ্টিত তাহার নাম সাগর।

উপসাগর।

উক্ত সাগরের আকৃতি ক্ষুদ্র হইলে তাহাকে উপসাগর বলে। এতদ্ভিন্ন বৃহৎ২ হ্রদ সকলকেও সাগর বলাযায়। এসিয়ার মধ্যে ঐ প্রকার তিন সাগর আছে, ইংরাজী ভাষায় ঐ তিনের নাম যথা, ক্যাস্পিয়ন্, আরাল, ও বাইকাল, ।

উপসাগর হইতে আকৃতিতে ক্ষুদ্র অথচ জাহাজাদি নৌকা অবস্থানের উপযুক্ত যে স্থান তাহাকে ক্ষুদ্র উপসাগর বলে।

ক্যাস্পিয়ন্ সাগর।

ক্যাস্পিয়ন্ সাগর হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিমাংশে আছে, তাহা দীর্ঘে ১৩২ ক্রোশ, এবং বিস্তারে ৩৫ ক্রোশের ন্যূন কোনস্থানে নয়, এবং তদনুরূপ স্থানান্তরে ৬৭ ক্রোশের অধিক নয়, তাহার সঙ্গে অনেক নদনদীর মিলন আছে।

আরাল সাগর

ক্যাস্পিয়ন্ সাগরের পূর্ব্বদিকে ৪৪ ক্রোশান্তে আরাল সাগর, সে দীর্ঘে ৮৮ ক্রোশ, এবং প্রশস্তে

২৭ ক্রোশ, ইহাতে অনেক নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

বাইকাল সাগর।

বাইকাল সাগর শিবির দেশে আছে। সে দীর্ঘে ১৩২ ক্রোশ, প্রশস্তে ১৪ ক্রোশের অধিক নয়। উক্ত সমুদ্র অতিশয় লবণাম্বু, তাহার এক সের জল জ্বাল দিলে অর্দ্ধ পোয়া লবণ পাওয়া যায়।

সাগরের জল যে লোণা ইহাতে অনেক উপকার দর্শে, কারণ যদি সাগরের জল এরূপ লবণাক্ত না হইত তবে অন্ধ পুষ্করিণীর জলের ন্যায় তাহার জলে দুর্গন্ধ, আর ঐ জলের যত মৎস্য তাহা অতিশীঘ্র বিনষ্ট হইত। লবণাম্বুতে অধিক ভার সহে, অর্থাৎ লোণা জলেতে নৌকার ডালি বাইন সমান বোঝাই দিলেও সে নৌকা স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে পারে, কিন্তু মিঠানি জলে ঐ রূপ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতে হইলে সে নৌকা হঠাৎ নিমগ্ন হয়; কারণ মিঠানি জল তরল এজন্য অধিক ভার সহিতে পারেনা; ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে মিঠানি জলে পক্ষির ডিম্ব ক্ষেপণ করিলে তাহা অতিশীঘ্র নিমগ্ন হয়, অথচ সেই জলে লবণ মিশ্রিত করিলে সেই ডিম্ব

কদাচ নিমগ্ন হয় না অর্থাৎ অনায়াসে ভাসমান থাকে।

অপর উপকার যে সাগর জলের সূক্ষ্ম ভাগ ক্রমশ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা উর্দ্ধে আকৃষ্ট হইয়া মেঘোৎপত্তির কারণ হয়, বায়ু সেই মেঘকে নানা স্থানে চালন করে তাহাতে সর্ব্ব দেশে বৃষ্টি হয়। আর যখন বায়ুতে মেঘকে চালন করে তখন পর্ব্বতের উচ্চতা প্রযুক্ত মেঘ তাহাতে বদ্ধ হয় এই কারণ পর্ব্বতে বৃষ্টি ও শিশিরের আধিক্য হইয়া থাকে। বৃষ্টির জলেতে পর্ব্বত হইতে নদী বহির্গত হয়, ক্রমেতে ঐ নদী সকলের বৃদ্ধি হওয়াতে খাল প্রভৃতি জলাশয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তাহাতে পৃথিবী সফলা হয়েন এবং অন্য২ প্রকারে জীব সকলের বহুতর উপকার জন্মে, এতদ্ভিন্ন সাগরে জলপথে জাহাজের যাতায়াত থাকাতে সকল দেশের অশেষ বিশেষ বৃত্তান্ত জানা যায়, ও তাহাতে নানা বাণিজ্য চলে। এবিধায় লোকেরদের অনেক প্রকার উপকার হইতেছে।

অখাত

মহাসাগর হইতে নির্গত এবং আকৃতিতে

প্রায় উপসাগরের সমান, আর তাহার মোহানা অতিশয় বিস্তীর্ণ এমং যে কোন প্রবল জলাশয় তাহাকে অখাত বলে। ভারতবর্ষে যে২ অখাত আছে তাহার মধ্যে বাঙ্গালার অখাত প্রধান, সে দক্ষিণ উত্তরে দীর্ঘ ৪৪০ ক্রোশ, এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রশস্ত স্থানে২ ৫২৮ ক্রোশের অধিক নহে, অন্যত্র ইহার ন্যূন, ইণ্ডিয়ন্ অর্থাৎ হিন্দী মহাসাগরের সঙ্গে তাহার সংযোগ আছে। ঐ অখাত দিয়া সকল জাহাজ কলিকাতায় যাতায়াত করে, আর যে সকল জাহাজ চীনদেশে যায় তাহারা ঐ অখাত ত্যাগ করিয়া বামদিকে পূর্ব্ব মুখে যায়। ঐ অখাত হিন্দু স্থানের দক্ষিণ পশ্চিম সীমা তাহার উত্তরে বঙ্গদেশ এবং পশ্চিমে মান্দ্রাজ, দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সিলোনদ্বীপ, আর গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, কৃষ্ণা, ও অন্য ২ অনেক ক্ষুদ্র নদ ও নদী আসিয়া ঐ অখাতে মিলিত হইয়াছে।

হ্রদ।

চতুর্দ্দিকে স্থলেতে বেষ্টিত যে জল, এবং যাহার সঙ্গে সমুদ্রের সংযোগ না থাকে তাহাকে হ্রদ বলে, ঐ হ্রদ সরোবরের আকারের ন্যায়, কিন্তু মনুষ্যের

কৃত নয়,অর্থাৎ স্বভাবজাত। উত্তর আমেরিকাদেশে অনেক বৃহদাকার হ্রদ আছে, তাহার মধ্যে সুপীরিয়র্ নামে এক প্রধান হ্রদ, তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতে হইলে প্রায় ৬১৬ ক্রোশ ঘুরিয়া আসিতে হয়। এবং তাহার সঙ্গে অন্য দুই হ্রদ প্রায় সংলগ্ন আছে, সেই দুই হ্রদ ও প্রায় ঐ সুপীরিয়র হ্রদের সমান। তথায় এই তিন ব্যতিরিক্ত অন্য দুই হ্রদ আছে,. তাহার একের নাম অন্তরীয়, অন্যের নাম হুরণ হ্রদ, এই দুই হ্রদের উত্তর অঞ্চলে ইংরাজের অধিকার, দক্ষিণে আমেরিকার অধিকার। মনুষ্যের পক্ষে হ্রদ অতি উপকারক, কারণ হিম প্রধানক দেশে হ্রদের উপরি ভাগে যে ধূমাকার বাস্প নির্গত হয় সে উষ্ণ এবং তাহার উষ্ণতাতে হিমের হ্রাসতা জন্মে, এবং গ্রীষ্ম প্রধানক দেশে তাহার উপরি ভাগ দিয়া যে বাস্প উত্থিত হয় তাহাতে মেঘ জন্মিয়া জল বর্ষণ করে সেই জলেতে যথেষ্ট শস্য জন্মে।

মোহানা।

পরিসরেতে স্বল্প অথচ যাহার দ্বারা এক সাগর অন্য সাগরের সঙ্গে মিলিত হয় তাহাকে মোহানা বলে। যে মোহানার ব্যবধানেতে এসিয়া ও আমে-

রিকা ভিন্ন হইয়া আছে, সে অদ্ভুত ব্যাপার, কারণ এসিয়া ও আমেরিকাতে দক্ষিণ অঞ্চলে ৭৪৮ ক্রোশ অন্তর, অথচ কোনস্থানে এরূপ যে ঐ দুই দেশেতে কেবল ১৫ ক্রোশ অন্তর, ইহার কারণ, আমেরিকাদেশ পূর্ব্ব হইতে এবং এসিয়া দেশ পশ্চিম হইতে ক্রমেতে উত্তরে বক্র গতি হইয়াছে, ইংরাজী ১৭২৮ সালে দিনামার্ক দেশের বেবিং সাহেব প্রথমে উক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন, কিন্তু কাপ্তেন্ কুক সাহেব যাবৎ সেখানে না গিয়াছিলেন, তাবৎ সেখানকার বৃত্তান্ত কেহ স্থির করিতে পারেন নাই, প্রায় ৫০ বৎসর হইল ঐ কাপ্তেন কুক সাহেব অনেক অনুসন্ধান করিয়া ঐ মোহানার সবিশেষ তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহার নাম বেবিং মোহানা রাখিয়াছিলেন এবংঐনামে ঐ স্থান প্রসিদ্ধ আছে।

নদী।

যে স্রোতো জল কোন এক পর্ব্বত শৃঙ্গহইতে পতিত হইয়া বিশিষ্ট বেগদ্বারা হ্রদে কিম্বা সমুদ্রে নির্গত হয় তাহার নাম নদ, অথবা নদী।

বহুমুখী।

নদীর অনেক মোহানা থাকিলে সেই নদীকে বহুমুখী বলা যায়।

উপনদী।

খালের জল যখন ঐ নদীতে আসিয়া লয় পায়, সেই খালকে উপনদী বলে। এসিয়ার অন্তঃপাতি চীনদেশে প্রধান নদী কিয়াঙ্কু ও হোয়ানহ আর তাতার দেশে লীনা ও যেনিসী ও অবি, এ সকল নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র হইতে বৃহৎ। আমেরিকাতে অন্য চারি প্রধান নদী আছে, সে প্রায় একস্থান হইতে বাহির হইয়াছে. এবং ঐ সকল নদীর মধ্যে কোন নদী দীর্ঘে ৭৯২ ক্রোশের ন্যূন নহে, কিন্তু আমেজন নামে যে নদী সে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, কারণ সে পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া মহা সাগরে মিলিত হইয়াছে, এবং দীর্ঘে ৯২৪ ক্রোশ।

শাখানদী।

সমুদ্রাদি হইতে নির্গত যে ক্ষুদ্র জলাশয় যাহাকে নাবিকেরা খাড়ি কহে তাহাকে শাখানদী বলে।

কীলকস্থান।

সাগর প্রভৃতি জলাশয়ের যে স্থানে জাহাজাদি নৌকা লোঙ্গর করিয়া অবস্থিতি করে তাহাকে কীলক স্থান বলে।

কোন

সাগরাদি জলাশয়ের যেস্থানে জাহাজ প্রভৃতি নৌকা বিঘ্নভয় নিবারণহেতু লোঙ্গর করে তাহাকে খোন অথবা কোন বলে।

খাল।

মনুষ্যখাত যে দীর্ঘাকৃতি জলাশয় অথচ নৌকাদি গমনাগমনের উপযুক্ত তাহাকে খাল বলা যায়।

---

৩ পাঠ।

পৃথিবীর স্থলের বিবরণ।

পূর্ব্ব লিখিত জলের ন্যায় পৃথিবীর স্থলের বিশেষ২ নাম আছে, যথা মহাদ্বীপ, দ্বীপ, পায় দ্বীপ, ইত্যাদি।

মহাদ্বীপ

যে স্থানে একাদিক্রমে বহুতর দেশ আছে অথচ তাহার মধ্যে সমুদ্র ব্যবধান নাই, তাহার নাম মহাদ্বীপ। এই পৃথিবী মণ্ডলে দুই মহাদ্বীপ, তাহার একের নাম পুরাতন মহাদ্বীপ, ও দ্বিতীয়ের নাম নূতন মহাদ্বীপ। ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন খণ্ডে পুরাতন মহাদ্বীপ, আর আমেরিকাদেশ নূতন মহাদ্বীপ।

উক্ত দুই মহাদ্বীপের মধ্যে পুরাতন ও নূতন রূপে বিশেষ নাম হইবার কারণ, যে প্রথম মহাদ্বীপস্থ লোকেরদের পূর্ব্বাপর পরস্পর পরিচয় এবং ব্যবসায়বাণিজ্যে গতায়াত ছিল, অতএব অধো লিখিত নূতন এক দ্বীপের প্রকাশ হওনের অনন্তর পূর্ব্বোক্ত দ্বীপ পুরাতন নামে কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাদ্বীপের নাম যে নূতন মহাদ্বীপ, তাহার বীজ এই যে ইংরাজী ১৪৯২ সালে জিনেয়াদেশের কলম্বস নামে ইউরোপীয় এক ব্যক্তি অনুমান দ্বারা স্থির করিয়া প্রথমে ঐ মহাদ্বীপের সন্ধান প্রকাশ করেন, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সে দ্বীপ অন্য কাহারও দৃষ্টি অথবা শ্রুতি গোচর ছিল না, সুতরাং তদ্দ্বীপস্থ লোকেরদের

সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও বাণিজ্যাদি না থাকাতে ঐ দ্বীপের নাম নূতন মহাদ্বীপ হইল।

দ্বীপ

পৃথিবীর যে স্থলভাগ চতুর্দিকে জলদ্বারা বেষ্টিত তাহার নাম দ্বীপ, যথা গ্রেটব্রিটন্, ও সিলোন ইত্যাদি।

উপদ্বীপ।

ক্ষুদ্রাকৃতি যে উক্ত প্রকার দ্বীপ তাহাকে উপ দ্বীপ বলে।

প্রায়দ্বীপ।

পৃথিবীর যে স্থলভাগ দ্বীপের ন্যায় জল দ্বারা বেষ্টিত কিন্তু এক পার্শ্বে মহাদ্বীপ কিম্বা দ্বীপের সহিত কিঞ্চিৎ অংশে সংযুক্ত তাহার নাম প্রায় দ্বীপ। ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল এক বৃহৎ প্রায় দ্বীপ আছে, তাহার নাম মালাকা প্রায়দ্বীপ, এবং তথায় মালাকা নামে এক প্রধান নগর আছে।

অন্তরীপ

মহাদ্বীপাদি হইতে বহির্গত হইয়া যে উচ্চ ভূমিখণ্ড সমুদ্রাদিমধ্যে ক্রমশ অল্প পরিসর হইয়া জলোপরি আক্রমণ করে তাহার অগ্রভাগের

নাম অন্তরীপ, যথা হিন্দুস্থানের দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ, যাহা ইউরোপীয় ভাষায় কেপ ক্যামরেন নামে বিখ্যাত, পৃথিবীতে যত অন্তরীপ আছে তাহার মধ্যে বাঙ্গালার পশ্চিম আফ্রিকাদেশে অতি প্রসিদ্ধ এক অন্তরীপ আছে, তাহাকে ইংরাজী ভাষায় কেপগুডহোপ বলে। ইংলণ্ড হইতে বাঙ্গালায় জাহাজ দ্বারা আগমন কালীন তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ঐ অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে হয়। পূর্ব্বে ইউরোপীয় নাবিকেরা ঐ অন্তরীপের পথ জ্ঞাত না থাকাতে পারস্য এবং আরব সাগর দ্বারা আগমন করিয়া এসিয়া দেশস্থ অর্থাৎ ভারতবর্ষস্থ লোকেরদের সঙ্গে বাণিজ্যাদি করিতেন কিন্তু ৩৩০ বৎসর হইল, প্রথমে পোর্ত্তুগীস জাতীয়েরা ঐ পথের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়াতে অনন্তর তাবৎ ইউরোপীয়েরা জ্ঞাত হইলেন, এবং ঐ পথদ্বারা এক্ষণে যাতায়াত হইতেছে।

ডমরু মধ্য।

জাঙ্গালের ন্যায় অল্প পরিসর যে ভূমিখণ্ড অর্থাৎ দুই দ্বীপের দুই প্রান্ত ভাগ যাহারদ্বারা

সংযুক্ত থাকে সেই জাঙ্গালের ন্যায় ভূমি খণ্ডকে ডমরুমধ্য বলে। পুরাতন মহাদ্বীপে ইউরোপ্ ও এসিয়া এবং আফ্রিকাদেশ আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যস্থানে আফ্রিকা, যাহা ডমরু মধ্য দ্বারা ঐ দুই খণ্ডে মিলিত হওয়াতে ঐ তিন দেশকে এক মহা-দ্বীপ রূপে গণা যায়। যদি ঐ ডমরুমধ্য দ্বারা সংলগ্ন না থাকিত, তবে আফ্রিকা এক ভিন্ন মহা-দ্বীপ হইত, কারণ আফ্রিকা চতুষ্পার্শ্বে সমুদ্রে বেষ্টিত কিন্তু ঐ ডমরু মধ্য কেবল বাইশক্রোশ পরিসরে ব্যবধান করিয়াছে, এবং সে ইউরোপ্ ও আফ্রিকার মধ্যস্থিত সাগর হইতে আরব্ সাগরকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ঐ ডমরু মধ্যকে খনন করিয়া ঐ দুই সাগরকে একত্র সংলগ্ন করিবার জন্যে অনে-কের চেষ্টা হইয়াছিল, এবং মিসরদেশের এক রাজার আজ্ঞাতে লক্ষ লোকে ঐ স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিয়া তাহার সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বে ঐ সকল লোক নষ্ট হইয়াছিল, যদি ঐ ডমরু মধ্য খনিত হইত, তবে অনেকের গমনাগমনের সুগম হইত, অনুমান হয় যে ঐ ডমরুমধ্য খনন করা অসম্ভব, কারণ সে বালুকাময়ভূমি অতএব

যত দূর খনন করিয়া প্রস্তুত করে তাহা বালুকাময় খাতের পার্শ্বে অতিশয় তরলতায় সর্ব্বদা ভগ্ন হওয়াতে এবং বায়ুতে পার্শ্ববর্ত্তি বালুকা সকল উড্ডীয়মান করিয়া খাত মধ্যে আনয়ন করাতে তাহা অতিশীঘ্র পুনঃ পূরিত হয়।

অন্তরাল

মহাদ্বীপ হইতে বহির্গত এবং অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তি যে ভূমিখণ্ড তাহাকে অন্তরাল বলে।

তীর।

জলাশয়ের তরঙ্গ দ্বারা যে পর্য্যন্ত জলোদ্ভোজনে প্লাবিত করে তাহার সমীপস্থ ভূমি খণ্ডকে তীর শব্দে বলা যায়।

কাছাড়।

নদী প্রভৃতি স্রোতোবাহ জলাশয়ের সমীপস্থ উচ্চ ভূমি যাহাতে তরঙ্গ আঘাত করে তাহাকে কচ্ছ, অর্থাৎ কাছাড় অথবা আড়ুলি বলে।

গুপ্তিকা।

সমুদ্রপ্রভৃতি জলাশয়ের মধ্যে পর্ব্বত চর অথবা অন্য প্রকার জলমগ্ন অদৃশ্য স্থাবর, যাহাদ্বারা নৌকাদি বানিচালি হওনের সম্ভাবনা এরূপ যে

স্থান যাহাকে নাবিকেরা জিঞ্জিরা নামে কহিয়া থাকে তাহাকে গুম্ফিকা বলা যায়।

গুম্ফিক ধ্বজ

গুম্ফিকার ভয় হইতে সাবধানহেতু নাবিকেরা যে নিদর্শন চিহ্ন রাখিয়া থাকে তাহাকে গুম্ফিকা ধ্বজ বলে।

গুপ্তচর।

বালুকাময় যে চর অথচ জলমগ্ন থাকে যাহাতে নাবিকেরা মলিনা পদ প্রয়োগ করে তাহাকে গুপ্ত চর বলে।

সেতু।

জলাশয়ের উপরিভাগে মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত যে গমনাগমনের পথ তাহাকে সেতু বলে।

বন্দর।

নৌকা যাতায়াতের দ্বারা নদীতীরস্থ যে স্থানে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হয় তাহাকে বন্দর বলা যায়।

পর্ব্বত।

পাষাণ মৃত্তিকা বৃক্ষাদি ও জলাশয়যুক্ত অথচ বহুতর শৃঙ্গ বিশিষ্ট ও পৃথিবী হইতে উচ্চ যে স্থাবর তাহাকে পর্ব্বত বলা যায়।

ক্ষুদ্র পর্ব্বত।

বৃহৎ পর্ব্বত হইতে ক্ষুদ্র অথচ শৃঙ্গাদি রহিত কিন্তু পৃথিবী হইতে উচ্চ যে স্থাবর যাহাকে সামান্যত পাহাড় বলে তাহাকে ক্ষুদ্র পর্ব্বত বলা যায়।

বাড়বানল পর্ব্বত।

যে পর্ব্বতে স্বভাবত অগ্নি থাকে এবং স্বয়ং দীপ্যমান, তাহাকে বাড়বানল পর্ব্বত বলে।

রাজধানী।

বহুতর ব্যবসায়ী এবং স্বদেশীয় ও দেশান্তরীয় ধনিগণের বাণিজ্য এবং বাসস্থান অথচ ভূপতির প্রাসাদ ও প্রধান বিচারাগার যেখানে স্থাপিত থাকে তাহাকে রাজধানী বলা যায়।

নগর

বহু প্রকার ব্যবসায়ী এবং স্বদেশীয় ও দেশান্তরীয় ধনিগণের যে বাণিজ্য এবং বাসস্থান তাহাকে নগর বলা যায়।

গ্রাম।

জন সমূহের বাসস্থান যে ভূমিখণ্ড তাহাকে গ্রাম বলে।

সীমা।

স্থাবরাস্থাবর বস্তুর অন্তভাগকে সীমা বলা যায়।

দুর্গ।

শত্রুকর্ত্তৃক আক্রমণ সময়ে দেশ রক্ষণোপযুক্ত যে নির্ম্মিত স্থান যাহাতে যোদ্ধা এবং তাহার দিগের অস্ত্রশস্ত্রাদির কোষ থাকে তাহাকে দুর্গ অথবা গড় বলা যায়।

গড়বন্দী বাটী।

মনুষ্য খাতদ্বারা কল্পিত শাখানদী বেষ্টিত ভূমিখণ্ডে নির্ম্মিত যে বাসস্থান তাহাকে গড়বন্দী বাটী বলে।

উপবন।

রোপিত বৃক্ষাদির দ্বারা কল্পিত যে বন তাহাকে উপবন বলা যায়।

নিবিড় বন।

বৃহৎ প্রাচীন অথচ স্বভাবজাত বৃক্ষ সমূহ যে স্থানে আবৃত আছে, তাহাকে নিবিড় বন বলে।

৪ পাঠ।

পৃথিবীর চারি খণ্ডের বিবরণ।

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ইংরাজী ভাষাতে ঐ সকল ভাগের নাম, ১ ইউরোপ, ২ এসিয়া, ৩ আফ্রিকা, ৪ আমেরিকা। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে উক্ত প্রথম তিন ভাগেতে অর্থাৎ ইউরোপ এসিয়া আফ্রিকাতে এক মহাদ্বীপ, এবং চতুর্থ আমেরিকা সে স্বতন্ত্র এক মহাদ্বীপ।

পৃথিবীর উক্ত চারিখণ্ড সমান স্থানাবৃত নহে তাহারদিগের পরস্পর ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত পরিসরের ইতর বিশেষ আছে, অর্থাৎ ইউরোপ যে এক ভাগ সে ষোল আনার মধ্যে দুই আনা, এসিয়া পাঁচ আনা, আফ্রিকা সাড়ে তিন আনা, আমেরিকা সাড়ে পাঁচ আনা, কিন্তু ইউরোপ ও এসিয়াতে আফ্রিকা ও আমেরিকা হইতে ভের গুণ লোক অধিক, ইহার কারণ অনুমানে বোধ হয় যে আফ্রিকাদেশ প্রায় বালুকাময় প্রযুক্ত তথায় শস্য অল্প জম্মে, এজন্যে পূর্ব্বাবধি বহুতর লোক তথায় বাসস্থান না করাতে সুতরাং লোক সংখ্যা অল্প।

ইউরোপ্ এসিয়া আফ্রিকা হইতে আমেরিকা সমুদ্র ব্যবধানে আছে এজন্যে অনায়াসে তথায় লোকের যাইবার সম্ভব ছিলনা, অতএব সেস্থানেও লোক অল্প

অনুমান হয় যে পৃথিবীতে সমুদয়ে প্রায় সাত অর্ব্বুদ অর্থাৎ ৭০ কোটি লোক আছে, তাহার বিশেষ এসিয়াতে পঞ্চাশ কোটি, আফ্রিকায় তিন কোটি, আমেরিকায় দুই কোটি, ইউরোপে পোনের কোটি, এই সংখ্যানুসারে সমুদয়েতে পৃথিবীর মধ্যে উক্ত সাত অর্ব্বুদ লোক আছে, অর্থাৎ পৃথিবীতে লোকদিগের জন্ম মরণ সংখ্যা প্রায় সমান, মনুষ্যের জন্ম মৃত্যু যে প্রায় সমান, তাহা ভারতবর্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়না, কিন্তু ইংলণ্ডদেশে রাজাজ্ঞাতে প্রতি বৎসরে লোকেরদিগের জন্ম মৃত্যু সংখ্যা রাখিয়া থাকে, এজন্যে নিশ্চয় পাওয়া যায়, সেই দৃষ্টিতে জানা যায়, যে পৃথিবীর লোকের জন্ম মৃত্যু প্রায় সমান। এবং পৃথিবীতে এক্ষণে যত লোক আছে, ইহার তিন গুণ অধিক হইলেও তাহারদিগের আহারাদির স্বচ্ছন্দে সমাধান হইতে পারে এমত সামগ্রী পৃথিবীতে জন্মিতে পারে।

স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষ কিঞ্চিৎ অধিক জন্মে,

অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সংখ্যায় গণনা করিলে ২৫ জনের মধ্যে এক জন পুরুষ বৃদ্ধি হয়, তথাপি এজগতে স্ত্রীপুরুষ প্রায় সমান সংখ্যক হয়।

এসিয়া দেশের বিবরণ।

পৃথিবীর চারিখণ্ডের মধ্যে এসিয়াদেশ পরিমাণে যদ্যপি দ্বিতীয়রূপে গণনীয় তথাপি লোক সংখ্যাবিষয়ে সর্ব্বাধিক্য, এবং পূর্ব্বকালে এই দেশ শ্রেষ্ঠতায় ও বিদ্যোপার্জ্জনে ও বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ে অন্য খণ্ড হইতে উৎকৃষ্ট ছিল।

ইউরোপ দেশীয় গ্রন্থকর্ত্তারদিগের মতে পরমেশ্বর কর্তৃক আদিপুরুষ এতদ্দেশে সৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রথমত আদম ও ইব এই উভয় স্ত্রীপুরুষকে এসিয়া দেশে সৃষ্টি করেন, এবং পৃথিবীমণ্ডলে প্রলয়কালীন নোয়া নামক ব্যক্তি সপরিবারে উক্ত দেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সন্তানাদিরা এতদ্দেশ হইতে পৃথিবীমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

এসিয়াদেশ প্রশস্তে অর্থাৎ উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত ২০৩২ ক্রোশ, এবং দীর্ঘে অর্থাৎ পশ্চিমাবধি পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ২৯৩৬ ক্রোশ। ইহার উত্তর সীমা হিম

সমুদ্র, দক্ষিণসীমা ভারত মহাসাগর, পূর্ব্বসীমা পাসিফিক্ মহাসাগর, এবং পশ্চিম সীমা ইউরোপ, ও মেডিটরেনিয়ান্ সাগর। উক্ত চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন এসিয়াদেশমধ্যে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ কোটি মনুষ্যের অবস্থিতি, এবং তাহারা বহুবিধ ধর্ম্মাবলম্বন করে।

এসিয়ার উত্তরাংশে হিমসমুদ্র প্রযুক্ত অতিশয় শীতাধিক্য, অতএব তথায় শস্যাদি স্বচ্ছন্দতারূপে জন্মে না কিন্তু মধ্যস্থলে ও দক্ষিণাংশে নানা প্রকার শস্যাদি এবং বহুমূল্য দ্রব্য স্বর্ণ রৌপ্য মণি ইত্যাদি পৃথিবীর অন্যাংশ হইতে এমত অধিক জন্মে যে এদেশ হইতে অনেক দ্রব্য বাণিজ্যাদি ব্যবসায় হেতু অন্য দেশে প্রেরিত হয়।

এসিয়াদেশ দ্বাদশ প্রধান রাজ্য দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে, যথা, উত্তরভাগে রুসিয়া, পশ্চিমে তুরুষ্ক এবং আরবদেশ, পূর্ব্বভাগে চীন, মধ্যস্থলে ত্রৈবত্ত অর্থাৎ টিবেট, তাতার ও পারস্যদেশ ও কাবল, এবং দক্ষিণে হিন্দুস্থান ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম এবং পূর্ব্ব সীমা সান্নিধ্য কতিপয় দ্বীপ যাহাকে জাপান রাজ্য কহে।

এসিয়ার অন্তঃপাতি প্রধানরাজ্য সকলের পরিমাণাদির বিবরণ।

নাম	দীর্ঘতা ক্রোশ	পরিসর ক্রোশ	চতুরস্র ক্রোশ	মনুষ্যসংখ্যা	প্রধান নগর
এসিয়াদেশস্থ রুসিয়াদেশ	২২০০	৮৮০	২৭৬১১৯২	১০৫১২০০০	আস্ত্রাকান,তবলস্ক
এসিয়াস্থ তুরুষ্কদেশ	৪৪০	৪০৫	২২০০০০	১২০০০০০০	স্মির্ণা
আরবদেশ	৬১৬	৫০৬	৪৪২২০০	১১০০০০০০	মক্কা
পশ্চিম পারস্যদেশ	৫২৮	৩৯৬	২০৫০৪০	৯০০০০০০	ত্যাহরান
পূর্ব্ব পারস্য অথবা আবগনেস্তান	৪৪০	৩৪৪	১৭৬০০০	১০০০০০০০	পেসোয়ার
তাতারদেশ	১৪০	৩৫২	৩৭১১৮৪	৪৫০০০০০	বোখারা
হিন্দুস্থান	৭১৩	৩১৩	৫৬৩২০০	১৩৪০০০০০০	দিল্লী
ব্রহ্মদেশ	৩৫২	২৬৪	৬২৯২০	৬০০০০০০	আবা
মালাকা	৩৪১	৫৫	২১১২০	১২০০০০০	মালাকা
কোচীনচিন	৪৭৬	৮০	৪১৮০০	১৮০০০০০০	বাঙ্কোক
চীনদেশ	১৫২৩	৮৮০	২২৮৭৪৪০	১৫০০০০০০০	পেকিন
জাপানদেশ	—	—	১১৮৮০০	২৫০০০০০০	জেডু

এসিয়ার সাগর উপসাগর এবং অখাত।

এসিয়ার মধ্যে যে সকল সাগর উপসাগর এবং অখাত প্রধানরূপে গণনীয় তাহার বিবরণ যে উত্তরে অবী উপসাগর, উত্তর পূর্ব্বে ওকাটসাগর, পূর্ব্বে জাপান সাগর, ইয়ালোসাগর, পূর্ব্ব সাগর, ও চীন সাগর, এবং য়্যানেডর, টনকিন, ও শ্যাম উপসাগর, পশ্চিমে কাস্পিয়ন সাগর ও সিন্ধু উপসাগর, পশ্চিম দক্ষিণে আরব সাগর, এবং দক্ষিণে ম্যানার, ক্যাম্বে, ও পারস্য উপসাগর, এবং বঙ্গদেশের অখাত। এতদ্ব্যতিরিক্ত এসিয়াতে অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র২ অখাত ও উপসাগর আছে।

এসিয়ার মোহানা।

আমেরিকা হইতে যে মোহানার দ্বারা এসিয়া বিভক্ত হইয়াছে তাহা বেরিং সাহেব দ্বারা প্রথমে প্রকাশ হওন প্রযুক্ত তাহাকে বেরিং মোহানা নামে উক্ত করা যায়, মহাদ্বীপ হইতে যে মোহানার দ্বারা নভজিম্ল্যা বিভক্ত হইয়াছে তাহার নাম ওয়েগট্জ। কেরেয়া মোহানা জাপানকে কেরেয়া

হইতে বিভক্ত করে। ম্যাকেশর মোহানা বোর্নি-য়োকে সেলেবেস্ হইতে পৃথক্ করে। সাণ্ডা মোহানা যাবা হইতে, এবং মালাই মোহানা মালাই হইতে, সুমাত্রকে বিভাগ করে, মানার মোহানা মহাদ্বীপ হইতে সিলনকে ভিন্ন করে, বেবল্মেণ্ডেলের মোহানাদ্বারা আরব উপসাগর, এবং আরমস মোহানাদ্বারা পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগরে সংযুক্ত হয়।

এসিয়ার হ্রদ।

তাতার দেশে আরাল হ্রদ, শিবির দেশে বকাল হ্রদ, তুরুষ্কদেশে ভান হ্রদ, টিবেট দেশে পাল্টি, মানসরোবর, ও রুধ হ্রদ, এবং জুডিয়া দেশে ডেড্সি নামে মৃত্যু সাগর, অর্থাৎ শুত আছে যে এই হ্রদেতে মৎস্যাদি বাস করিতে কিম্বা কোন বৃক্ষাদি জন্মিতে পারে না সেইহেতু ইহাকে মৃত্যু সাগর কহে।

এসিয়ার নদী।

লীনা, অবী, যেনেসী, এইতিন বৃহৎ নদী

আল্‌টেইল পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া শিবির দেশ দিয়া হিম সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

হোয়ান্‌হো, এবং কিয়াঙ্কু, এই দুই নদী টিবেট্‌ দেশীয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া চীনদেশ দিয়া পূর্ব্ব সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অমর নদী আল্‌-টেইল পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া ওকট্‌ সাগরে মিলিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র, ইরাবতী, এবং সিন্ধু, এই তিন নদী টিবেট দেশীয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া ভারত মহাসাগরে সংযুক্ত হইয়াছে।

গঙ্গা, হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্না হইয়া যমুনা, ঘর্ঘরা, শোণ, এবং কুশী, ইত্যাদি নদীর সহিত একত্র হইয়া এবং পদ্মা দ্বারা ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিতা হইয়া বঙ্গদেশের অখাতে প্রবিষ্টা হইয়াছে।

টিগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস্‌ এই দুই নদী টরিক পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া বসরা দেশের ন্যূনাধিক প্রায় ১০ ক্রোশ উত্তরে পরস্পর একত্র হইয়া পারস্য উপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

এসিয়ার পর্ব্বত।

এসিয়াতে যে২ পর্ব্বত আছে তাহার মধ্যে পশ্চাল্লিখিত পর্ব্বত সকল প্রধান, যথা, আলটেইন পর্ব্বতশ্রেণী, এই পর্ব্বত রুসিয়ার দক্ষিণাংশে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং তাহা স্থানে২ নানা প্রকার নামে বিখ্যাত হইয়া আছে। বঙ্গদেশের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, তাহার উচ্চতা পৃথিবীস্থ সকল পর্ব্বত হইতে অধিক। ব্লাক্সি ও কাস্পিয়ন সাগরের মধ্যস্থলে কাকেসস্ পর্ব্বত, তাহার দক্ষিণে এরারাট পর্ব্বত, দেশান্তরীয় গ্রন্থকর্ত্তারা কহেন যে প্রলয়ের সময়ে ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গে উক্ত নোয়ানামকব্যক্তির জাহাজ বদ্ধ হইয়াছিল। টিবেট দেশের উত্তরে কৈলাশ, এবং হিন্দুস্থানের পূর্ব্ব ও পশ্চিমপার্শ্বে ঘাট্ নামে পর্ব্বত শ্রেণী।

এসিয়ার প্রায়দ্বীপ।

এয়িসার মধ্যে মালাকা, কাম্বোডিয়া, কোরিয়া, কাম্‌টকট্কা, এবং হিন্দুস্থানের দক্ষিণভাগ, এই সকল স্থানকে প্রায়দ্বীপ কহে।

এসিয়ার ডমরু মধ্য।

সুয়েজ নামক ডমরুমধ্যদ্বারা আফ্রিকা

এসিয়াতে সংযুক্ত হয়, এবং ক্রো নামক ডমরুমধ্য দ্বারা মালাকা প্রায়দ্বীপ শ্যামদেশে সংলগ্ন হয়।

এসিয়ার অন্তরীপ।

এসিয়ার পূর্ব্বাংশে ইষ্টকেপ, কামটকট্কার দক্ষিণাংশে লোপট্কা, চীনদেশের পূর্ব্বাংশে নিম্পো, নুজনের উত্তরাংশে ব্যজেডর, ম্যালেয়ার দক্ষিণাংশে রুমেনিয়া অর্থাৎ রমণীয়, হিন্দুস্থানের দক্ষিণাংশে কুমারিকা, এবং আরেবিয়ার পূর্ব্বাংশে রাসলহাড এই সকল নামে অন্তরীপ আছে।

এসিয়ার দ্বীপ।

হিমসাগরে নভজিমল্যা। মেডিটরেনিয়ন সাগরে সাইপ্রাস, এবং রোড্স।

ভারত মহাসাগরে সিলন, মালডিবস অর্থাৎ মালদ্বীপ, ল্যাকেডিব্স অর্থাৎ লক্ষ্মীদ্বীপ, নিকোবার দ্বীপ সমূহ, সিঙ্গাপুর, এবং পিনাঙ্গ।

ভারত ও পাসিফিক মহাসাগরের মধ্যে কতিপয় দ্বীপ আছে, তাহারা ভারতদ্বীপ সমূহ নামে খ্যাত, ঐ সকল দ্বীপের মধ্যে বর্ণিয়ো, যাবা, সুমাত্র, ফিলিপিন্স দ্বীপসমূহ এবং স্পাইস্ এই সকল দ্বীপ প্রধান।

পাসিফিক্ মহাসাগরে নিফল,যেসো,কিন্সো, এবং অন্যান্য কতিপয় ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে এই সকল দ্বীপকে জাপান রাজ্য কহে। এবং ঐ মহাসাগরে হানান, ফার্মোজা, লুকু, এবং ফাক্স নামক দ্বীপ এবং অন্য২ অনেক ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

২ অধ্যায়।

১ পাঠ।

হিন্দুস্থান।

হিন্দুদিগের রাজ্যাধিকার সময়ে ভরতরাজার রাজত্ব প্রযুক্ত এদেশ ভারতবর্ষরূপে খ্যাত ছিল। পরে তৈমুর রাজাধিরাজের উত্তরাধিকারি দিগের কর্ত্তৃক শাসিত হওয়াতে ইউরোপ দেশীয়েরা ইহাকে মোগলরাজ্য কহিতেন। সম্প্রতি দিল্লী রাজ্যের মুসলমান সম্রাট্ দিগের অধিকৃত স্থানকে হিন্দুস্থান বলা যায়।

সীমা।

হিন্দুস্থানের উত্তরসীমা হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্ব সীমা এরাকান, কছ্, এবং লিণ্টং পর্ব্বত। দক্ষিণ

পূর্ব্বসীমা বঙ্গদেশীয় অখাত। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিমসীমা ভারত মহাসাগর। পশ্চিমসীমা সিন্ধু নদী।

পরিমাণ

হিন্দুস্থানের দীর্ঘতা কুমারী অন্তরীপ অবধি হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত ৮২৮ ক্রোশ, ইহার পূর্ব্ব পশ্চিম পরিসর শ্রীহট্ট অর্থাৎ সিলেট এবং কচ্ছ দেশের মধ্যবর্ত্তি পর্ব্বত অবধি সিন্ধুনদীর মুখপর্য্যন্ত ৭১৩ ক্রোশ। উক্ত সীমাবচ্ছিন্ন প্রদেশ ৫৬৩২০০ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি হইবেক, এবং তথায় প্রায় ১৩৪০০০০০০ মনুষ্য বাস করে।

বিভাগ।

হিন্দুস্থানের বিভাগ তিন প্রকার হইয়াছে অর্থাৎ ভূগোলীয়, স্বাভাবিক, রাজকীয়। ভূগোল বিদ্যার উপদেশার্থে ভূগোলবেত্তারা উক্ত স্থানের যে বিভাগ করিয়াছেন তাহার নাম ভূগোলীয় বিভাগ। নদ্যাদি কিম্বা অন্য কোন বিশেষ কারণ-বশত যৌগিক বিভাগকে স্বাভাবিক বিভাগ

বলা যায়। রাজসম্বন্ধে যে বিভাগ তাহার নাম রাজকীয় বিভাগ। প্রথম দ্বিতীয় ভাগের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া রাজকীয় বিভাগের বিবরণ সম্পূর্ণ রূপে বিস্তারিত করা যাইবেক।

ভূগোলীয় বিভাগ।

হিন্দুস্থান চারি অংশে বিভক্ত আছে, প্রথম উত্তর হিন্দুস্থান, দ্বিতীয় প্রকৃত হিন্দুস্থান, তৃতীয় দাক্ষিণাত্য হিন্দুস্থান, চতুর্থ কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ পার্শ্বে দক্ষিণ দাক্ষিণাত্য হিন্দুস্থান।

উত্তর হিন্দুস্থান।

উত্তর হিন্দুস্থানের পশ্চিম সীমা কাশ্মীরদেশ এবং সতলোজ অর্থাৎ শতদ্রুনদী, পূর্ব্বসীমা আসামদেশ এবং টিষ্টী অর্থাৎ তৃষ্ণানদী, উত্তর সীমা হিমালয়, দক্ষিণসীমা প্রকৃত হিন্দুস্থান।

উত্তর হিন্দুস্থান নয় খণ্ডে বিভক্ত আছে, যথা, প্রথম কাশ্মীরদেশ, দ্বিতীয় লাহোর, তৃতীয় দোয়াব্ অর্থাৎ দ্বি আপদেশ, চতুর্থ গরওয়াল

দেশ, পঞ্চম কামায়ুন, ষষ্ঠ নেপাল, সপ্তম সিকিম, অষ্টম বুটান অর্থাৎ ভোটদেশ, নবম আসামদেশ।

কাশ্মীর।

কাশ্মীরদেশের উত্তরসীমা ক্ষুদ্র টিবেট্ অর্থাৎ ত্রৈবক্ত্র, পূর্ব্বসীমা লাড্ডকদেশ, দক্ষিণ এবং পশ্চিম সীমা লাহোর। ইহার দীর্ঘতা ৪৪ ক্রোশ এবং পরিসর স্থানবিশেষে ২৭ ক্রোশ।

লাহোর।

এই দেশের উত্তরসীমা কাশ্মীরদেশ এবং সিন্ধুনদী, পূর্ব্বসীমা উত্তর হিন্দুস্থানের পর্ব্বত, দক্ষিণসীমা দিল্লী, আজমীর, এবং মুলতান। এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদীর দ্বারা আবগানেস্তান হইতে পৃথক্কৃত হইয়াছে। ইহার দীর্ঘতা ১৫০ ক্রোশ, ইহার পরিসর ৮৮ ক্রোশ।

দ্বিআপ।

এই দেশ। যমুনা এবং সতলোজ নদীর মধ্যবর্ত্তী, ইহার উত্তরসীমা হিমালয়, দক্ষিণসীমা দিল্লী

পূর্ব্বসীমা যমুনা, পশ্চিমসীমা সতলোজ নদী, ইহার দীর্ঘতা ৪০ ক্রোশ, এবং পরিসর ২৭ ক্রোশ।

গরওয়াল।

এই দেশের নামান্তর শ্রীনগর, ইহার উত্তর সীমা হিমালয়, দক্ষিণসীমা গাঙ্গীয় তীরস্থ প্লেন অর্থাৎ ধরাতল, পূর্ব্বসীমা ডালি, অলকনন্দা, রামগঙ্গানদী, পশ্চিমসীমা যমুনা। ইহার চতুরস্রীয় পরিমাণ ৩৭৬ ক্রোশ।

কামায়ুন

এই দেশ গঙ্গা এবং কালীনদীর মধ্যবর্ত্তী, উক্ত নদীদ্বয়ের দ্বারা চতুঃসীমাবদ্ধ এবং আকারে চতুষ্কোণ, ইহার চতুরস্রীয় পরিমাণ ৪০ ক্রোশ।

নেপাল।

এই দেশের উত্তরসীমা হিমালয়, দক্ষিণসীমা অউড্ অর্থাৎ অযোধ্যা এবং ইংলণ্ডাধিকৃত রাজ্য, পশ্চিমসীমা কামায়ুনদেশ এবং কালীনদী, পূর্ব্বসীমা মিশ্চীনদী এবং সিকিমদেশ। ইহার দীর্ঘতা প্রায় ২০৩ ক্রোশ এবং পরিসর প্রায় ৫০ ক্রোশ।

সিকিম।

এইদেশের দক্ষিণসীমা নেপাল এবং ইংলণ্ডাধিকৃত রাজ্য, উত্তরসীমা হিমালয়, পূর্ব্বসীমা ভোটদেশ, পশ্চিমসীমা নেপাল। ইহার দীর্ঘতা ২৭ ক্রোশ এবং পরিসর ১৮ ক্রোশ।

ভোটান।

এই দেশের উত্তরসীমা হিমালয় এবং টিবেট, দক্ষিণসীমা ইংলণ্ডাধিকৃত রাজ্য, পূর্ব্বসীমা আশাম দেশ, পশ্চিমসীমা সিকিমদেশ। ইহার দীর্ঘতা অনুমান হয় ১১০ ক্রোশ এবং পরিসর ৫০ ক্রোশ।

আশাম।

এই দেশের উত্তরসীমা হিমালয়ের গণ্ডশৈলশ্রেণী, দক্ষিণসীমা বঙ্গদেশ, পূর্ব্বসীমা ল্যানটাং পর্ব্বত, পশ্চিমসীমা ভোটদেশ। ইহার দীর্ঘতা ১৫৪ ক্রোশ এবং পরিসর ২৬ ক্রোশ।

প্রকৃত হিন্দুস্থান।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে হিন্দুস্থানের দ্বিতীয়াংশকে প্রকৃত হিন্দুস্থান বলা যায়। শ্রীমান্ আকবর নামক সম্রাট্ মোগল বাদশাহ্ ঐ স্থানকে পশ্চাল্লিখিত এগার প্রধান প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা, লাহোর, মুলতান, গুজরাট্ অর্থাৎ গুজ্জররাষ্ট্র, রাজপুতনা, দিল্লী অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রস্থ, আগরা, মালয়ার, এলাহাবাদ (ইহার প্রাচীন নাম প্রয়াগ) অযোধ্যা, বেহার, (ইহার প্রাচীন নাম মগধদেশ) বঙ্গদেশ, এসকল প্রদেশ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নামদ্বারা অদ্যাপি প্রচলিত আছে কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগের সীমা এবং পরিসরের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে।

লাহোর।

এই প্রদেশ প্রকৃতহিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিম অংশ, ইহার উত্তরসীমা কাশ্মীরদেশ, দক্ষিণসীমা মুলতান, দিল্লী এবং আজমীরদেশ, পূর্ব্বসীমা সতলোজনদী, পশ্চিমসীমা সিন্ধুনদী। ইহার দীর্ঘতা ১৪০ ক্রোশ, পরিসর ১০১ ক্রোশ।

মুলতান

এই প্রদেশের উত্তরসীমা লাহোর, এবং কাশ্মীরীয় আবগানেস্তান, দক্ষিণসীমা আজমীর এবং সিন্ধুদেশ, পূর্ব্বসীমা লাহোর এবং আজমীর দেশ, পশ্চিমসীমা কাশ্মীরদেশান্তর্গত বালুচীস্থান। ইহার দীর্ঘতা ৪৮ ক্রোশ এবং পরিসর ৩১ ক্রোশ। সিন্ধুদেশ এই দেশের অন্তঃপাতি রূপে গণ্য হইয়াছে।

গুজরাট।

এই প্রদেশের উত্তরসীমা আজমীরদেশ, দক্ষিণ সীমা হিন্দুসাগর এবং দাক্ষিণাত্য হিন্দুস্থানের একাংশ, পূর্ব্ব সীমা কাম্বেনামক উপসাগর, মালয়া এবং কান্দিশপ্রদেশ, পশ্চিমসীমা কচনামক উপসাগর এবং তন্নামক প্রদেশ, ইহার দীর্ঘতা ১৪০ ক্রোশ, পরিসর সর্ব্বত্র প্রায় ৪৪ ক্রোশ।

কচ প্রদেশ যাহার দীর্ঘতা ৪৯ ক্রোশ, পরিসর ৩১ ক্রোশ, তাহা ঐ প্রদেশের একাংশরূপে গণ্য হইয়াছে।

রাজপূতনা।

এই প্রদেশ প্রকৃত হিন্দুস্থানের মধ্যস্থিত, ইহার উত্তরসীমা মুলতান এবং দিল্লী, দক্ষিণসীমা, মালয়া এবং গুজরাটদেশ, পশ্চিমসীমা সিন্ধু দেশ, পূর্ব্বসীমা দিল্লী এবং আগরা। ইহার উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘতা ১৫৪ ক্রোশ, এবং পরিসর ন্যূনাধিক ৭৮ ক্রোশ।

দিল্লী।

এই প্রদেশের উত্তরসীমা লাহোর এবং উত্তর হিন্দুস্থানের কতিপয় প্রদেশ, দক্ষিণসীমা আগরা এবং আজমীরদেশ, পূর্ব্বসীমা অযোধ্যা এবং উত্তর হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তি কয়েক পর্ব্বত, পশ্চিমসীমা আজমীর এবং লাহোর। ইহার দীর্ঘতা প্রায় ১০৮ ক্রোশ এবং পরিসর ন্যূনাধিক ৮০ ক্রোশ।

আগরা।

এই প্রদেশের উত্তরসীমা দিল্লী, দক্ষিণসীমা মালয়া, পূর্ব্বসীমা অযোধ্যা এবং এলাহাবাদ,

পশ্চিমসীমা আজমীরদেশ। ইহার দীর্ঘতা ১১০ ক্রোশ এবং পরিসর ৬৬ ক্রোশ।

মালয়া।

এই প্রদেশের উত্তরসীমা আজমীর এবং আগরা, দক্ষিণসীমা কান্দেশ এবং বীরারদেশ, পূর্ব্ব সীমা এলাহাবাদ এবং গণ্ডওয়ানা, পশ্চিমসীমা আজমীর এবং গুজরাট। ইহার দীর্ঘতা ১০২ ক্রোশ এবং পরিসর প্রায় ৬৬ ক্রোশ।

এলাহাবাদ।

এই প্রদেশের উত্তরসীমা অযোধ্যা এবং আগরা, দক্ষিণসীমা গণ্ডওয়ানা, পূর্ব্বসীমা বেহার এবং গণ্ডওয়ানা, পশ্চিমসীমা মালয়া এবং আগরা। ইহার দীর্ঘতা প্রায় ১২০ ক্রোশ এবং পরিসর ৮০ ক্রোশ।

অযোধ্যা।

এই প্রদেশের উত্তরসীমা নেপালীয় পর্ব্বত শ্রেণী, দক্ষিণসীমা এলাহাবাদ, পূর্ব্বসীমা বেহার

পশ্চিমসীমা দিল্লী এবং আগরা। ইহার দীর্ঘতা ১১০ ক্রোশ এবং পরিসর ৪৪ ক্রোশ।

বেহার।

এই প্রদেশ উত্তরদিকে এক উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা নেপাল হইতে বিভিন্ন হইয়াছে, ইহার দক্ষিণ সীমা গণ্ডওয়ানা, পূর্ব্বসীমা বঙ্গদেশ, পশ্চিম সীমা এলাহাবাদ অযোধ্যা এবং গণ্ডওয়ানা। ইহার দীর্ঘতা ১০২ ক্রোশ এবং পরিসর ৮৮ ক্রোশ।

বঙ্গদেশ

এই প্রদেশের উত্তরসীমা নেপাল সিকিম এবং ভোটদেশ, দক্ষিণসীমা বঙ্গদেশীয় অখাত, পূর্ব্বসীমা আশাম এবং বর্ম্মার রাজ্য, পশ্চিম সীমা বেহার। মেদিনীপুর লইয়া বঙ্গদেশের দীর্ঘতা ১৫৪ ক্রোশ এবং পরিসর ১৩২ ক্রোশ।

দাক্ষিণাত্য হিন্দুস্থান।

হিন্দুস্থানের তৃতীয়াংশ যাহার নাম দাক্ষিণাত্য হিন্দুস্থান রূপে পূর্ব্বে লিখিতহইয়াছে, এই প্রদেশ দশখণ্ডে বিভক্ত আছে, যথা, আরঙ্গবাদ, বিদর, খানদেশ, হায়দারাবাদ, নন্দীর, সরকার উত্তরাখণ্ড, বীরার, গণ্ডওয়ানা, উড়িষ্যা, বিজয়পুর।

আরঙ্গবাদ।

এই প্রদেশের উত্তরসীমা বীরার খানদেশ এবং গুজরাট, দক্ষিণসীমা বিজয়পুর এবং বিদর-দেশ, পূর্ব্বসীমা বীরার এবং হায়দারাবাদ, পশ্চিম সীমা হিন্দু সাগর। ইহার দীর্ঘতা ১৩২ ক্রোশ, এবং পরিসর ৭১ ক্রোশ।

খানদেশ।

এই দেশের উত্তরদিক নর্মদানদীরদ্বারা মালয়া হইতে পৃথক্ হইয়াছে, দক্ষিণসীমা আরঙ্গ-বাদ, পূর্ব্ব সীমা বীরার, পশ্চিম সীমা গুজরাট

ইহার দীর্ঘতা ৮৮ ক্রোশ, এবং পরিসর ৪০ ক্রোশ।

বিদর।

এই দেশের উত্তরসীমা আরঙ্গবাদ এবং নান্দীর দেশ, দক্ষিণসীমা কৃষ্ণানদী, পূর্ব্বসীমা হায়দারাবাদ, পশ্চিমসীমা বিজয়পুর। ইহার দীর্ঘতা প্রায় ৬১ ক্রোশ, এবং পরিসর ২৯ ক্রোশ।

হায়দারাবাদ।

এই দেশের উত্তরসীমা গোদাবরী, দক্ষিণসীমা কৃষ্ণানদী, পূর্ব্বসীমা বিদর এবং আরঙ্গবাদ, পশ্চিম সীমা গণ্ডওয়ানা। ইহার দীর্ঘতা ৮০ ক্রোশ, এবং পরিসর ন্যূনাধিক ৬৬ ক্রোশ।

নান্দীর

এই ক্ষুদ্রদেশ বীরার দেশের একাংশরূপে গণ্য ছিল, ইহার উত্তরসীমা বীরার, দক্ষিণসীমা হায়দারাবাদ এবং বীরার, পূর্ব্বসীমা গণ্ডওয়ানা, পশ্চিমসীমা আরঙ্গবাদ।

সরকার উত্তরাখণ্ড।

এই দেশের পূর্ব্বসীমা হিন্দুসাগর, এবং পশ্চিমে কয়েক গণ্ডপর্ব্বতদ্বারা হায়দারাবাদ হইতে বিভিন্ন, উত্তরে উক্ত পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চতর কতিপয় অন্য পর্ব্বতদ্বারা বারারদেশ হইতে পৃথক হইয়াছে, উত্তর পূর্ব্বে উক্তপর্ব্বত এবং চিলকা হ্রদের দ্বারা উড়িষ্যা হইতে স্বতন্ত্র, দক্ষিণে গণ্ডিজাম্ম নদীরদ্বারা কর্ণাটস্থ পানীয়ঘাট হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। ইহার দীর্ঘতা ২১১ ক্রোশ, পরিসর ন্যূনাধিক ২৫ ক্রোশ

বারার।

এই দেশের উত্তরসীমা খানদেশ এবং এলাহাবাদ, দক্ষিণসীমা নান্দীরদেশ, পূর্ব্বসীমা গণ্ডওয়ানা, পশ্চিমসীমা খানদেশ এবং আরঙ্গবাদ। উক্ত নান্দীর দেশের সহিত ইহার দীর্ঘতা ১০২ ক্রোশ, পরিসর ন্যূনাধিক ৫৪ ক্রোশ।

গণ্ডওয়ানা।

এই দেশের উত্তরসীমা এলাহাবাদ এবং

বেহার, দক্ষিণসীমা উড়িষ্যা এবং গোদাবরীনদী, পূর্ব্বসীমা উড়িষ্যা বঙ্গ এবং বেহারদেশ, পশ্চিম সীমা মালয়া বীরার এবং এলাহাবাদ। ইহার দীর্ঘতা ১৭৬ ক্রোশ, এবং পরিসর ১২৪ ক্রোশ।

উড়িষ্যা

এই দেশের উত্তর সীমা বঙ্গ এবং বেহারদেশ, দক্ষিণসীমা সরকার উত্তরাখণ্ড, এবং গোদাবরী নদী, পূর্ব্বসীমা বঙ্গদেশের অখাত, পশ্চিমসীমা গণ্ডওয়ানা। ইহার দীর্ঘতা ২৩৪ ক্রোশ এবং পরিসর ৪০ ক্রোশ।

জয়পুর।

এই দেশেরউত্তরসীমা ক্যানেরা অর্থাৎ কিম্বর দেশ এবং আরঙ্গবাদ, দক্ষিণসীমা টুমবড্ড্যা অর্থাৎ তোমভদ্রা নদী, পূর্ব্বসীমা আরঙ্গবাদ এবং বিদর, পশ্চিমসীমা হিন্দুসাগর। ইহার দীর্ঘতা ১৫৩ ক্রোশ, এবং পরিসর ৮৮ ক্রোশ।

দক্ষিণ দাক্ষিণাত্য হিন্দুস্থান।

হিন্দুস্থানের চতুর্থ অংশ যাহার নাম দক্ষিণ দাক্ষিণাত্য হিন্দুস্থান রূপে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, এইদেশ নয় প্রদেশে বিভক্ত আছে যথা, কর্ণাট, মাইসোর অর্থাৎ মাহিষাসুর, ক্যানেরা অর্থাৎ কিন্নর, মালাবার অর্থাৎ কিরাল, বারমহল্ল, কায়ম্বতর, ডিণ্ডীগল, কোচিন, ত্রিবঙ্কুর।

কর্ণাট

এই প্রদেশের উত্তরসীমা গঞ্জেস্‌এমা অর্থাৎ গাঙ্গজম্মানদী, দক্ষিণসীমা কুমারী অন্তরীপ, পূর্ব্ব সীমা হিন্দুসাগর, পশ্চিমসীমা ঘাট নামকদেশ। এই প্রদেশ, উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ, কর্ণাটরূপ তিন অংশে বিভক্ত আছে। ইহার দীর্ঘতা ২৪৬ ক্রোশ এবং পরিসর ৩৩ ক্রোশ।

মাইসোর।

এই প্রদেশ পূর্ব্ব পশ্চিম ঘাটনামক দেশদ্বারা চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত, ইহার দীর্ঘতা ৯২ ক্রোশ পরিসর ৬২ ক্রোশ।

ক্যানারা।

এই প্রদেশ উত্তর এবং দক্ষিণ ক্যানারা নামে দুই অংশে বিভক্ত আছে। ইহার উত্তরসীমা বিজয়পুর, দক্ষিণসীমা মালাবার, পূর্ব্বসীমা মাইসোর এবং তদন্তর্গত সন্ধিলব্ধরাজ্য, পশ্চিমসীমা হিন্দুসাগর। ইহার দীর্ঘতা ৮৮ ক্রোশ, পরিসর ১৬ ক্রোশ।

মালাবার।

এই প্রদেশের উত্তরসীমা ক্যানারাদেশ, দক্ষিণ সীমা কোচীনদেশ, পূর্ব্বসীমা ঘাটনামকদেশ, পশ্চিমসীমা হিন্দুসাগর। ইহার দীর্ঘতা ৬৯ ক্রোশ পরিসর ১৬ ক্রোশ।

বারমহল।

এই প্রদেশ দ্বাদশ অংশে বিভক্ত পর্য্যন্ত উক্ত নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বসীমা হিন্দু সাগর, পশ্চিমসীমা ঘাটনামকদেশ, উত্তরসীমা কদপানামকদেশ, দক্ষিণসীমা ত্রিকনাপলি অর্থাৎ ত্রিকোণ পাল্লিদেশ।

কায়ম্বতরু।

এই প্রদেশের উত্তরসীমা মাইসোর দেশ, দক্ষিণে ডিণ্ডিগলদেশ, পূর্ব্বে সালম্ অর্থাৎ স্বাম্ম দেশ এবং কৃষ্ণঘরি অর্থাৎ কৃষ্ণগিরি দেশ, পশ্চিমে মালাবারদেশ।

ডিণ্ডিগল।

এই প্রদেশের উত্তরসীমা কায়ম্বতরু এবং কৃষ্ণ ঘরিনামক দেশ, দক্ষিণসীমা ত্রিবঙ্কুর, মেদুরা, এবং দক্ষিণ কর্ণাটের একাংশ, পূর্ব্বসীমা দক্ষিণ কর্ণাট পশ্চিমসীমা ত্রিবঙ্কুর, কোচিন, এবং মালাবার।

কোচিন।

এই প্রদেশের উত্তরসীমা মালাবার, দক্ষিণ সীমা ত্রিবঙ্কুর, পূর্ব্বসীমা ডিণ্ডিগল, পশ্চিমসীমা হিন্দুসাগর।

ত্রিবঙ্কুর।

এই প্রদেশের উত্তরসীমা কোচিন, দক্ষিণ এবং পশ্চিমসীমা হিন্দুসাগর, পূর্ব্বসীমা দক্ষিণ কর্ণাট। ইহার দীর্ঘতা ৬২ ক্রোশ, পরিসর ১৮ ক্রোশ।

২ পাঠ।

হিন্দুস্থানের স্বাভাবিক বিভাগ।

হিন্দুস্থান স্বভাবত পঞ্জাপ, দোয়াব অর্থাৎ দ্বিআপ, ডেল্টা অর্থাৎ বহুমুখ, টেবিল্ ল্যাণ্ড অর্থাৎ উপত্যকা পীঠভূমি, এই চারি অংশে বিভক্ত আছে।

পঞ্জাপ

সিন্ধুনদীর অধীন সতলোজ অর্থাৎ শতদ্রু, বেওয়া অর্থাৎ বিপাশা, রেভি অর্থাৎ ইরাবতী, সিনার অর্থাৎ চন্দ্রভাগা, জাইলম অর্থাৎ বিতস্তা, এই পাঁচ নদীর ধারা এই দেশে আছে এইহেতু ইহাকে পঞ্জাপ কহা যায়। এবং অন্যান্য পাঁচ নদী যে সকল দেশমধ্যে গিয়াছে সেই সকল দেশকেও পঞ্জাপ বলা যায়, যেহেতু উক্ত নাম যৌগিক

অর্থাৎ কল্পিত নহে সুতরাং স্বভাবসিদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ হইতে পারে।

উক্ত পঞ্চাপ দেশের পূর্ব্ব পশ্চিম পরিসর প্রায় ৯৩ ক্রোশ, ইহার দীর্ঘতা যে উত্তর অবধি দক্ষিণ পর্য্যন্ত তাহার নিশ্চয় হয় নাই।

দোয়াব

দুই নদীর মধ্যবর্ত্তি স্থানকে দোয়াব বলা যায়। গঙ্গা এবং যমুনা এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তি স্থান উক্ত নামে খ্যাত আছে। বিশেষতঃ উক্ত নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি স্থানের দক্ষিণাংশ যাহা আগরা প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী তাহাকে যথার্থরূপে দোয়াব বলা যায়। উক্ত দোয়াব দেশ ৬ খণ্ডে বিভক্ত আছে যথা, ফরাক্কাবাদ, কনোজ অর্থাৎ কান্যকুব্জ, ইটোয়া, কোরা, করা, এবং এলাহাবাদ।

বহুমুখ।

নদী সকল বহুমুখ হইয়া যদি সমুদ্রে প্রবেশ করে তবে সেই নদী যে সকল স্থানকে বহুমুখে

বেষ্টন করে সেই সকল স্থানকে সেই নদীর নামাবলম্বন পূর্ব্বক বহুমুখ দেশ বলা যায়।

হিন্দুস্থানের স্বাভাবিক অংশ সকলের মধ্যে গঙ্গা এবং সিন্ধু এই নদীদ্বয় সম্বন্ধি বহুমুখ দেশে বিশেষ চিহ্ন আছে, গাঙ্গ বহুমুখ দেশ সমুদ্র হইতে উত্তরে ৯৭ ক্রোশ অন্তরে আরম্ভ হইয়াছে, ইহার দক্ষিণাংশ যাহা বঙ্গদেশের অখাতের সমীপবর্ত্তী তাহার পরিসর ৮০ ক্রোশ এই স্থানে অত্যন্ত নিবিড় বন আছে এবং তন্মধ্যে অনেক লবণাম্বু বিশিষ্ট খাল যাওয়াতে সেই স্থানে অনেক ক্ষুদ্র২ উপদ্বীপ হইয়াছে। উক্ত স্থানকে সুন্দর বন বলা যায়।

সৈন্ধব বহুমুখদেশ গাঙ্গবহুমুখদেশের সমান, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রায় বৃক্ষাদি নাই যেহেতু তাহার অধিকাংশ প্রায় বালুকা এবং বদ্ধ জল ময়। এই স্থানের নদী সকল উক্ত সিন্ধুনদীর প্রধান মুখহইতে ৫১ ক্রোশ অন্তরে পৃথক২ হইয়াছে। উক্ত দেশ সমুদ্রতীরে প্রায় ৬৬ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া আছে।

উপত্যকাপাঠভূমি।

দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থ উচ্চ সমভূমিকে উপত্যকা পীঠভূমি বলাযায়। দাক্ষিণাত্য হিন্দুস্থানের অন্তঃপাতি পূর্ব্ব পশ্চিম ঘাট নামক পর্ব্বত দ্বয়ের মধ্যস্থান উক্তনামে প্রসিদ্ধ আছে।

---

৩ পাঠ

হিন্দুস্থানের রাজকীয় বিভাগ।

পূর্ব্ব লিখিত ক্রমানুরোধে এস্থলে রাজকীয় অংশের বিবরণ লিখনের অবশ্যক হইলেও তাহার বিশেষ বিস্তারিত করণে বাহুল্য প্রযুক্ত স্থানান্তরে তদ্বিষয় লিখিত হইবেক।

হিন্দুস্থানের পর্ব্বতের বিবরণ।

হিন্দুস্থানের প্রধান পর্ব্বত হিমালয়, এই পর্ব্বতের গণ্ডশৈল উক্ত স্থানের উত্তরসীমা, হিমালয়ের উচ্চতা পৃথিবীস্থ সমুদয় পর্ব্বত হইতে অধিক। উক্ত স্থানে এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল পর্ব্বত আছে তাহার মধ্যে পশ্চাল্লিখিত কএক পর্ব্বত প্রধান, যথা শিবালিক কিম্বা কিমেয়ন অর্থাৎ

শিবালয়, ভিন্দিয়া অর্থাৎ বিন্ধ্য, শ্রীহট্টের পর্ব্বত, রাজমহলস্থ শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বত, এবং দাক্ষিণাত্য হিন্দুস্থানের মধ্যস্থিত পূর্ব্ব পশ্চিম ঘাট নামক পর্ব্বত শ্রেণী।

হিমালয় পর্ব্বতের প্রধান শৃঙ্গ ধবলগিরি তাহার উচ্চতা ১৮৭৯৬ হাত, দ্বিতীয় যামিত্র নামক শৃঙ্গ তাহার উচ্চতা ১৭০০০ হাত, তৃতীয় ধ্যেয়বান্ নামক শৃঙ্গ তাহার উচ্চতা ১৬৫০০ হাত।

দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ নামক পর্ব্বত শ্রেণীর শৃঙ্গের উচ্চতা চতুর্দ্দশ সহস্র হস্ত এইহেতু পূর্ব্বকালে ভূগোলবেত্তারা পৃথিবীস্থ তাবৎ পর্ব্বত অপেক্ষা উক্ত পর্ব্বতের শৃঙ্গকে অতিশয় উচ্চজ্ঞান করিতেন কিন্তু শ্রীমান্ মার্কেষ হেষ্টিংস সাহেবের ভারতবর্ষ শাসনকালে কোন সাহেব লোক কর্তৃক তাঁহার অনুমত্যনুসারে হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতার পরিমাণ হওয়াতে উক্ত পর্ব্বতের ধবল গিরি নামক শৃঙ্গের উচ্চতা ১৮৭৯৬ হাত হইয়াছে অতএব আন্দিজ নামক পর্ব্বতের শৃঙ্গ অপেক্ষা ধবল গিরি নামক শৃঙ্গের উচ্চতা ৪৭৯৬ হাত অধিক, এইহেতু

এক্ষণে সকলেই হিমালয় পর্ব্বতকে পৃথিবীস্থ তাবৎ পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চতম করিয়া গণনা করেন।

শিবালয় নামক পর্ব্বতশ্রেণী দিল্লী অর্থাৎ প্রকৃত হিন্দুস্থান এবং উত্তর হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তী, বিন্ধ্যপর্ব্বত বিহার, বানারস অর্থাৎ বারাণসী, এলাহাবাদ, এবং মালয়া, এই সকল দেশ ভ্রমণ করিয়া নর্ম্মদা নদীর উত্তর হইয়া প্রায় সমুদ্রের পশ্চিম তীরপর্য্যন্ত গিয়াছে, বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে টেহিয়া অর্থাৎ ত্রিহায় নামক ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে।

হিন্দুস্থানের পশ্চিম দিকস্থ ঘাটনামক পর্ব্বত, যাহাকে সখীন পর্ব্বত কহে তাহা কুমারী অন্তরীপ অবধি সৌরাষ্ট্র দেশের সন্নিহিত টাপটী অর্থাৎ তাপতী নদীর তীরপর্য্যন্ত গিয়াছে, ইহার কোন২ শৃঙ্গের উচ্চতা ৩৩৩৪ হাত হইতে অধিক, যথা কুরগদেশের সন্নিহিত সুব্রাহ্মণী নামকশৃঙ্গ তাহার উচ্চতা ৯৭৪১ হাত।

ঘাটনামক পর্ব্বতশ্রেণী যাহা কৃষ্ণানদীর তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহার উচ্চতা ২০০০ হাত।

কায়ম্বতরু নামক দেশের উত্তরপূর্ব্বাংশে নীলগিরি নামক পর্ব্বত আছে এই পর্ব্বত শ্রেণী

দীর্ঘে প্রায় ১৭ ক্রোশ, প্রস্থে ৬ কিম্বা ৮ ক্রোশ হইবেক।

উক্ত পর্ব্বত পূর্ব্ব পশ্চিম ঘাটনামক পর্ব্বত দ্বয়ের মধ্যে থাকিয়া শিকলের ন্যায় ঐ উভয় পর্ব্বতকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে;

নীলগিরি পর্ব্বতের কোনং শৃঙ্গের উচ্চতা সমুদ্র তীরস্থ সমভূমি হইতে ৩০০০ অথবা ৪০০০ হাত হইবে। এবং মুরকুটিবেট অর্থাৎ মারকতবৎ নামক যে শৃঙ্গ তাহার উচ্চতা ৫৮৬৭ হাত হইবেক।

হিন্দুস্থানের প্লেন অর্থাৎ ধরাতলের বিবরণ।

প্রকৃত হিন্দুস্থানের মধ্যে অনেক বিস্তৃত ধরাতল আছে।

শিবালয় পর্ব্বত অবধি যে২ স্থান ব্যাপিয়া গঙ্গা সাগরে মিলিত হইয়াছে সেই সকল স্থান প্রায় তাবৎ ধরাতলময়।

সরহন্দ দেশ অবধি দিল্লী পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিমে ৬৯ ক্রোশ পরিমিত এক ধরাতল আছে,

যাহা এক্ষণে ভগ্ন প্রাচীন অট্টালিকাদ্বারা বেষ্টিত থাকাতে তাহার পূর্ব্ব সৌভাগ্যের অনুমান করা-ইতেছে।

মাইসোর দেশে চিটল্ডুর্গের অর্থাৎ চিত্রদুর্গের ধরাতল আছে, তাহার পরিমাণ উত্তর দক্ষিণে ৫ ক্রোশ, পূর্ব্ব পশ্চিমে ১২.৫ ক্রোশ।

হিন্দুস্থানের মধ্যে যে সকল বালুকামোদিত ভূমি আছে প্রসঙ্গাধীন তাহার নিরূপণ করা যাই-তেছে। উক্ত স্থানে কচ নামক দেশের উত্তরে গুজ্জর রাষ্ট্রের পশ্চিমে আজমীর দেশের দক্ষিণে এবং মুলতানেরএকাংশসিন্ধুদেশের পূর্ব্বে এক বৃহৎ বালুকামোদিত ভূমি আছে, রণনামক লবণাম্বু জলাশয়ের সহিত উক্ত বালুকামোদিত ভূমি মিশ্রিত করিয়া পরিমাণ করিলে তাহা দীর্ঘে ২৪২ ক্রোশ, প্রস্থে স্থানবিশেষে ৭১ ক্রোশ।

হিন্দুস্থানের নদীর বিষয়।

হিন্দুস্থানে অনেক নদী আছে, তাহার মধ্যে প্রধান সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, নর্ম্মদা, গোদা-বরী, কৃষ্ণা, তাপতী, মহানদী, কাবেরী, গণ্ডকী,

ঘর্ঘরা, শোণ, মেঘনা, চম্বল, বিপাশা, এবং ইরাবতী নদী।

সিন্ধু এবং তদধীন নদীর বিবরণ।

সিন্ধুনদীর উৎপত্তিস্থান, হিমালয় পর্ব্বতের কৈলাস নামক শৃঙ্গের উত্তরাংশ, ঐ স্থান হইতে উক্ত নদী প্রায় ১০০০ এক সহস্র ক্রোশ গমন করিয়া হিন্দুমহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। এবং গমন মুখে শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, এবং বিতস্তা এই পাঁচ ধারা হওয়াতে উক্ত নামে পাঁচ নদী হইয়া যে স্থানে মিলিত হইয়াছে সেই স্থানকে পঞ্চাপ কহা যায় ইহার বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

সিন্ধুনদীতে লাহোর পর্য্যন্ত প্রায় ৬০০০ হাজার মণ দ্রব্যবাহকজাহাজ গমনাগমন করিতে পারে। এক্ষণে উক্তনদীর তীরস্থ বসতি সকলের উচ্চাটন হওয়াতে সে সকল স্থানে বাণিজ্যাদি অত্যল্প।

গঙ্গা এবং তদধীন নদী এবং তচ্ছাখা নদী সকলের বিবরণ।

হিমালয় পর্ব্বতের দুই ঝরনা হইতে গঙ্গার

উৎপত্তি হইয়াছে এবং ঐ দুই ধারা ভাগীরথী এবং অলকনন্দা নামে খ্যাত হইয়া দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে, কিন্তু অলকনন্দার উৎপত্তি স্থান অদ্যাপি নির্দিষ্ট হয় নাই।

রুদ্র হিমালয় যাহাকে মহাদেবকলিঙ্গ কহে সেই স্থানহইতে অর্থাৎ মহাদেবের সর্পমুকুট নামে খ্যাত পাঁচ উচে শৃঙ্গের মধ্যস্থিত গহ্বর হইতে ভাগীরথী উৎপন্ন হইয়া যেস্থানে প্রাচীরাকৃতি হিমস্তম্ভ ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে সেই স্থানকে গাঙ্গত্রী অথবা গোমুখী কহে। ঐ স্থান হইতে ৬৮২ ক্রোশ গমন করত হিন্দু মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে।

গঙ্গা দিল্লীরঅন্তঃপাতি হরিদ্বারে আসিয়া হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়াছেন এবং এলাহাবাদে আসাতে যমুনা তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে, ঐ স্থানে যমুনার দীর্ঘতা তাহার স্বীয় উৎপত্তি স্থানহইতে ৩৪৩৫ ক্রোশ।

শোণ, গণ্ডকী, কুশী অর্থাৎ কৌশিকী প্রভৃতি নদী সকল স্থানে২ গঙ্গাতে আসিয়া মিলিয়াছে।

গঙ্গার পরিসর কোন ২ স্থানে প্রায় দুই ক্রোশ কিন্তু তাহার সাধারণ পরিসর ৩১২০ হাত।

ভাগীরথী এবং জলঙ্গির মোহানাতে মিলিত হইলে গঙ্গা শেষভাগে হুগলী নদী নামে খ্যাত হইলেন ঐ নদীকে হিন্দুরা ভাগীরথী এবং গঙ্গা কহেন।

হুগলি নদীব্যতিরেকে গঙ্গার অন্য কোন ভাগে জাহাজের গমনাগমন হইতে পারে না।

বর্ষাকালে ঐ নদীর জল ২০ হাত বৃদ্ধি হয়, এবং আষাঢ় মাসের শেষে ঐ নদী এবং ব্রহ্মপুত্রের নিকটস্থ বঙ্গভূমির যে২ নিম্নস্থান সেই সকল স্থানে এমত বন্যা আইসে যে নদীতীর হইতে প্রায় ৪৪ ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমি জলে প্লাবিত হইয়া যায়।

গঙ্গাতীরস্থ কোন২ স্থানকে ভারতীয় ধর্ম্মাবলম্বিরা অতিশয় পবিত্র করিয়া জ্ঞান করেন, যথা পঞ্চপ্রয়াগ, ইহার মধ্যে প্রধান এলাহাবাদ, দ্বিতীয় শ্রীনগরস্থ দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, এবং নন্দপ্রয়াগ।

এতদ্ভিন্ন অন্য২ পবিত্রস্থান আছে, যথা হরিদ্বার, উত্তরা, মুঙ্গেরের সন্নিহিত জানাগিরি, এবং গঙ্গাসাগর।

ব্রহ্মপুত্রের বিবরণ।

হিন্দুস্থানে যে সকল নদী আছে তাহার মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের দীর্ঘতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। হিন্দুরা এই নদীকে তীর্থ মাহাত্ম্যে গঙ্গাপ্রভৃতির সমান কহে না। ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি স্থান যদ্যপি বিশেষরূপে অদ্যাপি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই তথাপি অনুভবদ্বারা জানা গিয়াছে যে তাহার উৎপত্তি স্থান হিমালয় পর্ব্বতের কৈলাসনামক শৃঙ্গের নিকট মানস সরোবর নামক হ্রদ।

উক্ত নদী টিবেটনামক পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশ হইতে বহির্গত হইয়া সাম্পা অর্থাৎ সাম্পুনামে খ্যাত হইয়া চীনদেশের নিকট পর্য্যন্ত গমনানন্তর পশ্চিমবাহিনী হইয়া আসামদেশের মধ্যহইতে বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছে।

উক্ত নদী ঢাকা প্রদেশে মেঘনা নদীর সহিত সংযুক্ত হওয়াতে উক্ত প্রদেশে ঐ নদীর নামাবলম্বন করিয়া লক্ষ্মীপুরের দক্ষিণে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গদেশের অখাতে পতিত হইয়াছে।

গোদাবরীর বিবরণ।

হিন্দুস্থানের দাক্ষিণাত্য হিন্দুস্থান নামক খণ্ডে যে সকল নদী আছে তাহার মধ্যে গোদাবরী নদী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উক্ত নদী ট্রিম্বক নেসার অর্থাৎ ত্র্যম্বকনামক দেশের পশ্চিমঘাটনামক পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া আরঙ্গবাদ এবং তৈলঙ্গ প্রদেশের পশ্চিমাবধি পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া দক্ষিণপূর্ব্ববাহিনী হওত সমুদ্রহইতে ৪০ ক্রোশ অন্তরে বেণগঙ্গা নামক নদীর সহিত মিলিত হইলে রাজমন্দির প্রদেশে তাহার অনেক শাখা নির্গত হইয়াছে। ঐ সকল শাখানদী বেষ্টিত স্থান অতিশয় উর্ব্বরা, এবং সেই সকল নদী ক্ষুদ্র২ জাহাজের কীলকস্থান অর্থাৎ লোঙ্গর করিয়া রাখিবার উত্তম স্থান হইয়াছে। গোদাবরীর দীর্ঘতা ৩৭৪ ক্রোশ, এবং পরিসর কোন২ স্থানে আর্দ্ধ ক্রোশেরও অধিক।

কৃষ্ণানদীর বিবরণ।

বিজয়পুর প্রদেশে সেতারাদেশের নিকট

পশ্চিমঘাটনামক পর্ব্বত হইতে কৃষ্ণানদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

উক্ত নদীর জলদ্বারা বিজয়পুর, বিদর, হায়দারাবাদ, এই সকল প্রদেশ এবং উত্তর সরকারের মধ্যস্থিত কতিপয় দেশের ভূমি উর্ব্বরা হয়। এই নদীর অধীন অনেক নদী আছে। এই নদী দীর্ঘে প্রায় ২৬৬ ক্রোশ। এবং ঐ নদী মসলিপোটানের নিকট বহুমুখ হইয়া ভারত মহাসাগরে পতিত হইয়াছে।

হিন্দস্থানের হ্রদের বিষয়।

হিন্দুস্থানে অল্প সংখ্যক হ্রদ আছে ঐ সকল হ্রদের পরিসর অত্যল্প। ঐ হ্রদ দুই প্রকার, কতক স্বভাবজাত, কতক কৃত্রিম অর্থাৎ মানবকৃত, স্বভাবজাত হ্রদের মধ্যে চিলকা, কোলায়র, পলিকাট, ওনোর, এবং স্যাম্বর, এই সকল হ্রদ প্রধান। মানবকৃত হ্রদের মধ্যে, পুষ্কর, যশোমন্দ, রাজসমন্দ, রাণীতালাব, এবং গোলাবসাগর, এইসকল অতি খ্যাত।

হিন্দুস্থানের খাল।

প্রথম দিল্লীর খাল, দ্বিতীয় মান্দ্রাজ দেশের ব্লাকটৌন নামক নগরের খাল, যাহা ইনোর নদীতে মিলিত হইয়াছে, তৃতীয়খাল যাহা ত্রিপাপলর এবং পানর এই দুই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, চতুর্থ খাল, যাহাদ্বারা কলিকাতাহইতে লোণা খাল দিয়া সুন্দরবনে যাইবার পথ হইয়াছে।

হিন্দুস্থানের অন্তরীপ

হিন্দুস্থানের অন্তরীপের মধ্যে পশ্চাল্লিখিত কতিপয় অন্তরীপ প্রধান, যথা, মনোজ, ডিউহেড, সেণ্টজান, বায়াস, কুমারী, পাইণ্টরামন, পাইণ্ট কলিমিয়র, এবং পাইণ্ট পৈণ্ডপাল মাইরাস।

হিন্দুস্থানের উপসাগর ও অখাত

হিন্দুস্থানের উপসাগরের মধ্যে কচ এবং ক্যাম্বে এই দুই উপসাগর বৃহৎ। এবং অখাতের মধ্যে করিঙ্গা এবং বালেশ্বর এই দুই অখাত বৃহৎ। ভারত মহাসাগরের যে অংশ হিন্দুস্থান ও ব্রহ্ম দেশের মধ্যবর্ত্তী তাহাকে বঙ্গদেশের অখাত কহে

ঐ অখাতের পশ্চিমসীমা কুমারী অন্তরীপ অবধি বালেশ্বর পর্য্যন্ত।

হিন্দুস্থানের উপদ্বীপ।

হিন্দুস্থানের উপদ্বীপের মধ্যে বোম্বে, সালিসিট, এলেফিণ্টা, কারঞ্জ, এই চারি উপদ্বীপ পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকাতে ঐ স্থানে এক প্রধান বন্দর হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় নদ নদী খাল প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ এবং শস্যাদির উৎপত্তি ও স্বভাবজ বৃক্ষাদি তত্তৎপ্রদেশীয় বৃত্তান্তে লিখিত হইবেক।

৩ অধ্যায়।

১ পাঠ

ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষীয় রাজ্য।

ইংলণ্ডাধিকৃত হিন্দুস্থানের পরিমাণ ২২৫৬৬৫ চতুরস্রক্রোশ, তাহাতে প্রায় দশকোটি মনুষ্য বাসকরে. এই রাজ্য ইংলণ্ডীয় রাজ্যহইতে পরিমাণে দশগুণ অধিক।

তৈমুরনামক সম্রাটের মৃত্যুরপর ইংরাজী ১৪৯৭ শালে ইউরোপীয় জাতির মধ্যে পর্তুগিস জাতীয়েরা গুড্‌হোপনামক অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া বাণিজ্যের নিমিত্তে প্রথমে হিন্দুস্থানে আইসেন, পূর্ব্বে ঐ পথ অন্য কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির জ্ঞাত না থাকাপ্রযুক্ত রেড্‌সি, ইজিপ্ট কিম্বা ব্লাক্‌সি, ও কানষ্টাণ্টিনোপল, এই সকল স্থানের পথদ্বারা ইউরোপীয়দিগের বাণিজ্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত। উক্ত পোর্তুগিস জাতীয়েরা ক্রমশ পূর্ব্বোক্ত বিজয় পুরান্তর্গত গোয়ানামক স্থানে এক দুর্গ নির্ম্মাণ

করিয়া আফ্রিকার পূর্ব্ব সমুদ্রতীরে, আরব ও পারস্য সমুদ্রতীরে, হিন্দুস্থানের দুই প্রায়দ্বীপে, সিলন ও মালাকাদ্বীপে, এবং চীন ও জাপান রাজ্যেতে বাণিজ্য করিতেন। এবং ঐ সকল স্থানে তাহারা যুদ্ধ বিষয়ে শক্তি ও প্রতাপ দ্বারা এমৎ খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিল যে তাহারা ১৫০ রাজার নিকটহইতে করস্বরূপে উপঢৌকন লইতেন, এবং তাহাদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে যদি ইউরোপীয় কোন জাহাজ ভারত মহাসাগরে আসিত তবে তাহারা সেই জাহাজ বলদ্বারা অপহরণ করিয়া লইত।

পোর্ত্তুগিস্দিগের আগমনের কিছু দিন পরে ডচ্ অর্থাৎ ওলোন্দাজ জাতীয়েরা আগমনকরত তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া প্রথমে সিলন ও মালাকা অধিকার করিলেক, পরে মালাকার তীর হইতে তাহারদিগের বসতি উচ্চাটন করিয়া তীরস্থ সমুদায় ভূমি অধিকার করিয়াছিল।

অনন্তর ফরাসি ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতীয়েরা ক্রমশ হিন্দুস্থানে বাণিজ্য করিতে আসিল, এবং ইংরাজেরা ইং ১৭৫৮ সালাবধি

রাজ্যলাভের চেষ্টাকরত উপায়ান্তরদ্বারা ১৭৬৫ সালে বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যা, এই তিন প্রদেশীয় রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণ প্রয়োজনানুসারে এই পুস্তকের অংশান্তরে লিখিত হইবেক।

ইংলণ্ডাধিকৃত হিন্দুস্থানের বিভাগ।

ইংলণ্ডাধিকৃত হিন্দুস্থান রাজশাসন সম্বন্ধে চারি প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে, যথা বঙ্গ, আগরা কিম্বা এলাহাবাদ, মাদ্রাজ, বোম্বে।

এতদ্ভিন্ন পিনাঙ্গ, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি কয়েক রাজ্য ভারতবর্ষে ইংরাজের অধিকৃত আছে।

বঙ্গরাজ্য

উক্ত বেহার, উড়িষ্যা, এবং যুদ্ধলব্ধ আসাম দেশ সম্মলিত বঙ্গ রাজ্যের উত্তরসীমা নেপাল, সিকিম, এবং ভোটদেশ, দক্ষিণসীমা বঙ্গদেশের অখাত, পূর্ব্বসীমা ন্যানট্যাংপ্রভৃতি পর্ব্বত, ও ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমসীমা বেহারদেশ। উক্ত রাজ্যের পরিমাণ ১৪৪৩২০ চত্তুরস্রক্রোশ। এবং ইহাতে

পায়, ৫৭৫০০০০০ মনুষ্য বাস করে, তাহার মধ্যে হিন্দু ১৩ আনা, মুসলমান ৩ আনা, কিন্তু অন্যান্যদেশ অপেক্ষা পূর্ব্ব অঞ্চলে মুসলমান অধিক।

বঙ্গরাজ্যের মধ্যে প্রধান নগর প্রথম কলিকাতা, ঐ নগর ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষের রাজধানী এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং তথায় উইলিয়ম নামক ইংলণ্ডীয় সম্রাটের নামে ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গ থাকাতে তাহাকে ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানী বলা যায়। দ্বিতীয় কলিকাতার উত্তর পূর্ব্বাংশে ৫৩ ক্রোশ অন্তরে ঢাকা নামক নগর, ঐ স্থানে পূর্ব্বে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। তৃতীয় কলিকাতাহইতে ৭৯ ক্রোশ উত্তরে মুরসিদাবাদ নামক নগর, চতুর্থ বেহার প্রদেশে পাটনা, পঞ্চম উড়িষ্যার অন্তঃপাতি কটক, পুরী, এবং বালেশ্বর।

অতিপূর্ব্বে বঙ্গরাজ্যের রাজধানী গৌড়দেশে ছিল যাহা এইক্ষণে মালদহ নামে খ্যাত, ঐ স্থানে প্রাচীন দুর্গ ও প্রাসাদাদির চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

উক্ত রাজ্যের মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, দামোদর, কুশী, রূপনারায়ণ, এবং অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র নদী আছে।

হিন্দুস্থানের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশ অতিশয় উর্ব্বরা, এই রাজ্যে আলু, মসিনা, সরিষা, নারিকেল এবং নানা প্রকার শাকাদি জন্মে, এবং ব্যবসায়ের দ্রব্যের মধ্যে চাউল, চিনি, সোরা, লবণ, আফিম, নীল, তামাকু, তুলা, রেসম ইত্যাদি নানাবিধ সামগ্রী উৎপন্ন হয়, যাহা ব্যবসায়ি লোকেরা ক্রয় করিয়া নানাস্থানে বাণিজ্য করে।

উক্ত রাজ্যে ৬৭৬৭৪ চতুরস্র ক্রোশ পরিমিত ভূমি সকর আছে, এবং তাহাতে রাজ্যাধিপতির সমুদয় বার্ষিক খাজনা ২৯৯৪৬৩৩৩ টাকা উৎপন্ন হয়, ইহার মধ্যে স্থায়ি বন্দবস্তি খাজানাতে ৬০৯৯৬ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি আছে, তাহার খাজনা ২৮৩৬৮১১২ টাকা। এবং কটক জেলা যাহা উক্ত রাজ্যের অন্তঃপাতী তাহার সহিত অবশিষ্ট ৬৬৭৮ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি অস্থায়ি বন্দবস্তি খাজানাতে আছে তাহার খাজানা ১৫৭৮২২১ টাকা।

উক্ত রাজ্য পশ্চাল্লিখিত ২৯ জিলা এবং রাজধানী কলিকাতা নগরে বিভক্ত আছে।

জেলার নাম।

আরকান,	বেহার
আসাম, অর্থাৎ গোয়ালপাড়া এবং গোয়াহাটী	বর্দ্ধমান,
কটক, অর্থাৎ মধ্য, দক্ষিণ, উত্তর কটক, অথবা বালেশ্বর	ভাগলপুর,
চট্টগ্রাম,	মেদিনীপুর,
চব্বিশপরগনা,	মুরসিদাবাদ,
জঙ্গলমহল,	ময়মনসিংহ,
ঢাকা,	যশোহর,
ত্রিপুরা	রামগড়,
ত্রিহোত,	রাজসাহি, অথবারামপুর
দিনাজপুর,	রঙ্গপুর,
নবদ্বীপ,	শ্রীহট্ট,
পাটনা,	সারণ,
পূর্ণিয়া	সাহবাদ,
বাকরগঞ্জ,	হুগলী,
বীরভূম,	

উক্ত জেলা সকলের পোলিস অর্থাৎ ফৌজদারি কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে প্রত্যেক জেলাতে সেসন জজ, মাজিস্ত্রেট অথবা জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট, থানাদার, তৎসহচর চৌকীদার আছে। দেওয়ানী সম্পর্কীয় কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে মুনসেফ, সদর আমীন, প্রধান সদর আমীন, এবং জজ আছে। এবং ঐ সকল জেলার রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ম্ম, এবং আবগারি, ইষ্টাম্প, ডাক, এই কয়েকের কর গ্রহণাদি বিষয়ক কর্ম্ম, কালেকটর এবং ডেপিউটি কালেকটরদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, এবং নিষ্করভূমি বিষয়ক কার্য্য নিষ্পত্তির নিমিত্তে স্পিসিএল ডেপিউটি কালেকটর নিযুক্ত আছে। ঐ সকল কালেকটর প্রভৃতির প্রধান স্বরূপ তিন চার জেলার প্রতি এক২ জন কমিসনর নিযুক্ত আছেন।

অপর রাজকীয় কর্ম্মকারি ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার্থে প্রত্যেক জেলাতে এক২ জন ডাক্তার নিযুক্ত থাকে।

কোন২ জেলাতে রাজস্ব সম্বন্ধে সাল্ট এজেণ্ট অর্থাৎ লবণ সম্পর্কীয় সাহেব, ওপিয়ম এজেণ্ট অর্থাৎ আফিম সম্পর্কীয় সাহেবেরা তত্তৎকর্ম্ম

নির্ব্বাহ করিতেছেন, এবং রাজ্যান্ত্য জেলারসীমার নিকটে এবং কলিকাতা রাজধানীতে পরিমিটের কালেকটর এবং তদ্ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে চৌকীদার আছে। এবং তদতিরিক্ত যুদ্ধ সম্পর্কীয় সাহেব ও কোনং স্থলে আছে, তাহাকে ক্যাণ্টোনমেণ্ট বলা যায়।

বঙ্গরাজ্যের মধ্যে কলিকাতা নগর রাজধানী, এইহেতু পূর্ব্ব লিখিত জেলা সকলের দেওয়ানী ও ফৌজদারী প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ক বিবাদের আপিল হইবার নিমিত্তে এই স্থানে পশ্চাল্লিখিত প্রধানং আদালত আছে।

জেলার ফৌজদারি সম্পর্কীয় বিবাদের আপিল সদর নেজামত নামক বিচারস্থলে হইয়া থাকে, এবং দেওয়ানী সম্বন্ধের আপিল সদর দেওয়ানীতে হয়, উক্ত উভয় আদালতের বিচার কর্ত্তারা এক, এবং একস্থানে উভয়ের বিচার হয় এইহেতু উভয়ই সদর আদালতরূপ এক নামে বিখ্যাত। এই আদালতের ১০০০০ দশ হাজার টাকার অধিক বিবাদ বিশেষের আপিল ইংলণ্ডের সভাতে হইতে পারে।

কালেকটর ও কমিসনর প্রভৃতির রাজস্ব বিষয়ের আপিল স্থান সদরবোর্ড, এবং ইষ্ট্যাম্প আবগারী এই কয়েক বিষয়ের আপিল সাল্টবোর্ডে হয়, ঐ বোর্ডে লবণ, আফিম, পরমিটের সাহেবদিগের আপিল, এবং জাহাজীয় কর্ম্ম বিষয়ক আপিলও হইয়া থাকে। নিষ্কর ভূমি সম্বন্ধে স্পিসিএল ডেপিউটি কালেকটরদিগের আপিল সদর স্পিসিএল কমিসনরের নিকটে হয়, এবং যুদ্ধ সম্পর্কীয় সাহেবদিগের প্রধান স্থান মিলেটেরি বোর্ড, এবং ডাকের কর্ম্ম নিষ্পত্তির নিমিত্তে উক্ত নগরে পোষ্টমাষ্টার জেনেরেল আছে।

সমুদয় জেলার ভূম্যাদিকর আহৃত হইয়া একত্র জমা হইবার নিমিত্তে কলিকাতা রাজধানীতে জেনেরেল ট্রেজরি নামক ধনাগার আছে, ঐ ট্রেজরির মধ্যে আয় ব্যয়াদির হিসাব এবং ধন সম্পর্কে দুই প্রধান দপ্তর আছে।

যুদ্ধ সম্পর্কীয় কর্ম্ম ব্যতিরেকে কলিকাতার ঐ সকল বোর্ডের কর্ত্তা গবর্ণর আফ বেঙ্গাল, ঐ গবর্ণর [illegible]রিজন মন্ত্রির সহিত একত্র হইয়া যেস্থলে বিচার করেন তাহাকে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট বলা যায়,

ঐ সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট বঙ্গ, এলাহাবাদ, বোম্বে, মাদ্রাজ, এই চারি রাজ্যের গবর্ণরদিগের আপিল স্থান, এবং ঐ স্থানে তাহাদিগের কৃতাকৃতের এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিবেচনা হয়। এবং সন্ধি প্রভৃতি কর্ম্ম করণের ক্ষমতা ও আইন কারক দপ্তরের অধ্যক্ষতা কেবল সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের আছে, কিন্তু আইনকারক দপ্তরের সাহায্যার্থে ল্যা কমিসনর নামক এক সমাজ আছে।

ভারতবর্ষের রাজ্য ভিন্ন পিনাঙ্গ, মালাকা, সিঙ্গাপুর, এই তিন রাজ্যের গবর্ণরদিগের উপরে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব আছে, এবং সন্ধিকৃত কিম্বা মিত্র রাজাদিগের নিকটে দূতাদি প্রেরণে তাহার কর্তৃত্ব থাকে।

কলিকাতা নগরের ফৌজদারি কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তেঐনগর চারিঅংশে বিভক্তহইয়াছে। তাহার বিচারস্থান পোলিস;-এবং প্রত্যেকাংশের বিচারের নিমিত্তে তাহাতে ৪ জন মাজিস্ত্রেট নিযুক্ত আছে, এবং তাহাদিগের অধিপতি একজন প্রধান মাজিস্ত্রেট আছেন, বাটীর টাক্স ও আবগারি প্রভৃতির কর যাহা নগর পরিষ্কারের ব্যয়ের নিমিত্তে প্রজা

দিগের নিকটে গৃহীত হয় তদ্বিষয়ের কর্ম্ম ঐ প্রধান মাজিস্ত্রেটের জিম্মা আছে, এবং থানাদার চৌকীদার এবং সুপিণ্টেণ্ডেণ্ট আফ পোলিস তাহার অধীনে থাকে, টাক্স প্রভৃতি করাদায় এবং তৎসম্পকীয় ব্যয়বিষয়ক ত্রৈমাসিক বিচার উক্ত ৫ মাজিস্ত্রেট এবং তাহাদিগের সহকারি অবেতনিক মাজিস্ত্রেট দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, ঐ সমাজকে ত্রৈমাসিক বিচারালয় অর্থাৎ কোয়াটর সেসন বলা যায়।

উক্ত পোলিস আদালতে ২০ টাকার অনধিক সামান্য চরি প্রভৃতির এবং সামান্য কলহাদির বিচার হইয়া থাকে, কিন্তু গুরুতর কলহাদির বিচার এবং সামান্য কলহাদির আপিল সুপ্রিমকোর্টের ফৌজদারি আদালতে হয়।

দেওয়ানী সম্পকীয় বিচার চারি শত টাকার অনধিক অস্থাবর বিষয়ে ছোট আদালতে হয়, অধিক এবং স্থাবর বিষয়ের হইলে সুপ্রিমকোর্টে হইয়া থাকে, ঐ কোর্ট পাদসাহি অর্থাৎ বিলাতের অধীনে সংস্থাপিত, উক্ত আদালতের দশ হাজার টাকার অধিক বিষয়ের আপিল বিলাতে হইতে পারে। বঙ্গরাজ্য ভিন্ন মাদ্রাজ ও বোম্বে

রাজ্যেতে ও ঐ কোর্ট আছে কেবল এলাহাবাদ রাজ্যে নাই। এবং ইংলণ্ডদেশজাত সাহেবেরা মফঃসলবাসী হইলে ও তাহাদিগের ফৌজদারি প্রভৃতির বিচার ঐ কোর্ট ব্যতিরেকে অন্যত্র হইতে পারেনা, ঐ কোর্টের সমুদয় ফৌজদারি সম্পর্কীয় বিচার সহকারি অর্থাৎ জুরিদিগেরদ্বারা নিষ্পন্ন হয়

এলাহাবাদ ভিন্ন আগরারাজ্য।

আগরা রাজ্যের পশ্চিম সীমা মালয়া, পূর্ব্বসীমা গণ্ডওয়ানা এবং বেহার, উত্তরসীমা অযোধ্যা, দক্ষিণসীমা গণ্ডওয়ানা। ইহার দীর্ঘতা পূর্ব্বাবধি পশ্চিম পর্য্যন্ত ১১৫ ক্রোশ, এবং পরিসর উত্তরাবধি দক্ষিণ পর্য্যন্ত ৫৩ ক্রোশ, এবং তাহাতে প্রায় ২০০০০০০ মনুষ্য বাস করে।

উক্ত রাজ্যে গঙ্গা যমুনা গোমতী নদী থাকাতে তাহার উত্তর অঞ্চলের ক্ষেত্র ঐ সকল নদীর জল দ্বারা অতিশয় উর্ব্বরা হয়।

উক্ত রাজ্যেতে ৩৯১১৬ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি সকর আছে, এবং ইং ১৮৩০ শালের রাজকীয় হিসাবদ্বারা জানা যাইতেছে যে তাহাতে প্রতি বৎসর ৪০১৪৪০৭৩ টাকা রাজস্বউৎপন্ন হয়, তাহার

মধ্যে ৩৬৯০৭ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি অস্থায়ি বন্দবস্তি খাজানাতে আছে, তাহার বার্ষিক খাজানা ৩৬০৪১৩৩২ টাকা এবং তদ্ভিন্ন ২২০৯ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি স্থায়িবন্দবস্তিতে আছে তাহার খাজানা ৪১০২৭৪১ টাকা, তাহার বিশেষ এই গাজীপুর, জোনপুর, এবং কাশীপ্রদেশ যাহা উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত তাহার সমুদয় ভূমি স্থায়ি বন্দবস্তিতে আছে. গাজীপুরপ্রদেশে ১২৫৪ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি তাহার খাজানা ২৩২৩৪৪৯ টাকা, জোনপুরে ৮০১ ঐরূপ ভূমি তাহার খাজানা ১০৮২৩৯১ টাকা, কাশীপ্রদেশে ১৫৪ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি তাহাতে ১৬৯৬৮৯৯ টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হয়।

উক্ত বঙ্গ এবং এলাহাবাদরাজ্যে ভূমি সম্পর্কের খাজানা ব্যতীত রপ্তানির মাসুল, পরমিটের মাসুল, সায়ের, আবগারি, ডাক, ইষ্ট্যাম্প, লবণ, আফিম, এই কয়েকের মাসুলে এবং তীর্থেরকরদ্বারা ৪১৪৩১৯৭৯ টাকা উৎপন্ন হয়, অতএব খাজনা সমেত উক্ত উভয় রাজ্যে ১১১৫২২৩৮৫ টাকা আয় হয়, কিন্তু ঐ সকল বিষয় আদায়ের নিমিত্তে তাহাতে ১২০৭৭৩৮৬ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

উক্ত এলাহাবাদ রাজ্য পশ্চাল্লিখিত ২৫ জেলাতে বিভক্ত আছে।

জেলার নাম।

আগরা,	বিরিল্লি,
আলিগড়,	বারাণসী,
আজিমগড়,	বন্দেলখণ্ড,
ইটোয়া,	মিরাট্,
এলাহাবাদ,	মির্জাপুর,
কানপুর,	মুরাদাবাদখণ্ড,
গাজীপুর,	মুজফ্ফর নগর,
গোরক্পুর,	মথুরা,
জোনপুর,	মিনপুরী,
দিল্লী খণ্ড,	সাহারানপুর,
নর্ম্মদাখণ্ড,	সাহছেয়ান্,
ফতেপুর,	সাজাহনপুর,
ফরাক্কাবাদ,	

উক্ত জেলা সকলের ফৌজদারি প্রভৃতি কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে বঙ্গরাজ্যের জেলার ন্যায় ভিন্ন২ বিষয়ের আদালত আছে, এবং তথাকার ফৌজদারি কর্ম্ম মাজিস্ত্রেট প্রভৃতিদ্বারা নির্ব্বাহ হয়, দেওয়ানী কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে মুনসেফআদি নিযুক্ত আছে এবং ঐ সকল বিষয়ের আপিলের নিমিত্তে কলিকাতা নগরের ন্যায় এলাহাবাদ নগরে সদর নেজামত প্রভৃতি আদালত আছে, ঐ সকল আদালতের নামের পূর্ব্বে এলাহাবাদ শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা এলাহাবাদ সদর দেওয়ানী ইত্যাদি। কিন্তু উক্ত নগরের কর্ম্মনির্ব্বাহ অন্যান্য জেলাতে যেরূপে হয় তদ্রূপে হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ রাজ্য।

মান্দ্রাজ রাজ্যে ফোর্টসেণ্ট জর্জ্জ নামক দুর্গ থাকাতে ইহাকে তন্নামক রাজ্য বলা যায়।

উক্ত রাজ্যের উত্তরসীমা কুমারী অন্তরীপ, এবং দক্ষিণদিকে কটকস্থ মহানন্দা নদীদ্বারা বিভক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বসীমা হায়দারাবাদ, এবং কৃষ্ণানদী, পশ্চিমসীমা বোম্বের ধারোয়াদেশ এবং মাইসোর রাজ্য। ইহার চতুরস্রীয় পরিমাণ

৬৭৭৬০ ক্রোশ, এবং ইহাতে প্রায় ১৩৫৮৫৩৫ মনুষ্য বাস করে।

উক্ত রাজ্যে সমুদয়ে ৬২৪৪৭ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি সকর আছে, এবং তাহাতে স্থায়ি এবং অস্থায়ি বন্দবস্তিতে ৩১২৩৮০১৪ টাকা খাজানা স্বরূপে উৎপন্ন হইতেছে, তাহার মধ্যে স্থায়ি বন্দবস্তিতে ২১৮২৭ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি তাহার খাজানা, ৯৪৭১০০৯ টাকা, এবং সেই ভূমিতে ৩৯৪১২০২১ মনুষ্য বাস করে। অস্থায়ি বন্দবস্তিতে ৪০৬১৯ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি, তাহাতে ২[illegible]৬৭০০৫ টাকা রাজস্ব আছে এবং ঐ ভূমিতে ৯৫[illegible][illegible]৩১৪ মনষ্য বাস করে।

উক্ত রাজ্যে ভূমির খাজনা ব্যতিরেকে ইজারার খাজনা, লবণ ও পরমিটের মাসুল, আবগারি, মোতরফা টেক্স, ডাকের মাসুল, ইষ্ট্যাম্প, এবং তীর্থকর এই সকল বিষয়ে ১২৬৯২৬৫৭ টাকা উৎপন্ন হয়। অতএব ভূমির খাজনা সহিত ৪৩৯৩০৬৭১ টাকা আয় আছে, ইহার মধ্যে এই সকল বিষয় আদায়ের নিমিত্তে ৫৪০৩৬৮৯ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

উক্ত মাদ্রাজ রাজ্য চারিখণ্ডে বিভক্ত আছে। যথা. উত্তর, মধ্য, পশ্চিম, এবং দক্ষিণ খণ্ড।

এই রাজ্যের মধ্যে ২১ জেলা আছে এবং ঐ সকল জেলার রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে বঙ্গরাজ্যের জেলারন্যায় আদালত, কাছারী, এবং তাহার দ্যাহেবান্ লোক নিযুক্ত আছে, এবং মাদ্রাজ নগরের সদরদেওয়ানী প্রভৃতি আদালতে জেলার বিচারের আপিল হইয়া থাকে, বিশেষ আদালতের নামের পূর্ব্বে মাদ্রাজ নাম থাকে। অধিকন্তু এই রাজ্যে ও বোম্বে রাজ্যে গবর্ণরের দুই জন সহকারী আছে।

জেলার নাম।

উত্তর আর্কাট, দক্ষিণ আর্কাট	নীলোর এবং আঙ্গোল,
কায়ম্বতর,	বিজগাপাত্তাম,
ক্যানেরা,	বিলরি, এবং কদপা,
কুরগ,	মজুলিপঠাম,
গাঞ্জাম,	মাদ্রাজ,
গণ্টুর,	মাইসোর,
চিঙ্গলপট,	মালাবার,
টেনেবেল্লী,	মাদুরা,
ত্রিচনাপল্লী,	রাজমন্দরি,
ত্রিবঙ্কুর, এবং কচীন,	সালম,
তাঞ্জোর,	

(বোম্বে রাজ্য।)

বোম্বে রাজ্য অন্যান্য রাজ্যের সহিত এমত মিশ্রিত যে তাহার সীমার বিশেষ বিবরণ করা অতি দুর্ঘট। উক্ত রাজ্যের চতুরস্রায় পরিমাণ ২৫৯৭৯৩ ক্রোশ, এবং তাহাতে প্রায় ৬২৫১৫৪৬ মনুষ্য বাস করে।

উক্ত রাজ্যের সমুদায় ভূমি এবং উত্তর কনকান শাখা ঐ রাজ্যের অন্তর্গত তাহার ২৪২০ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি সকর আছে। ঐ সকল ভূমির অস্থায়ি বন্দবস্তি খাজানাতে বৎসরে ১৪৮১৯২৮৮ টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইতেছে।

উক্ত রাজ্যের ভূমির খাজানাব্যতীত ইজারার খাজানা, পরিমিটের মাসুল, সায়ের, গাড়ীর টাকস ডাকের মাসুল, ইষ্ট্যাম্প এই সকল বিষয়ে ৩১৪৭৬২৮ টাকা উৎপন্ন হয়, অতএব এই রাজ্যে খাজানাসমেত আয় ১৭৯৬৬৯১৬ টাকা, কিন্তু তাহার মধ্যে ঐ সকল বিষয় আদায়ের নিমিত্তে ২৭০৩৪৬৮ টাকা ব্যয় হয়।

উক্ত রাজ্য পশ্চাৎ লিখিত ৯ জেলাতে বিভক্ত আছে, এবং মাদ্রাজ রাজ্যের জেলারন্যায় ঐ সকল জেলার রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়।

জেলার নাম।

আহামদ নগর, ধারবার,
আহামদাবাদ, পুনা,
কান্দিশ, বারোচি,
কনকান, সৌরাষ্ট্র,
কারা,

২ পাঠ।

খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মার্থ ব্যয়।

ভারতবর্ষে ইংলণ্ডাধিপতির খ্রীষ্টীয়ানধর্ম্মাবলম্বিদিগের উপদেশার্থে পাদরি নিযুক্ত করাতে তাহাদিগের বেতনে প্রতি বৎসর ৯৭৫৯৩০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে, তাহার বিশেষ এই বঙ্গরাজ্যে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মোপদেশক লাড বিসবপ্রভৃতি ৩৮ জন আছেন তাহাদিগের নিমিত্তে ৪৮৪৩৩০ টাকা ব্যয়হয়, মাদ্রাজরাজ্যে ২৫ জন তাহাতে ব্যয় ২১৮৯৩৮ টাকা। বোম্বে রাজ্যে ১৪ জন তাহাতে ১৬৯৯৮০ টাকা ব্যয় হইতেছে, এবং শিঙ্গাপুর প্রভৃতিতে যে সকল খ্রীষ্টীয়ান পাদরি আছেন তাহাদিগের প্রতি ২৪৮৩০ টাকা এবং পাচীন

খ্রীষ্টীয়ানদিগের পেনসেনে ৭৭৫৮০ টাকা ব্যয় হইতেছে।

রাজ্যের নাম	খ্রীষ্ট ধর্ম্মোপদেশক সংখ্যা	ব্যয়
বঙ্গ এবং এলাহাবাদ	৩৮	৪৮৪৩৩০
মান্দ্রাজ	২৫	২১৮৯৩৮
বোম্বে	১৪	১৬৯৯৮০
শিঙ্গাপুর প্রভৃতি	—	২৪৮৩০
		৮৯৮০৭৮

ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিষয়।

উক্ত চারি রাজ্যে ৭৯৭৭০৬০২ টাকার স্বর্ণ রৌপ্য এবং অন্যান্য দ্রব্য প্রতিবৎসরে আমদানী হইতেছে তাহার মধ্যে স্বর্ণ রৌপ্যের আমদানী ২০৬৪১৫২৩টাকা, অন্য দ্রব্যের ৩৭৪১১০৭৯ টাকা এবং উক্ত দুইপ্রকারের রপ্তানী ৭০১২৩৫৮৫ টাকা তাহার মধ্যে স্বর্ণ রৌপ্য বিষয়ে ৬৮৩১৯০৬ টাকা অন্য দ্রব্য বিষয়ে ৯৫১০৯৯২৯ টাকা, ইহারমধ্যে ৭১০৮৯৯টাকারদ্রব্যআমদানীররপ্তানি হইয়াথাকে।

ভারতবর্ষের সৈন্যের বিষয়।

ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষে অর্থাৎ উক্ত চারি রাজ্যে কোম্পানী এবং পাদসাহি সৈন্য ১৮৫৩৩৯ নিযুক্ত আছে, তাহার বিশেষ এই বঙ্গ এবং এলাহাবাদ রাজ্যে ৯৩৯২৫, মাদ্রাজরাজ্যে ৫৯২৫৭, বোম্বে রাজ্যে ৩২১৫৭ জন শিল্পকারি ও তোপখানার সৈন্য অশ্বারূঢ় পদাতিক চিকিৎসক কোষাধ্যক্ষ কর্ম্মকারি এবং পীড়িত সৈন্য আছে এবং যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে এবং প্রয়োজনানুরোধে পশ্চাল্লিখিত সন্ধিকৃত রাজারা ইংলণ্ডীয় রাজ্যাধিপতির সাহায্যার্থে স্বং সৈন্য প্রেরণ করিয়া থাকেন। সেতারার রাজা যিনি ঐ প্রকারে সৈন্য প্রেরণ করিতেন ইং ১৮৩৯ সালে ইংলণ্ডাধিপতি কর্ত্তৃক তাহার রাজ্য স্বায়ত্তীকৃত হইয়া তাহার ভ্রাতার প্রতি অর্পিত হইয়াছে।

	যুদ্ধসময়ে প্রাপ্য		প্রয়োজনাবসরে প্রাপ্তব্য	
	অশ্বারূঢ়	পদাতিক	অশ্বারূঢ়	পদাতিক
অযোধ্যার রাজা	০	১০০০০	০	০
নিজাম	২০০০	৮০০০	১০০০০	১২০০০
গোইকোয়ার	২০০০	৪০০০	৩০০০	
ত্রিবঙ্কুর	০	১০০	৩০০০	০
কোচীন	০	১০০০	০	০
মাইসোর	০		০	৪১০০
নাগপুর	০	০	১০০০	০
হোলকার	০	০	৩০০০	
জোতপুর	০	০	১৫০০	০
ফরুকাবাদ	০	০	১২০	০
ভুপাল	০	০	২০০	৭৪০০
দোওয়া এবং পরতবগড়	০	০	৫০	২০০
দোয়ার	০	০	১০০	১০০
	৪০০০	২৬০০০	১২৮৫০	২৩৭০০

এতদ্ভিন্ন ভরতপুর, মাসুরি, বন্দিলা, রাজপুতনা, মালয়া, এই সকল রাজ্যের অধি- পতিরা প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সাধ্যানুসারে

স্বস্ব সৈন্য পেরণ করিয়া থাকেন অতএব যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইংলণ্ডাধিপতি স্বপর সাধারণে ২১২৩৩৯ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ত উপস্থিত করিতে পারেন এবং প্রয়োজনানুরোধে ততোধিক ৪৩৫৫০ সৈন্য পাইতে পারেন এইহেতু ভারতবর্ষের মধ্যে ইংলণ্ডাধিপতির তুল্য অন্য রাজা দৃষ্ট হয় নাই এবং তাহাদিগের কার্য্য দ্বারা বোধ হয় যে এরূপ পারকতা ও বুদ্ধির কৌশল কোন রাজ্যাধিপতির নাই যেহেতু ইহারা বাণিজ্যের নিমিত্তে ভারতবর্ষে আসিয়া ষাইট বিঘা ভূমি প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করত এক্ষণে ২২৫৬৬৩ ক্রোশ ভূমির রাজত্ব প্রাপ্তি পূর্ব্বক দশকোটি মনুষ্যের উপর প্রভুত্ব করত একশত বৎসরের মধ্যে এরূপ প্রতাপান্বিত রাজ্যাধিপতি হইয়াছেন যে বহুতর প্রাচীন স্বাধীন রাজাদিগের কর গ্রহণ করিয়া সাম্রাজ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজ্যাধিপতির ঋণ।

ভারতবর্ষে রাজ্যাধিপতির ঋণ দুই প্রকারে হইয়াছে প্রথমত এই রাজ্য ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকৃত হইলে অন্যান্য রাজাদিগের সহিত তাঁহাদিগের নানাপ্রকার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, অতএব তৎকালে তাহারা যুদ্ধ ব্যয়ের নিমিত্তে ভারতবর্ষস্থ প্রধান২ ধনি প্রজাদিগের নিকটে টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন এবং প্রজাদিগের বিশ্বাসের নিমিত্তে বন্ধক স্বরূপ রাজকীয় কর্ম্মকারির স্বাক্ষরিত রসিদ অর্থাৎ কোম্পানীর কাগজ সুদ নিয়ম পূর্ব্বক তাহাদিগকে দিয়াছেন। দ্বিতীয়ত মোকদ্দমা প্রভৃতি বিশেষ২ কারণ বশত কোন২ প্রজার ও অন্যান্য ব্যক্তির ধন রাজ্যাধিপতির কোষে গচ্ছিত থাকাতে তাহাও ঋণ স্বরূপ হইয়াছে কিন্তু তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ নাই।

উক্ত চারিরাজ্যে উভয়প্রকারে ঋণ সমুদয়ে ৩৯৭৬৬৪৭৮৫ টাকা তাহার মধ্যে সবৃদ্ধিক অর্থাৎ সুদী ২৯৭৫৩৭৮৪৯ টাকা তাহার বার্ষিক সুদ ১০০১২৬৫৭৬ টাকা এবং বৃদ্ধি রহিত ১০০১২৬৭৫৬ টাকা।

ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষে রাজ্যাধিপতির ঋণ।

রাজ্যের নাম	সমুদয় ঋণ	সবৃদ্ধিকঋণ	অবৃদ্ধিকঋণ
বঙ্গ এবং আগরা রাজ্য	৩৫১৭১১২০৩	২৬৪৮৪৫৯০১	৮৫৮৬৩৯১৪
মান্দ্রাজ রাজ্য	১৫৫৭২৮২৮	২৭২৮৩৩৬৪	৮৪৭৬২৯৮
বোম্বে রাজ্য	১১১৭২০০৪	৫৪০৫৫৭৬	৪৮৭৩২৯৮
	৩৯২৩৬৪৭৮৫	২৯২৫৬৭৮৪৯	১০০১২২১৫৩

ইংলণ্ডাধিপতির আয়।

ইং১৮২৯ শালের রাজ্যসম্বন্ধে রাজকীয় হিসাব দ্বারা জানা যাইতেছে যে উক্তচারি রাজ্যে ইংলণ্ডাধিপতির পূর্ব্বোপার্জ্জিত এবং যুদ্ধ লব্ধ রাজ্যের ভূমিকর, অন্য রাজা কর্ত্তৃক অধীনতার বিনিময়ে দত্তদেশের ভূমির খাজানা, অধীনরাজার কর অর্থাৎ লালবন্দি, লবণ আফিম এবং তামাকুর খাজানা, ইষ্টাম্প পরমিট ও ডাকের মাসুল, বাজে ও হাসিল আদায়, জাহাজ সম্বন্ধে ও আড়কাটির বেতন, ইজারা ও একচেটে ব্যবসায়ের পরওয়ানা, আদালত সম্বন্ধে দণ্ডাদি এই সকল বিষয়ে এবং রাজধানীর টাকসালে বৎসরে ২২৬৬৩৩৩২০ টাকা আয় হইতেছে এবংতদ্ভিন্ন বঙ্গ এবং এলাহাবাদ রাজ্যে ব্রহ্মদেশীয় রাজা ইংলণ্ডীয় দিগের সহিত সন্ধির নিমিত্তে প্রতি বৎসর ১৮৬০১০০০ টাকা দিয়া থাকে অতএব উক্তচারি রাজ্যের বার্ষিক আয় সমুদায়ে ২৪৫২৩৪৩২০ টাকা।

ইংলণ্ডাধিপতির ব্যয়।

ইং ১৮২৮ সালের রাজকীয় হিসাবে দ্বারা অনুমান হয় যে উক্ত চারি রাজ্যে রাজ সম্পর্কীয় অর্থাৎ গবর্ণর প্রভৃতিরপ্রতি, ভূমির খাজনা আদায়, লবণ আফিম তামাকু উৎপন্ন, পরমিট, ডাক, ইষ্টাম্প, টাকসাল, মফঃসল ও রাজধানীর আদালতের বেতন, রাজধানীর সুপ্রিম কোর্টের ব্যয়, সৈন্যের বেতন, নিয়ম পত্রানুসারে পরাজিত রাজাদিগকে দাতব্য, প্রবিন্ সিএল আগজিলেরি এবং সেবন্দি অর্থাৎ সেনা বিশেষের বেতনাদি, জাহাজ এবং আড়কাটি অর্থাৎ নাবিক বিশেষের বেতনাদি, বাটী নির্ম্মাণ ও মেরামতি, সরবেইং অর্থাৎ ভূমির পরিমাণ ও নকসা, কোম্পানীর কাগজের সুদ এই সকল বিষয়ে রাজ্যাধিপতির প্রতি বৎসর ২৩৭৭৪৭৮৯০ টাকা ব্যয় হয়।

৩ পাঠ।

পিনাঙ্গ।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে উক্ত চারি রাজ্য ভিন্ন পিনাঙ্গপ্রভৃতি কএক রাজ্য ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকৃত আছে।

উক্ত পিনাঙ্গদেশ মালয়ারাজ্যের নিকটস্থ এবং চতুস্পার্শ্বে সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত অর্থাৎ উপদ্বীপ, ইহার চতুরসীয় পরিমাণ ৭১ ক্রোশ. এইস্থলে এক সুদৃশ্য গণ্ডশৈলশ্রেণী আছে, ইহার রাজধানী জর্জটৌন নামক নগর। ই° ১৭৮৫ সালে ইংলণ্ডীয় সম্রাটের উক্ত রাজ্যের অধিকারপ্রাপ্তি কালে ঐ স্থানে লোক সংখ্যা অত্যল্প ছিল কিন্তু এক্ষণে বসতির বৃদ্ধি হওয়াতে প্রায় বিশ হাজার লোক তথায় বাস করিতেছে, ঐ সকল মনুষ্যের মধ্যে অধিকাংশ চাইনা অর্থাৎ চীনদেশোদ্ভব এবং মালাই।

উক্ত রাজ্যে জল এবং বায়ু উৎকৃষ্ট এবং ভূমি সকল অতিশয় উর্ব্বরা, তথায় ধান্য, ইক্ষু

গোলমরিচ, আদ্রক, কাফী, উত্তম বিলাতি আলু, এবং গুবাক্ প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল জন্মে, বিশেষত মেঙ্গষ্টিন নামক ফল যাহা আম্রাপেক্ষা সুস্বাদু, এবং আনারস, পেয়ারা, কমলানেবু, দাড়িম, এই সকল ফল এবং লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল, প্রভৃতি মসলা অধিক জন্মে।

শিঙ্গাপুর।

এই রাজ্য মালয়া রাজধানীর দক্ষিণভাগে আছে। উক্ত স্থান এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপ, এবং তথাকার রাজধানী তদনুরূপ ক্ষুদ্র।

ইংলণ্ডীয়েরা ইং ১৮১৯ সালে বিনিময়দ্বারা অর্থাৎ বঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত চুঁচুড়া বরাহনগরের কিয়দংশ এবং ব্যানকুল নামক উপদ্বীপ প্রতিদান করিয়া এই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৩০ সালের গণনাদ্বারা বোধ হইতেছে যে তথায় প্রায় ১৬৬৩৪ মনুষ্য বাস করে ঐ সকল মনুষ্যের মধ্যে অধিকাংশ চীনদেশোদ্ভব এবং মালাই॥

ইংলণ্ডীয় সভা।

ইউরোপ জাতীয়েরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য

করিবার নিমিত্তে ইংলণ্ডদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক এক সমাজ সংস্থাপন করেন অর্থাৎ ঐ সমাজের প্রোপ্রাইটর অর্থাৎ সভ্যেরা সমুয় সমুত্থানে বাণিজ্যের নিমিত্তে অংশানুসারে টাকা জমা করিয়াছিলেন। পরে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডাধিপতির অধিকৃত হওয়াতে ঐ সমাজ কেবল বাণিজ্য বিষয়ের না হইয়া এতদ্দেশের রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহক হইয়াছে। উক্ত সমাজের সভ্যেরা অর্পিত মুদ্রার সংখ্যানুসারে কোর্ট আফ্ ডাইরেক্টর নিযুক্ত করণে সম্মতি দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন অর্থাৎ দশহাজার টাকাতে এক, ত্রিশহাজারে দুই, ষাইট হাজারে তিন, লক্ষ এবং ততোধিক টাকাতে চারি সম্মতি দিতে পারেন এবং যাহারা পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত টাকা গচ্ছিত করিয়াছেন তাহারা ঐ সমাজে কেবল উপস্থিত থাকেন।

উক্ত ইষ্টইণ্ডিয়া প্রোপ্রাইটর অর্থাৎ সভ্যেরা বাণিজ্যার্থে অর্পিত টাকার সুদ ভারতবর্ষের করাদি হইতে প্রতিষণ্মাসে পাইতেছেন কিন্তু তাহারা অর্পিত টাকার দ্বিগুণ এককালে অর্থাৎ প্রত্যেক হাজারে দুই২ হাজার প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের

স্বত্ব ক্রীত হইয়া ঐ টাকার শোধ হইবেক। ঐ সকল অংশিদিগের ত্রৈমাসিক সভা হয় এবং প্রয়োজন বশত নয়জন অংশিরদ্বারা আহূত হইলে অন্যসময়েও হইতে পারে।

উক্ত সমাজের অংশিদিগের সম্মত্যনুসারে তাহাদিগেরমধ্যে ২৪ জন যাহাদিগের লক্ষ টাকা উক্ত মূলধনে অংশ আছে তাহারা কোর্ট আফ্ ডাইরেক্টর হইয়া থাকেন কিন্তু তাহারদিগের মধ্যে ৬ জন ৪ বৎসর অন্তর ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়। ভারতবর্ষের কার্য্যনিষ্পত্তির নিমিত্তে ঐ ২৪ জন কোর্ট আফ্ ডাইরেকটরের এক সমাজ আছে তাহার মধ্যে একজন সভাপতি অন্য একজন সহকারি সভাপতি হইয়া সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং যদ্যপি সকল সভ্য উপস্থিত না থাকে তবে সভাপতি কিম্বা সহকারি সভাপতি এবং ১২ জন সভ্য থাকিলেও কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

উক্ত কোর্ট আফ্ডাইরেকটরেরা ভারতবর্ষের সিবিল সরবেণ্ট অর্থাৎ রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহক এবং মিলেটেরি সরবেণ্ট অর্থাৎ যুদ্ধ সম্পর্কীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহক নিযুক্ত করেন এবং তাঁহারা এতদ্দেশের

তাবৎ কর্ম্মনিষ্পত্তির ক্ষমতা পাইয়াছেন কিন্তু তাহারা যে সকল সিবিল সরবেণ্ট এবং মিলেটরি সরবেণ্ট নিযুক্ত করেন তাহারমধ্যে সিবিলসরবেণ্টরা বিলাতের ইষ্টইণ্ডিয়া কালেজে এবং মিলেটরি সরবেণ্টরা মিলেটরি সেমিনরিতে সুশিক্ষিত হইয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগের নিযুক্ত সাব্যস্ত হইয়া ভারতবর্ষে কর্ম্মার্থে প্রেরিত হয়।

কোর্ট আফ ডাইরেকটরদিগের তাবৎ কার্য্যের পরিদ্রষ্টা বোর্ড আফ কণ্ট্রোল, ঐ সভার অধ্যক্ষেরা পাদসাহের মন্ত্রী এবং তাহাদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে উক্ত ডাইরেকটরেরা ভারতবর্ষের গবর্ণর এবং সুপ্রিমকোর্টের জজ নিযুক্ত করিতে পারেন না।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার প্রভুত্ব সর্ব্বোপরি আছে ঐ সভাতে কোর্ট আফ ডাইরেকটরেরা নিয়মিতকালে আয় ব্যয়ের হিসাব পত্র প্রেরণ করেন, এবং উক্ত সভাহইতে তাঁহারা মেয়াদি সনন্দপত্র পাইয়া থাকেন কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার এমত ক্ষমতা আছে যে তাহারা উক্ত সনন্দ পত্র পাইলেও ৩ বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন করিলে ঐ

সনন্দপত্র অন্যথা করিতে পারেন কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের মূল ধন কিম্বা সুদ প্রাপ্তির অন্যথা হয় না।

---

২ পাঠ

সন্ধিকৃত রাজ্য।

ভারতবর্ষে ইউরোপ জাতীয়ের মধ্যে ইংরাজ ব্যতিরেকে ফ্রেঞ্চ পোর্ত্তুগিস দিনামার্ক এই তিন জাতীয়দিগের অধিকৃত কতিপয় নগর স্বরূপ রাজ্য আছে।

ফ্রেঞ্চ	পোর্ত্তুগিস	দিনামার্ক
বঙ্গদেশস্থ চন্দননগর	দক্ষিণ কনকানস্থ গোয়া	বঙ্গদেশস্থ শ্রীরামপুর
মালবার দেশস্থ মাহি	সমুদ্রতীরস্থ ড্যামন	দক্ষিণ কর্ণাটস্থ ত্রিঙ্কাবার
কর্ণাটদেশস্থ পাণ্ডিচরী	গুজারটের সান্নিধ্য ড্যো	

উক্ত ইউরোপ জাতীয়দিগের রাজ্যভিন্ন ভারতবর্ষের রাজ্যসকল পশ্চাল্লিখিত প্রধান ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত আছে।

১ ভিন্নদেশস্থ রাজাধিকৃত রাজ্য, যথা পারশ্য, কাবল, সনা, আরব, শ্যাম, আচীন।

২ ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষের সীমান্তরাজ্য, যথা, আবা, নেপাল, লাহোর, সিন্ধ্য।

৩ ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষের সীমাভ্যন্তরস্থ পশ্চাল্লিখিত রাজ্য, যাহাদিগের অধিপতির পরস্পর এবং অন্যান্য রাজার সহিত সন্ধি নাই কেবল ইংরাজের সহিত সন্ধি আছে। ঐ সকল রাজ্য সন্ধিপত্রের উপাধিভেদে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত আছে।

প্রথম শ্রেণী, ইংরাজদিগের সহিত যাহাদিগের এরূপ সন্ধি আছে যে অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে কিম্বা অন্যে আক্রমণ করিলে ইংরাজদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হয় এবং ইংরাজেরা যাহাদিগের রাজ্যশাসনসম্বন্ধে হিতাহিতবিবেচনার ক্ষমতা রাখেন এমত রাজার রাজ্য যথা। অযোধ্যা, মাইসোর, নাগপুর, ত্রিবঙ্কুর, কোচীন।

দ্বিতীয়, অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে কিম্বা অন্যে আক্রমণ করিলে যাহারা ইংরাজদিগের নিকটে সহায্য পাইবার জন্যে সন্ধিকরিয়াছে, এবং প্রয়োজনানুসারে প্রার্থনাপূর্ব্বক ইংলণ্ডীয় সৈন্যদ্বারা স্বরাজ্যের রাজস্ব আদায় করে এমত রাজার রাজ্য যথা। বরোদা, হায়দারাবাদ।

তৃতীয়, অন্যের সহিত যুদ্ধকালে এবং অন্যদ্বারা আক্রান্ত হইলে সাহায্যপ্রাপ্তির নিমিত্তে যাহারা ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিয়াছে অথচ ইংরাজদিগের নিকটে অধীনতা স্বীকার করে এবং তাহাদিগের অধীনে অন্যের সহিত যুদ্ধাদি করে কিন্তু স্বীয় রাজ্যে স্বপ্রধান এমত রাজার রাজ্য যথা। ইন্দোর, উদয়পুর, কোটা, বুন্দি, আলোবার, বিখানের, জসলমির, জয়পুর, জৌতপুর, কিসনগড়, বাঁসোয়ারা, প্রতাপগড়, দঙ্গারপুর, কিরোলি, সরোয়ি, ভরতপুর, ভূপাল, কাছ্ এবং রণদেশ, ধার এবং দিবাস, ধলপুর, রেওয়া, ধাতিয়া ঝানসি তরহি, সেওবারী,।

চতুর্থ, ইংরাজেরা যাহাদিগের সাহায্য করণে স্বীকৃতা এবং যাহারা ইংরাজের সৈন্যেরসাহায্যে

অধীনতারূপে অন্যের সহিত যুদ্ধ করে কিন্তু স্বায়-রাষ্ট্রে স্বপ্রধান এমত রাজার রাজ্য, যথা টোঁক, সিরোজ এবং নিম্বাহারা, পাটিয়ালা, কিয়াতাল, নাবা, এবং জিন্দ।

পঞ্চম, ইংরাজদিগের সহিত যাহাদিগের বন্ধুত্ব মাত্র সন্ধি আছে এমত রাজার রাজ্য, যথা গোয়ালিয়া।

ষষ্ঠ, যাহারা ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হয় এবং ইংরাজেরা যাহাদিগের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে হিতাহিত বিবেচনার ক্ষমতা রাখে এমত রাজার রাজ্য যথা সেতারা, কোলাপুর।

প্রথমশ্রেণী।

অযোধ্যা।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ১০৫২৬ ক্রোশ, ইহার রাজধানী লখ্‌নৌ এবং তাহা মুসলমান রাজার অধিকৃত।

উক্ত রাজ্যের বার্ষিক আয় ১৮১৩৫৬২ টাকা তাহার মধ্যে রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে ৫০৬২২২ টাকা ব্যয় হয়।

মাইসোর।

এই রাজ্যের পরিমাণ চতুরস্রে ১১২০ ক্রোশ, ইহার রাজধানী মাইসোর নামক নগর এবং তাহাতে হিন্দু রাজা অধিপতি আছে।

নাগপুর।

এই রাজ্যকে বীরার রাজ্য বলাযায়। ইহার পরিমাণ ২৪৯৫৮ চতুরস্র ক্রোশ, এবং তথাকার রাজধানী নাগপুর নগর, অধিকারী মহারাষ্ট্রীয় রাজা।

উক্ত রাজ্যের বার্ষিক আয় ২২৪৭২০ টাকা এবং রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে ৮০২৯৯ টাকা ব্যয় হয়।

ত্রিবঙ্কুর।

এই রাজ্যের পরিমাণ ২৪৯৫৮ চতুস্র ক্রোশ, ইহার রাজধানী ত্রিবঙ্কুর নামক নগর এবং তাহা হিন্দুরাজার অধিকারে আছে।

কোচীন

এই রাজ্যের পরিমাণ ৮০ চতুস্র ক্রোশ, ইহার রাজধানী কোচীন নামক নগর এবং তাহা হিন্দু রাজার অধিকৃত।

২ শ্রেণী।

হায়দারাবাদ।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৩৯১০৯ ক্রোশ, ইহার রাজধানী হায়দারাবাদ নগর, এবং এই রাজ্যে মুসলমান রাজা রাজত্ব করিতেছে।

বরোদা।

এই রাজ্যের চতুস্রীয় পরিমাণ ১০৯৭৮ ক্রোশ, ইহার রাজধানী বরোদা নগর, এবং এই রাজ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকৃত।

৩ শ্রেণী।

ইন্দোর।

উক্ত রাজ্যের চতুস্রীয় পরিমাণ ১৯৭৮ ক্রোশ, ইহার রাজাধানী তন্নামক নগর, এবং তাহাতে মহারাষ্ট্রীয় জাতীয়েরা রাজত্ব করিতেছে।

উদয়পুর।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৫১৮৫ ক্রোশ, ইহার রাজধানী উদয়পুর, এবং তাহা মহারাষ্ট্রীয় রাজার অধিকৃত।

কোটা।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ১৯০৯১ ক্রোশ, ইহার রাজধানী কোটা নামক নগর, এবং তাহাতে মহারাষ্ট্রীয় রাজা রাজত্ব করিতেছে।

বুন্দি।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ১০০৮ ক্রোশ, ইহার রাজধানী বুন্দি নামক নগর, এবং তথায় মহারাষ্ট্রীয় রাজা রাজ্যেশ্বর।

আলোবার।

এই রাজ্যের চতুস্রীয় পরিমাণ ১৪২৪ ক্রোশ, ইহার রাজধানী আলোবার নামক নগর, এবং মহারাষ্ট্রীয় রাজা তথায় রাজত্ব করিতেছে।

বিথানর।

এই রাজ্যের চতুস্রীয় পরিমাণ ৭৯৪৭ ক্রোশ, রাজধানী বিথানর নামক নগর, এবং রাজপুত জাতীয়েরা তথায় রাজত্ব করিতেছে:

জসলমির।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৪৩০৩ ক্রোশ, ইহার রাজধানী জসলমির নামক নগর, এবং তাহা রাজপুত জাতীয়রাজার অধিকৃত।

জয়পুর।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৫৭০৮ ক্রোশ, ইহার রাজধানী জয়পুরনামক নগর, এবং তাহা মহারাষ্ট্রীয় জাতীয় রাজার অধিকৃত।

জোতপুর অর্থাৎ যোধপুর।

এই রাজ্যের চতুস্রীয় পরিমাণ ১৫০১৮ ক্রোশ, ইহার রাজধানী যোধপুর নামক নগর, এবং তথায় মহারাষ্ট্রীয় জাতীয় রাজা রাজত্ব করিতেছে।

কিসনগড় অর্থাৎ কৃষ্ণগড়

এই রাজ্যের চতুস্রীয় পরিমাণ ৩১৮ ক্রোশ, ইহার রাজধানী কৃষ্ণগড় নামক নগর, এবং তথায় রাজপুত জাতীয়রাজা রাজ্যেশ্বর।

বাঁশোয়ারা।

এই রাজ্যের চতুস্রীয় পরিমাণ ৬৩৪ ক্রোশ, ইহার রাজধানী বাঁশোয়ারা নামক নগর, এবং তাহা রাজপুতজাতীয় রাজার অধিকৃত।

প্রতাপগড়।

এই রাজ্যের চতুস্রীয় পরিমাণ ৬৪২ ক্রোশ, ইহার রাজধানী প্রতাপগড় নামক নগর, এবং তথায় রাজপুত জাতীয় রাজা।

দাঙ্গারপুর।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৮৮২ ক্রোশ, ইহার রাজধানী দাঙ্গারপুর নামক নগর, এবং তথায় রাজপুত জাতীয় রাজা রাজত্ব করিতেছে।

কিরোলি।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৮২৭ ক্রোশ, ইহার রাজধানী কিরোলি নামক নগর এবং ইহাতে রাজপুত জাতীয় রাজা রাজত্ব করিতেছে।

সরোয়ি।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ১৩৩১ ক্রোশ, ইহার রাজধানী সরোয়ি নামক নগর এবং তথায় রাজপুতজাতীয় রাজা রাজ্যেশ্বর।

ভরতপুর।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৮৫৬ ক্রোশ, ইহার রাজধানী ভরতপুর নামক নগর, এবং তাহা হিন্দু রাজার অধিকৃত।

ভূপাল।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ২৯৯৭ ক্রোশ, ইহার রাজধানী ভূপাল নামক নগর, এবং তথায় মসলমান রাজা।

কচ্ছ এবং রণ।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৩৩৫৫ ক্রোশ, উক্ত রাজ্যের রাজধানী ভুজনামক নগর, এবং তথায় রাজপুতজাতীয়রাজা রাজ্যেশ্বর।

ধার এবং দ্বিবাস।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৬৪৬ ক্রোশ, ইহার রাজধানী ধার নামক নগর, এবং তাহা হিন্দু রাজার অধিকৃত।

ধলপুর।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৭১৬ ক্রোশ, ইহার রাজধানী ধলপুর নামক নগর, এবং তথায় হিন্দ জাতীয় রাজা রাজ্যাধিপতি।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৪৫৩৫ ক্রোশ, ইহার রাজধানী রেওয়া নামক নগর, এবং তাহা রাজপুত জাতীয় রাজার অধিকৃত।

ধাতিয়া, ঝানসি এবং তরহি।

এই সকল রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৭১৬৬ ক্রোশ, ইহার রাজধানী ধাতিয়া, ঝানসি, তরহি, এই তিন নগর, এবং তথায় রাজপুত জাতীয় রাজা

রাজত্ব করিতেছে উক্ত রাজ্য ও রেওয়া নামক রাজ্য বুন্দলখণ্ডের অন্তরবর্ত্তী।

সেওন্তবারী।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৪১২ ক্রোশ, ইহার রাজধানী সেওন্তবারি নামক নগর, এবং তথায় হিন্দজাতীয়েরা রাজ্যেশ্বর।

৪ শ্রেণী।

টৌক।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৪৮৬ ক্রোশ; ইহার রাজধানী টৌক নামক নগর, এবং তাহা মুসলমান রাজার অধিকৃত।

সিবোজ।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ১১৫ ক্রোশ, ইহার রাজধানী সিবোজ নামক নগর, এবং তথায় মুসলমান রাজা রাজত্ব করিতেছে।

নিম্বাহারা।

এই রাজ্যেরচতুরস্রীয় পরিমাণ ১১৭ ক্রোশ, ইহার রাজধানী নিম্বাহারা নামক নগর, এবং তাহা মুসলমান রাজার অধিকৃত।

পটিয়ালা, কিয়াতাল, নাবা, জিন্দ।

এই সকল রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৭৩০৫ ক্রোশ, রাজধানী ঐ সকল নামক নগর, এবং তথায় মুসলমান রাজা।

৫ শ্রেণী।

গোয়ালিয়র।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ১৪৪৯৯ ক্রোশ, ইহার রাজধানী সিন্ধিয়া নামক নগর, এবং তথায় মহারাষ্ট্র জাতীয় রাজা।

৬ শ্রেণী।

সেতারা।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ৩৪৯৫ ক্রোশ, ইহার রাজধানী সেতারা নামক নগর, এবং তাহা মহারাষ্ট্র জাতীয় রাজার অধিকৃত।

কোলাপুর।

এই রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ ১৪০১ ক্রোশ, ইহার রাজধানী কোলাপুর নামক নগর, এবং তথায় মহারাষ্ট্র জাতীয় রাজা রাজত্ব করিতেছে।

সন্ধিহীন রাজ্য।

ভোটরাজ্য।

হিন্দুস্থানের ভূগোলীয় বিভাগ বিবরণের মধ্যে এই রাজ্যের পরিসরাদি লিখিত হইয়াছে, উক্ত রাজ্যের উত্তরাংশ হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গ সমূহ দ্বারা বেষ্টিত প্রযুক্ত ঐ অঞ্চলে সর্ব্বদা হিম পতিত হয়।

উক্ত রাজ্যের মধ্যে অনেক গ্রাম আছে, তথায় বহুতর মনুষ্য বাস করে, এবং প্রায় সকল স্থান বৃক্ষাদি বেষ্টিত, বিশেষত বঙ্গরাজ্যের সংলগ্ন ভোটান পর্ব্বতীয় উপত্যকা ধরাতল যাহার পরিসর প্রায় দুই ক্রোশ তথাকার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা এবং ফলবতী। এই রাজ্যে শীতোষ্ণাদি নানাবিধ বায়ুর সঞ্চার হইয়া থাকে এবং কৃষকেরা অনায়াসে ভূমি আবাদ করিতে পারে এবং বৃষ্টি অধিক না হওয়াতে রবিশস্য যথেষ্ট জন্মে কিন্তু এই রাজ্যের রাজধানী তাসীসদন নগরে সর্ব্বদা বৃষ্টি হয়।

উক্ত রাজ্যের মধ্যে প্রধান নদী মাচীয়,পেচীয়, টিঞ্চীয়, এবং ঐ টিঞ্চীয় নদী চাঞ্চীয় নদীর সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গরাজ্যের রঙ্গপুর জেলার দক্ষিণাংশ হইতে রাঙ্গামাটি নামক স্থানের নিকটে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে ঐ মিশ্রিত নদী বঙ্গদেশে গদাধর নামে বিখ্যাত।

এই রাজ্যে ধান্যাদি শস্যাপেক্ষা কমলানেবু, আকরোট প্রভৃতি নানাবিধ উত্তমং ফল জন্মে, এবং পশুজাতির মধ্যে হস্তী, টাঙ্গনঘোড়া, কুক্কুর আদি অনেক জন্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং অনুমান হয় যে এই রাজ্যে চুণ কয়লা ইত্যাদির আকার আছে কিন্তু তদ্দেশীয় লোকেরা তাহার সন্ধান জানে না।

উক্ত রাজ্যের মনুষ্যেরা প্রায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ কিন্তু বঙ্গদেশের লোক হইতে অধিক বলবান্ এবং সাহসী, ঐ সকল লোকেরা বৌদ্ধমতাবলম্বী এবং ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণজাতির সদৃশ তাহাদিগের এক ধর্ম্মোপদেশক জাতি আছে।

উক্ত রাজ্যের রাজা প্রজা নিরপেক্ষে রাজ্য

শাসন করেন এবং জনশ্রুতি আছে যে তদ্দেশীয় রাজা স্বর্গীয়দেবতার বংশোদ্ভব এইহেতু তাহারা অদ্যাপি স্বর্গদেব উপাধি বিশিষ্ট হইয়া দেবরাজ নামে বিখ্যাত হয়। এই রাজ্যাধিপতির সহিত ইংলণ্ডাধিপতির সন্ধি নাই। উক্ত রাজ্যের রাজধানী টিঙ্কিয়া নদীর নিকটস্থ পর্ব্বতীয় শৃঙ্গের উপরি ভাগে আছে তাহার প্রাসাদাদি প্রস্তর নির্ম্মিত এবং তাহা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

উক্ত রাজ্যে ব্যবসায়ের দ্রব্যের মধ্যে ছুরি, কাটারি, কম্বল, বিশেষত বৃক্ষত্বচে নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট লেখ্যপত্র জন্মে।

অধীনরাজাররাজ্য।

পূর্ব্বলিখিত সন্ধিকৃত রাজ্য ব্যতীত ইংলণ্ডাধিপতিরঅধীন বৃত্তিভোগি রাজাদিগের বৃত্তিস্বরূপ পশ্চাল্লিখিত ক্ষুদ্র২ রাজ্য এবং জায়গির আছে।

রাজ্য এবং জায়গির।

১ ছোট নাগপুর,	৯ ফিরোজপুর,
২ সর গুজিরা,	১০ মরিচ,
৩ সম্বলপুর,	১১ তমগ্রাম,
৪ সিংহ ভূমি,	১২ নেপালি,
৫ উদয়পুর,	১৩ আকলকাট,
৬ মানিপুর,	১৪ সাগর রাজ্য,
৭ তাঞ্জোর,	১৫ নার্ম্মদ দেশ,
৮ বেরিচ,	১৬ সিকিম অথবা উত্তরপর্ব্বতীয়রাজ্য,

বার্ষিক বৃত্তিভোগি রাজা।

দিল্লীর পাদসাহ,	তাঞ্জোরের রাজা,
কর্ণাটের নবাব,	টিপুসুলতানের বংশ
পেসোয়া,	বারাণসীর রাজা,
মুরসিদাবাদের নবাব,	

৪ অধ্যায়।

১ পাঠ।

—•—

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে এসিয়া খণ্ড দ্বাদশ প্রধান রাজ্যে বিভক্ত আছে তাহার মধ্যে ঐ মহা দ্বীপের নবম অংশ যে হিন্দুস্থান তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে. অবশিষ্ট একাদশ অংশের অর্থাৎ রুসিয়া, তুরুষ্ক, আরব, চীন, টিবেট, তাতার, পারস্ব, কাবল. ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, জাপান এই সকল রাজ্যের স্থূল বিবরণ লিখিত হইতেছে।

রুসিয়া।

রুসিয়াদেশ দুই খণ্ডে বিভক্ত, তাহার মধ্যে যে খণ্ড এসিয়ার অন্তঃপাতি তাহাকে এসিয়াটিক রুসিয়া বলা যায়।

উক্ত এসিয়াটিক রুসিয়ার দুই খণ্ড অর্থাৎ উত্তর এবং দক্ষিণ, উত্তরখণ্ডের পূর্ব্বসীমা বেয়ারিং মোহানা এবং পাসিফিক মহাসাগর, পশ্চিম সীমা

ইউরেলিয়ন পর্ব্বত, উত্তর সীমা আর্কাটিক মহা-
সাগর, দক্ষিণসীমা আলটেইল পর্ব্বতশ্রেণী। দক্ষিণ
খণ্ডের উত্তরসীমা ইউরোপস্থ রুসিয়া, দক্ষিণসীমা
তুরুষ্কদেশ এবং পারস্য রাজধানী, পূর্ব্বসীমা কাস্পিা-
য়ন সমুদ্র, পশ্চিমসীমা ডননদী আজফসাগর
এবং ব্লাক্সি। উক্ত উভয়খণ্ডের চতুরস্রীয় পরিমাণ
২৭৫৩০৮০ ক্রোশ, এবং তথায় প্রায় ৩৪৫৫০০০
মনুষ্য বাস করে।

উক্ত এসিয়াটিক রুসিয়ার উত্তরখণ্ডের ভূমি
সকল প্রায় অফলা, বইকাল হ্রদের উত্তরাংশে কৃষি
কর্ম্ম মাত্র নাই, কিন্তু দক্ষিণখণ্ডে তাহার বিপরীত
অর্থাৎ সমুদয় ভূমি উর্ব্বরা, কেবল ভদন্তঃপাতি
সরকেসিয়া জর্জিয়া প্রভৃতি কএক দেশের ভূমিতে
পর্ব্বতের সান্নিধ্য প্রযুক্ত কোনং স্থলে শস্য জন্মে
না। ঐ সরকেসিয়া এবং জর্জিয়া দেশ রুসিয়ারা
অল্পকাল আক্রমণ করিয়াছে। উক্ত দেশোৎপন্ন
মনুষ্যেরা অত্যন্ত সুন্দর বিশেষত স্ত্রীলোকেরা
পরমাসুন্দরী, ঐ সকল স্ত্রীলোকদিগকে তুরুষ্ক
এবং পারস্য দেশীয় লোকেরা ভোগ্যা দাসীস্বরূপে
ক্রয় করে।

উক্ত এসিয়াটিক রুসিয়াতে বহুতর লোমশ বন্য পশু জন্মে যাহাতে উত্তম রাঙ্কব প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এবং কাকেসসপর্ব্বতে হরিণ, মেষ, অশ্ব, লোমশ হরিণ, ভল্লুক, গোবাঘা, শৃগাল, শশাক, কাট বিড়ালি, বিবর অর্থাৎ উদবিড়াল বিশেষ, এরমাইন অর্থাৎ হিমবদ্দেশজ ক্ষুদ্র জন্তু বিশেষ, সেবল অর্থাৎ রোমযুক্ত পশুবিশেষ যথেষ্ট জন্মে।

উক্ত দেশের উত্তরখণ্ডে ধাতু ও রত্নের আকর আছে, বিশেষত বিবোজা দেশের নিকটে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা, লৌহ, প্লেটিনা অর্থাৎ শুক্ল স্বর্ণ বিশেষের খনি অনেক আছে।

উক্ত দেশে কাকেসস আলটেইল এবং আরমেনিয়াস্থ এরেরাট এই কএক পর্ব্বত, এবং লীনা, অবী, যেনেসী, এই তিন নদী, আলর্টিয়ন, পায়াজিন, স্লোইল, এবং বাইকাল হ্রদ আছে।

উক্ত রাজ্যের উত্তর খণ্ডের মধ্যে প্রধান নগর, তবলস্ক, ইরকট্স, কায়েকটা, তোমস্ক, ইয়াকুট্স, নারসি, এনস্ক, নিস্মি, কাকস্কট্কা নামক নগর। দক্ষিণখণ্ডের মধ্যে আস্ত্রাকান, টেলিস, জার্জিয়স্ক, দরবেণ্ট, এবং বাকু নামক নগর।

উক্ত দেশীয় লোকেরা ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বী এবং সাকারদেবোপাসক। তথাকার রাজা স্বপ্রভু অর্থাৎ প্রজা নিরপেক্ষে রাজ্য শাসন করেন।

—•◆•—

২ পাঠ।

তুরুষ্ক।

তুরষ্ক রাজ্যের উত্তরসীমা ব্লাক্‌সি, দক্ষিণসীমা আরবদেশ, পূর্ব্বসীমা পারস্য এবং রুসিয়াদেশ, পশ্চিমসীমা মেডিটরেনিয়ন সাগরের পূর্ব্বাংশ লিবান্ট, এবং দ্বীপ সমূহ। ইহার দীর্ঘতা ৪২২ ক্রোশ, পরিসর ৪১৮ ক্রোশ, এবং চতুরস্রীয় ফল ২০২৬৭৫ ক্রোশ। ইহাতে তুরকী, গ্রীক, আরমানী, এবং উদাসীনজাতিবিশেষ এই সকলে প্রায় ১২৫০০০০০ মনুষ্য বাস করে।

উক্ত রাজ্য সাত খণ্ডে বিভক্ত, যথা এসিয়া-মাইনর কিম্বা এনোটোলিয়া, সারিয়া, আরমেনিয়া, খোরদোস্তান, ইরাক্‌ আরেবিয়া, আলজেজিরা, এবং ডাএবিকার কিয়দংশ।

উক্ত রাজ্যের ভূমি সকল অতিশয় উর্ব্বরা কিন্তু তত্রস্থ লোকদিগের আলস্যপ্রযুক্ত অনেক ভূমি পতিত থাকাতে তথায় প্রায় সর্ব্বদা দূর্ভিক্ষ হয়।

উক্তদেশে রবিশস্যের মধ্যে গম, যব, এবং কার্পাস, তামাকু, আফিম, এবং জলাপাই বিশেষ, আঙ্গুর প্রভৃতি ফল এবং রেউচিনি আদি ওষধি জন্মে এবং তথায় নানাজাতীয়পুষ্প উৎপন্ন হয়, বিশেষত গোলাব পুষ্প যাহার দ্বারা সেখানে অধিক গোলাব প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঐ দেশে পশুজাতীয়েরমধ্যে অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, হায়না অর্থাৎ ভল্লুক বিশেষ, বিশেষত আঙ্গরাগোট অর্থাৎ উত্তমলোমশছাগ জন্মে, যাহার লোমদ্বারা বহুমূল্য সাল প্রস্তুত হয়। এবং তথায় নির্ম্মিত দ্রব্যের মধ্যে গালিচা এবং চর্ম্মাসন অতি উত্তম জন্মে।

উক্ত রাজ্যে টারস, এরেরাট, ওলিম্পস, লিবনা এই কএক পর্ব্বত প্রধান। এবং তথায় ইউফ্রেটিস, টিগ্রিস, আরণ্টস, জারডন এবং অন্যান্য অনেক বৃহৎ নদী আছে যাহা ইউজিন এবং ব্লাকসির সহিত মিলিত হইয়াছে।

উক্ত রাজ্যে অনেক পর্ব্বত থাকাতে অনুমান হয় যে তথায় বহুতর রত্নের খনি আছে কিন্তু রাজার প্রতিবন্ধকতাপ্রযুক্ত তাহা প্রকাশ হয় নাই কেবলটোকাট নগরেরনিকটে একতাম্রের খনিপ্রকাশ পাইয়াছে।

উক্ত রাজ্যের মধ্যে প্রধাননগর স্মির্ণা, এলোপো, ডেমেস্কস, বোগদাদ, বসোরা, ইরজরোম, এবং জেরিউজেলম। এতদ্দেশে তুরুষ্ক, গ্রীক, সাইরিয়া, আরমেনিয়া, এবং পারস্যভাষা পচলিত আছে। তদ্দেশস্থ লোকেরা প্রায় সকলেই মহম্মদধর্ম্মাক্রান্ত এবং তাহারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের উপর সর্ব্বদা দ্বেষ করে। এইদেশের রাজা স্বপ্রধানে রাজত্ব করেন অর্থাৎ রাজ্যশাসন বিষয়ে প্রজাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই।

উক্ত রাজ্যের সিরিয়া খণ্ডের মধ্যস্থ পোলষ্টিন নামক স্থান যাহা পূর্ব্বকালে জুডিয়ানামক ব্যক্তির নামে খ্যাত ছিল, ঐ স্থানে য়িশুখ্রীষ্ট জন্মাইয়াছিলেন যাঁহার দ্বারা খ্রীষ্টীয়ানধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে। এবং তাঁহার জন্মোপলক্ষে যে সন প্রচলিত হইয়াছে তাহাকে ইংরাজী সন বলাযায়

উক্ত রাজ্যের খোরদোস্তান নামক খণ্ড যাহার প্রাচীন নাম এসিরিয়া এবং বেবিলোনিয়া, ইউরোপীয় ইতিহাস বেত্তরা কহেন যে পৃথিবীর মধ্যে প্রথমে ঐ স্থানে প্রধান রাজ্য সৃষ্টি হয় এবং নিমরট নামক রাজা তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন ঐ রাজ্য ইংরাজী সনের ২২০৪ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল।

ইংরাজদিগের ধর্ম্ম পুস্তকেরমতে প্রথমে পৃথিবীস্থ তাবজ্জাতীয় মনুষ্যের ভাষার ঐক্য থাকাতে তাবৎপ্রজাতে ঐক্য হইয়া উক্ত স্থানে এক অত্যুচ্চ অর্থাৎ গগনস্পর্শি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার মনস্থ করিয়াছিল কিন্তু ঐ প্রাসাদ প্রস্তুত হওনের পূর্ব্বে ঈশ্বরেচ্ছাতে তাহাদিগের ভাষা বিভিন্ন হইল অতএব পরস্পরের অভিপ্রায় পরস্পরের বোধগম্য না হওয়াতে তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বিরা কহেন যে পৃথিবীতে ঐ সময়াবধি ভাষা বিভিন্ন হইয়াছে, এই বিষয় যদ্যপি লৌকিক যুক্তি বিরুদ্ধ তথাপি প্রাচীন ইতিহাসানুরোধে এস্থলে লিখিত হইল।

৩ পাঠ।

আরবদেশ।

আরবদেশ এসিয়াখণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমভাগে আছে। ইহার উত্তরসীমা তুরুষ্কদেশ এবং পারস্য উপসাগর, দক্ষিণসীমা ভারতমহাসাগর, পূর্ব্বসীমা পারস্য উপসাগর এবং ভারত মহাসাগর, পশ্চিম সীমা আরব উপসাগর কিম্বা রেড্সি। ইহার দীর্ঘতা উত্তরাবধি দক্ষিণ পর্য্যন্ত ৬১৬ ক্রোশ, এবং পরিসর পূর্ব্বাবধি পশ্চিম পর্য্যন্ত ৫২৮ ক্রোশ। এই রাজ্যে ২৫ কিম্বা ৩০ কোটি মনুষ্য বাস করে, ঐ সকল লোকেরা সর্ব্বদা উদাসীন জাতির ন্যায় এবং প্রায় তাঁবুতে থাকে এবং দস্যুবৃত্তি দ্বারা তাহাদিগের দিন নির্ব্বাহ হয় অতএব তাহারা অত্যন্ত সাহসী এবং অস্ত্র বিদ্যা ও অশ্ব বিদ্যার পারদর্শী।

উক্ত রাজ্যে অনেক উষর ভূমি আছে, কিন্তু পর্ব্বতের নিকটস্থ কোন২ ভূমি ও সমুদ্র নিকটস্থ ভূমি সকল উর্ব্বরা, তথায় কাফি, গম, তামাকু, কার্পাস, ও অন্য শস্য এবং উক্তদেশে জন্মাইবার যোগ্য যে সকল ফল তাহাও জন্মে। উক্ত রাজ্যে পশ্বাদির

মধ্যে অশ্ব ও উষ্ট্র উত্তম জন্মে, এবং তদ্দেশীয় লোকেরা উষ্ট্র দ্বারা সর্ব্বদা ভ্রমণ করে।

উক্তদেশে অনেক বন আছে তাহারা স্থানবিশেষে বিশেষ২ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা, সিনায়, সিরিয়া, আদজেজিরিয়া, ইরাক, এলহাফ।

এইদেশে ইউফ্রেটিস্ ও টিগ্রিসনদী যাহা আরব দেশের উত্তর পূর্ব্বসীমাবর্ত্তী তাহারা সর্ব্বদা শুষ্কপ্রায়, অতএব ঐ দেশে সজলানদী নাথাকাতে আত্যন্তিক জলকষ্ট।

উক্তরাজ্যমধ্যে মক্কা, মেদিনা, জিড্ডা, এবং অন্যান্য প্রধান নগর আছে।

এই দেশের দলপতিরূপরাজা প্রজাদিগের প্রতি পিতৃবৎ শাসন করেন, ঐ সকল দলপতিদিগের উপাধি, সেক, সরিফ, কালিপ, ইমার, ইমান,।

এইদেশ মহম্মদের জন্মস্থান, এবং মক্কা, মেদিনানগর এই দেশের অন্তঃপাতি হওয়াতে ইহা মুসলমানদিগের তীর্থরূপেগণ্য, এইদেশে নূতন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের উপাধি ওয়াবিস, তাহারা এক পরমেশ্বর মানে এবং মহম্মদকে ঈশ্বরপ্রেরিত

করিয়া কহে অতএব মহম্মদের উপাসকের প্রতি দ্বেষ করে।

এই দেশে প্রচলিত ভাষা আরবী, যাহা এসিয়া এবং আফ্রিকাতেও ব্যবহার ছিল, পূর্ব্বে ঐ দেশে বিদ্যোপার্জন উত্তমরূপে হইত কিন্তু এক্ষণে তাহার চর্চা মাত্র নাই।

৪ পাঠ।

চীনরাজ্য।

এই রাজ্য এসিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশের মধ্যস্থিত, ইহার উত্তর সীমা সাইবিরিয়াদেশ, দক্ষিণ ও পূর্ব্বসীমা ভারতমহাসাগর, পশ্চিমসীমা তাতার দেশ, হিন্দুস্থানের একাংশ এবং ব্রহ্মরাজ্য। ইহার দীর্ঘতা পূর্ব্বাবধি পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রায় ১৫২৩ ক্রোশ, এবং পরিসর উত্তরাবধি দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রায় ৮৮০ ক্রোশ।

উক্ত রাজ্য চারি অংশে বিভক্ত আছে, যথা টিবেট, চীনস্থ তাতার, কোরিয়া নামক প্রায় দ্বীপ, এবং প্রকৃত চীন, এই অংশের উত্তর ভাগে এক আশ্চর্য্য অতিবৃহৎ পাচীর আছে যাহার দীর্ঘতা

৬৬০ ক্রোশ, উচ্চতা ২০ হাত এবং এমত বিস্তৃত যে তাহার উপরে ছয়জন অশ্বারূঢ় এককালে গমন করিতে পারে।

উক্ত রাজ্যের অধিকাংশ ধরাতলময় বিশেষত পশ্চিম এবং উত্তর অঞ্চলে উপত্যকাপীঠভূমি অনেক আছে। ঐ সকল ধরাতলময় ভূমি বহুতর নদ নদীদ্বারা বেষ্টিত প্রযুক্ত তথায় জল কষ্টের সম্ভাবনা নাই সুতরাং ভূমিসকল অতিশয় উর্ব্বরা, ঐ সকল ভূমিতে ধান্য গম প্রভৃতি নানাবিধ শস্য বিশেষত চা নামক পত্র বিশেষ অসাধারণরূপে উৎপন্ন হয়, এবং ঐ রাজ্যের যে অংশ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী তথায় বিস্তর মৎস্য জন্মে।

উক্ত দেশে অনেক বন থাকাতে তথায় হস্তী, ব্যাঘ্র, এবং গণ্ডার প্রভৃতি অনেক বন্য জন্তু আছে, এবং অশ্ব, কুক্কুরপ্রভৃতি গ্রাম্যপশুও অধিক।

উক্ত রাজ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তর, এবং অন্যান্য ব্যবহারোপযোগি বস্তুর আকর আছে।

উক্ত রাজ্যের অধিপতি স্বপ্রধান অর্থাৎ প্রজানিরপেক্ষে রাজ্যশাসন করেন। এই রাজ্যের রাজ-

ধানী পেকিন নামক নগর, এবং তদ্ভিন্ন নান্‌কিন, ক্যাণ্টোন, ফুকুন, সিঙ্গা, এবং হাংহো নামক প্রধান নগর আছে।

চীনদেশীয় ভাষা অতি কঠিন, কিন্তু তদ্দেশীয় লোকেরা বিদ্যোপার্জ্জনে যথেষ্ট পরিশ্রম করে এবং অল্প ব্যয়ে তাহারদিগের বিদ্যালাভ হয়। এতদ্দেশজাতলোকেরা ফো অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষাবলম্বী।

উক্ত রাজ্যে ভিন্নদেশীয় লোকের গমনাগমন তত্রত্যরাজাকর্তৃক প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে তথাকার অন্যান্য বিবরণ বিশেষরূপে জানা যায় নাই।

৫ পাঠ।

টিবেট।

এই রাজ্য হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর দিকস্থ, কাশ্মীরদেশের পূর্ব্বসীমাবধি চীনদেশের সীমা পর্য্যন্ত যে সকলদেশ অনুমানহয় যে তাহা উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত। এই রাজ্যের পরিমাণ যদ্যপি সম্যক্‌রূপে নির্ণীত হয় নাই তথাপি অনুমানদ্বারা

বোধ হয় যে ইহার দীর্ঘতা পূর্ব্বাবধি পশ্চিম পর্য্যন্ত ৫৭২ ক্রোশ এবং উত্তরাবধি দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রশস্ততা ১৯৮ ক্রোশ।

উক্ত দেশ চারি প্রধানখণ্ডে বিভক্ত আছে যথা লাসা, টেসুলম্বু, উন্দিস, এবং লাহদাক। এই চারি খণ্ডের মধ্যে লাহদাক ভিন্ন অন্য তিন খণ্ড চীন দেশের গবর্ণমেণ্টের অধীনরূপে গণ্য।

উক্ত দেশের ভূমি প্রায় গণ্ডশৈলদ্বারা পরিপূর্ণ প্রযুক্ত তথাকার ক্ষেত্র সকল অতিশয় উর্ব্বরা হয় না, যে সকল গণ্ডশৈল মৃত্তিকাপ্রায় কেবল তাহার কোনং স্থানে গম যব মটর অত্যল্প জন্মে, অতএব উক্ত শীতাধিক্য দেশস্থ লোকেরা শীত কালে যে সকল মৎস্য মাংসাদি শুষ্ক করিয়া রাখে তাহাদ্বারা তাহাদিগের জীবন ধারণ হয়।

হিমালয় পর্ব্বতের কৈলাস এবং হিমালয় নামক শৃঙ্গ উক্তদেশের মধ্যবর্ত্তী, অনুমান হয় যে উক্ত শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যস্থ উপত্যকা হইতে ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু এবং শতদ্রুনদীর উৎপত্তি হইয়াছে, উক্ত শৃঙ্গ দ্বয়ের মধ্যে রাওয়ান্‌স হ্রদ এবং মানস সরোবর আছে যাহাকে কেবল হিন্দুজাতীয়েরা তীর্থরূপে

পণ্য করেন এমত নহে কিন্তু টিবেট এবং চীনস্থ তাতার দেশীয় লোকেরাও মান্য করে।

উক্ত দেশে বন্যকুক্কুট, মৃগ, চমরী, লোমশছাগ, মেষ, এবং অন্যান্যপশুপক্ষি ও অশ্ব কুক্কুর উষ্ট্র প্রভৃতি অনেক জন্মে।

টিবেটদেশে যদ্যপি শস্য অত্যল্প জন্মে তথাপি তদ্দেশে স্বর্ণাদির বহুতর আকর থাকাতে তত্রত্য লোকেরা প্রায় সম্পন্ন। উক্ত দেশে অনেক স্থানে স্বরর্ণে খনি আছে এবং তদ্ভিন্ন তুঁত, সৈন্ধব লবণ, রক্ষধাতু এই সকলের খনি আছে।

উক্ত রাজ্যের মধ্যে প্রধান নগর লাসা টেসুলুম্বু এবং দেবা, এই তিন নগরের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ লাসা চীনস্থটিবেট দেশের প্রধান নগর।

উক্ত দীর্ঘদেশস্থ লোকেরদিগের ভিন্নং ব্যবহার এবং তদ্দেশে বহুবিধ ভাষাও থাকিতে পারে। তদ্দেশীয় প্রধান লোকেরা সর্ব্বদা বনাতাদি ব্যবহার করে সামান্য লোকেরা প্রায় মেষাদিচর্ম্ম পরিধান করিয়া কালযাপন করে।

উক্ত রাজ্যের লোকেরা চীনদেশীয়দিগের

সহিত বিশেষরূপে বাণিজ্যাদি করে, হিন্দুস্থানে অত্যল্প।

উক্ত রাজ্যে রাজা নামত প্রধান দলৈই অর্থাৎ লামা নামে খ্যাত, ঐ পদাভিষিক্ত ব্যক্তির মতাবলম্বি লোকেরা তাহাকে ঈশ্বরাবতার করিয়া মান্য করে এবং তাহার অন্তকাল উপস্থিত হইলে তিনি দেহান্তরে প্রবেশ করেন এবং তন্মতাবলম্বি লোকেরা তাহার মৃতদেহ রৌপ্যময় মনুষ্যাকৃতির মধ্যে রাখিয়া লাসা নামক নগরের মন্দিরে সংস্থাপন পূর্ব্বক উপাসনা করেন।

উক্ত রাজার সহকারি দলুইলামা দ্বারা রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় কিন্তু এই রাজ্যের রাজকীয়কর্ম্মের প্রায় অধিকাংশ চীন রাজ্যের অধীন।

উক্ত দেশীয় লোকদিগের ধর্ম্মপুস্তক অত্যন্ত প্রাচীন, এবং তাহাদিগের ধর্ম্ম দ্বারা বোধ হয় যে তাহারা ভারতীয়ধর্ম্ম মিশ্রিতবৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী!

মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি বহুকালাবধি উক্ত রাজ্যে আছে, তদ্দেশীয় লোকেরা কাষ্ঠের সারভাগে অক্ষর অঙ্কন করিয়া মুদ্রিকরে।

উক্ত দেশীয় ভাষার নাম ওমিন এবং ঐ ভাষা

প্রায় সংস্কৃতানুযায়ি হওয়াতে অনুমান হয় যে সংস্কৃত ভাষা হইতে ঐ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।

৬ পাঠ।

তাতার রাজ্য।

এই রাজ্য স্বাধীন, ইহা এসিয়াটিক রুসিয়া, কাবল এবং পারস্যদেশের মধ্যবর্ত্তী।

উক্ত রাজ্যের পশ্চিমসীমা ক্যাস্পিয়ন সাগর, পূর্ব্বসীমা বেলর পর্ব্বতশ্রেণী, উত্তরদিকে আলটেইল পর্ব্বতশ্রেণীর কিয়দংশদ্বারা রুসিয়া হইতে বিভক্ত, এবং দক্ষিণসীমা হিন্দুকোশ, ঐ হিন্দুকোশনামক দেশদ্বারা কাবল ও পারস্য হইতে বিভক্ত হইয়াছে কিন্তু কোনস্থানে পারস্য হইতে পৃথক্কৃত তাহার নিশ্চয় হয় নাই। উক্ত রাজ্যের চত্তরস্রায় পরিমাণ ৩৭১১৮৪ চত্তরস্র ক্রোশ। ঐ রাজ্য তিন খণ্ডে বিভক্ত, যথা উত্তর, দক্ষিণ, এবং মধ্যদেশ।

এসিয়াখণ্ডের মধ্যে যে সকল রাজ্য আছে তাহার মধ্যে উক্ত তাতার রাজ্যেতে অনেক বিস্তৃত ধরাতল আছে, এই দেশের উত্তরাংশের ভূমিসকল

বালুকামোদিত প্রযুক্ত অনুর্ব্বরা কিন্তু দক্ষিণাংশে প্রায় সফলা। উক্ত দেশে জল এবং বায়ু অতি উপাদেয় কিন্তু শীতাধিক্য। ঐ দেশের সমীপস্থ কাবল, পারস্ব, রুসিয়া প্রভৃতি দেশে যেরূপ শস্যোৎপন্ন হয় উক্তদেশে তদনুরূপ হইয়া থাকে।

উক্ত দেশের প্রধান পর্ব্বত বিলরটাগ যাহাকে প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা ইমাসনামে বর্ণনা করেন, এবং এটলিয়ন, ও হিন্দুকোশ, এই সকল পর্ব্বত অতিশয় তুষারময়।

উক্ত রাজ্যের মধ্যে জাউল, আমুন কিম্বা আক্সস, এবং সিয়ের কিম্বা সিহুন নামে বিখ্যাত কএক প্রধান নদী আছে। এবং ঐ রাজ্যে আরাল নামক হ্রদ আছে।

উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর সমরকন্দ অর্থাৎ সমরস্কন্দ, বখারা, খিবা, আদরকন্দ, এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নগর আছে।

উক্ত রাজ্যে বহুতর জাতীয়লোক বাস করে, তাহারা প্রায় তাবতে মহম্মদধর্ম্মাবলম্বী। ঐ রাজ্যের রাজধানী বখারানামক নগর, তথাকার রাজা স্বজাতীয় ধর্ম্মপালকরূপে বিখ্যাত।

৭ পাঠ।

পারস্য রাজ্য।

এই রাজ্য প্রাচীন পারস্য রাজ্যের অবশিষ্ট খণ্ড কিন্তু এক্ষণে ইহা তন্নামে প্রচলিত আছে। এই রাজ্যের দীর্ঘতা পূর্ব্বাবধি পশ্চিম পর্য্যন্ত ৩৯৬ ক্রোশ, উত্তরাবধি দক্ষিণ পর্য্যন্ত পরিসর ২৬৪ ক্রোশ, এবং চতুরস্রীয় পরিমাণ ১৯৬২৪০ ক্রোশ, তথায় প্রায় ৯০ লক্ষ মনষ্য বাস করে।

উক্ত রাজ্যের উত্তরসীমা রুসিয়ার অধীন কাকেসিএন দেশ, ক্যাস্পিয়ন সাগর, এবং তাতার রাজ্য, দক্ষিণসীমা ভারত মহাসাগর এবং পারস্য দেশের উপসাগর, পূর্ব্বসীমা কাবল এবং বালুচিস্তান, পশ্চিমসীমা তোরকস্তান এবং আরবদেশ।

উক্ত রাজ্য খোরাসাদ প্রভৃতি নয়খণ্ডে বিভক্ত, এবং ঐ সকল খণ্ডে সিরোজ প্রভৃতি এক২ প্রধান নগর আছে।

উক্তরাজ্যে অনেক দ্বীপ আছে তন্মধ্যে কারাক নামক দ্বীপ কোন সময় পোর্ত্তুগিস জাতীয়দিগের অধিকৃত থাকাতে অদ্যাপি তথায় উক্ত জাতীয় দিগের ভগ্ন গিরিজা অর্থাৎ ধর্ম্মমন্দির দৃষ্ট হয়।

উক্ত রাজ্যের ভূমি সকল উর্ব্বরা কিন্তু যেসকল ভূমিপর্ব্বত এবং বনের সমীপস্থ তাহা প্রায় অফলা যেহেতু ঐ সকল পর্ব্বত এবং বন রক্তবর্ণ, বালুকাতে পূর্ণ। অপর এই রাজ্যে লবণমোদিত এক বৃহৎ বন আছে তাহার দীর্ঘতা প্রায় ১৭৬ ক্রোশ এক পরিসর ৮৮ ক্রোশ।

কাকেসিয়ন এবং টারিএন নামক পর্ব্বতশ্রেণী উক্ত রাজ্যের উত্তরাংশে বিস্তীর্ণ হইয়া আছে, তদ্ভিন্ন লুরস্থান নামক অপর এক পর্ব্বত আছে, বিশেষ ঐ দেশের উত্তরসীমাবধি দক্ষিণপর্য্যন্ত যে সকল বন্য ভূমি তাহা প্রায় পর্ব্বতাবৃত।

উক্ত রাজ্যের উত্তরভাগে শীতাধিক্য এবং দক্ষিণে গ্রীষ্মাতিশয়, কিন্তু তাহাতে এতদ্দেশস্থ ব্যক্তিদিগের শারীরিক সুস্থতার ব্যাঘাত নাই।

উক্ত পারস্যদেশের যে২ খণ্ডে জলকষ্ট নাই তত্তৎখণ্ডে ধান্য, গম, যব, কার্পাস, নীল, তামাকু, আফিম, রেওচিনি, এবং ফলমূলাদি যথেষ্ট মেষ, জন্মে। এবং ঐ দেশে অশ্ব, কুক্কুর, গর্দ্দভ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি নানাবিধ গ্রাম্য পশু, ও ব্যাঘ্র, সিংহ হরিণ, শূকর প্রভৃতি বহুতর বন্যপশু

জন্মে এবং তথায় নানাপ্রকার কীট পতঙ্গাদি আছে।

উক্তদেশে রৌপ্য, সীসা, লৌহ, তাম্র, এবং বিচিত্র পস্তরাদির আকর আছে। তথায় কাঁচকড়া জন্মে, এবং তদ্দেশসমীপস্থিত সমুদ্রে মুক্তা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ঐ দেশের উৎপন্ন দ্রব্য সকলের মধ্যে দেশান্তরের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায় গালিচা, রেসম, তুলা, মুক্তা, মদ্য এই সকল বস্তু দ্বারা নির্ব্বাহ হয়।

উক্ত রাজ্যের রাজধানী তাহরান নামক নগর, তাহার চতুরস্রীয় পরিমাণ প্রায় ৩ ক্রোশ, ঐ নগর চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, এবং তথায় ১২ সহস্র অট্টালিকা আছে। উক্ত রাজ্যমধ্যে পূর্ব্ব-কালীন হিন্দুজাতীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ-ধানী উজ্জয়িনী নগর আছে তাহার প্রাচীন প্রাসা-দাদির চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

উক্ত পারস্যদেশীয় লোকেরা অতিশয় সুখী, সদালাপী, সভ্য, আতিথেয়, বিদ্যাবান্ এবং বুদ্ধিমান্ অথচ অত্যন্ত সাহসী, কিন্তু প্রায় সকল লোক উপাসনার বশ্য।

উক্ত রাজ্যে রাজশাসন মহম্মদীয় ধর্ম্মশস্ত্রানুসারে অর্থাৎ কোরানের ব্যবস্থামতে নির্ব্বাহ হয়। ঐ রাজ্যের রাজা স্বাধীন অর্থাৎ প্রজা নিরপেক্ষে রাজ্যশাসন করেন। তথাকার রাজকর প্রায় তিনকোটি টাকা এবং তথায় পারস্বভাষা প্রচলিত।

---

৮ পাঠ।

কাবল অর্থাৎ প্রাচীন পারস্বরাজ্য।

কাবল রাজ্য ভারতবর্ষ এবং পারস্বদেশের মধ্যবর্ত্তী, ইহার উত্তরসীমা সমদ, দক্ষিণসীমা তাতারদেশ, পূর্ব্বসীমা ভারতবর্ষ, এবং পশ্চিমসীমা পারস্বরাজ্য। ইহার দীর্ঘতা পূর্ব্বাবধি পশ্চিম পর্য্যন্ত ৪৪০ ক্রোশ, এবং পরিসর উত্তরাবধি দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রায় ৩৪৪ ক্রোশ, চতুরস্রীয় ফল ১৭৬০০০ ক্রোশ, এবং তথায় প্রায় চারিলক্ষ মনুষ্য বাস করে। উক্ত রাজ্য তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, প্রথম হিরাত ইহার পরিমাণ ২৯২৪০ চতুরস্র ক্রোশ, দ্বিতীয় আবগানস্তান তাহার পরিমাণ ৬৬০০০ চতুরস্র ক্রোশ, তৃতীয় বালুচীস্তান তাহা প্রায় ৬৪২৪ চতুরস্র ক্রোশ পরিমিত।

উক্ত রাজ্যে অনেক বন আছে, তথাকার জল বায়ু নানাপ্রকার অর্থাৎ বায়ু কখন শীতল কখন বা উষ্ণ বহে। তথায় শীতাশীত বায়ুপ্রযুক্ত ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় ফলমূলাদি জন্মে।

উক্ত দেশের কোন২ স্থানে স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, লৌহ, গন্ধক, পর্ব্বতীয় লবণ, সোরা, এবং ফটকিরি, ইত্যাদির আকর আছে, ও রেওচিনি প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী জন্মে। উক্তদেশে বৃষ, মেষ, ছাগ, শীকারি কুক্কুর, লোমশ বিড়ালাদি গ্রাম্য পশু, ও ব্যাঘ্র, শৃগাল, শশারু, শূকর, হরিণ প্রভৃতি বন্য পশু এবং হোমা, সিকরা ইত্যাদি নানাবিধ পক্ষি পাওয়া যায়।

ঐ দেশে হিন্দুকোশ নামক পর্ব্বত যাহা প্রায় ৬১৬ ক্রোশ বিস্তৃত, এবং সোলেমান নামক পর্ব্বত আছে, ঐ সোলেমান পর্ব্বতের কোন২ শৃঙ্গ অতিশয় উচ্চ।

উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর পেসোয়া, কাবল, কান্দাহার, হিরাত। ঐস্থলে আবগান, বালুচিস্তান, তাতার, পারস্থ, তাজিক, হিন্দু, এবং অন্যান্য জাতীয় মনুষ্য বাস করে এবং তাহারা নানাবিধ

ভাষা ব্যবহার করে কিন্তু আবগানদিগের মধ্যে পোস্তু ভাষা সচরাচর প্রচলিত।

উক্ত পারস্যদেশে অনেক ক্ষুদ্র২ রাজ্য আছে, এবং ঐ সকল খণ্ডরাজ্যে এক২ জন দলাধিপতি রাজা স্বাধীনরূপে রাজ্যশাসন করেন কিন্তু ঐ রাজারা প্রয়োজনানুসারে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবগান রাজার অধীনতাস্বীকার করেন। উক্ত রাজ্যে রাজকর কেবল ভূমির প্রতি নির্ব্বন্ধ আছে, তাহা সমুদয়ে প্রায় দুইকোটি টাকা হইবেক। তথাকার রাজকীয় বিচার মহম্মদীয় ধর্ম্মপুস্তক কোরানের মতানুসারে হইয়া থাকে কিন্তু বহুতরদলপতির রাজত্ব প্রযুক্ত কোরানের তাৎপর্য্যার্থের ন্যূনাধিক হওয়াতে ভিন্ন২ মত হইয়াছে।

উক্ত দেশের মধ্যে আবগান জতীয় লোকেরা মহম্মদীয় সোন্নি নামক ধর্ম্মাবলম্বী, অন্যেরা কেহ সোফি কেহ বা জকী ধর্ম্মাবলম্বী।

উক্ত রাজ্যে বাণিজ্যদ্রব্য অধিক জন্মে না অতএব দেশান্তরীয়দিগের সহিত তাদৃক বাণিজ্য কার্য্য নাই, তথাকার সাল, হিরাটদেশীয় গালিচা এবং মলতান দেশীয় ছিট বণিজ্যের উপযুক্ত।

উক্ত পারস্যদেশের বালুকাময়োদিতস্থান বিশেষে উত্তপ্ত বায়ু কদাচিৎ এরূপ ভয়ানক হয় যে তাহা স্পর্শ মাত্রে প্রাণিদিগের প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা। অপর ঐ দেশের কারাবাগ অঞ্চলে ঈরাজ খণ্ডে যে এক ধরাতল আছে তথায় মৃগতৃষ্ণার ন্যায় জল ভ্রম হয়।

---

৯ পাঠ।

ব্রহ্মরাজ্য

ব্রহ্মরাজ্যকে কথন২ আবা রাজ্য কহাযায়, এই রাজ্য এসিয়ার পূর্ব্ব দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। ইহার উরত্তরসীমা টিবেট এবং আসামদেশ, দক্ষিণ সীমা ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষ, শ্যামদেশ, এবং ভারত মহাসাগর, পূর্ব্বসীমা কাম্বোডিয়া এবং চীনদেশ, পশ্চিমসীমা আরাকান, কছ, এবং আসামদেশ। ইহার দীর্ঘতা প্রায় ৪৪০ ক্রোশ, পরিসর ২৬৪ ক্রোশ, এবং চতুরস্রীয় ফল প্রায় ৬২৯২০ চতুরস্রক্রোশ, তথায় প্রায় ৬০০০০০০ মনুষ্য বাস করে।

উক্ত দেশের প্রধান পর্ব্বত থাষটি এবং আরা-

কান। তথায় ইরাবতী কলাবতী প্রভৃতি বিখ্যাত নদী আছে। ঐদেশে শীত এবং গ্রীষ্মের আধিক্য নাই।

ঐ রাজ্যে ধান্য ইক্ষু কার্পাস, তামাকু, এবং নানাবিধ ফল জন্মে এবং আবানগরের সমীপবর্ত্তি দেশে চা উৎপন্ন হয়, বিশেষত উত্তম সেগুনকাষ্ঠ ও অন্যান্য কাষ্ঠ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

উক্ত রাজ্যে গ্রাম্য পশু অধিক জন্মেনা, কিন্তু মৎস্য যথেষ্ট, পক্ষী ও অনেক প্রকার আছে। এবং অধিক সর্প থাকাতে তথায় সর্পভীতি অতিশয়।

উক্ত দেশে স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহ, সীসা, গন্ধক, চুনি, নীলকান্তমণি, টীন, এবং বিচিত্র প্রস্তরাদির আকর আছে।

আবা, অমরপুর, রাঙ্গুন, পেগু, মায়হন্‌ পুরায়, এবং পগায় নামক নগর উক্তরাজ্যেরমধ্যে প্রধান।

উক্ত রাজ্যের রাজা স্বাধীন অর্থাৎ প্রজানিরপেক্ষেরাজ্য শাসন করেন, বিশেষত যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে সমুদায় প্রজাকে যুদ্ধার্থে রণক্ষেত্রে আহ্বান করিতে পারেন। তথকার রাজস্ব ভূমির

উৎপন্ন ফলাদির দশমাংশ, এবং ব্যবসায়িদ্রব্যের তদ্রূপ অর্থাৎ মূল্যের দশমাংশ। উক্ত ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা হিন্দুজাতীয় মনুষ্য হইতে বলবান্, তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন এবং পুরুষের সহিত আলাপ পরিচয় করে কিন্তু অস্বতন্ত্র, উক্তজাতীয় মনুষ্যদিগের বাল্যাবস্থায় বিবাহ এবং বহু বিবাহ নিষিদ্ধ, এবং মরণান্তে তাহারা মৃতদেহ দাহ না করিয়া সমাজ দিয়া থাকে।

ঐ সকল লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত, এবং তাহারা ব্রাহ্মীভাষা ব্যবহার করে কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্মপুস্তক প্রভৃতি পালিনামক ভাষাতে লিখিত।

১০ পাঠ।

শ্যামরাজ্য।

মালয়া এবং কোচীন চীনরাজ্য শ্যামরাজ্যের অন্তর্গত। উক্ত রাজ্যের উত্তরসীমা মিয়নাম নামক নদের অধীন বোমিক কিয়র মিয়তনদী, এবং ঐ নদেরদ্বারা ব্রহ্মরাজ্যহইতে পৃথক হইয়াছে, দক্ষিণ

সীমা শ্যামদেশীয় প্রায়দ্বীপ, পূর্ব্বদিকে কাম্বোধ দেশ হইতে এবং পশ্চিমদিকে ইংলণ্ডাধিকৃত ভারতবর্ষস্থ মারতাবান্ প্রভৃতি প্রদেশ হইতে পর্ব্বত শ্রেণীদ্বারা বিভিন্ন। ইহার দীর্ঘতা প্রায় ৩৫২ ক্রোশ, পরিসর ১৫৯ ক্রোশ, এবং চতুরস্রায়ফল ৮৩৬০০ ক্রোশ, এবং তথায় শ্যামদেশীয় লোক ভিন্ন চীনা, হিন্দু, পোর্ত্তুগিস, মালোয়া, মেকানার, বগিস প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক বাস করে।

উক্ত রাজ্য প্রকৃত শ্যাম এবং লার্ড প্রভৃতি প্রধান দুই খণ্ডে বিভক্ত, প্রথমখণ্ডের মধ্যে অনেক বিস্তৃত বৃহৎ ধরাতল আছে, ঐ সকল ধরাতল পর্ব্বতশ্রেণী দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী, এবং তথায় উক্ত মিয়নামনদ ও তদধীন নদীরধারা জলপ্লাবন হওয়াতে অনেক চর ভূমি আছে, অতএব ঐসকল ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা কিন্তু তাহাতে তদুপযুক্ত উৎকৃষ্ট আবাদ হয় না। যে সকল স্থানে জলপ্লাবন না হয় এমত উচ্চ ভূমিতে গম জন্মে এবং যে সকল ভূমি নিম্নভাগে আছে, তাহাতে নদী এবং বর্ষার জলপ্লাবন হওয়াতে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়। বঙ্গদেশের ভূমিতে যেসকল শস্য জন্মে তাহা সমুদয় এবং দারুচিনি, লৌহকাষ্ঠ

প্রভৃতি ও মেঙ্গষ্টিন নামক ফল এতদ্দেশের ভূমিতে জন্মাইতে পারে।

উক্তদেশে অশ্ব, গো, মহিষ, মেষ, ছাগ, হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, হরিণ প্রভৃতি নানাবিধ গ্রাম্য ও বন্য পশু আছে এবং নদ্যাদিতে অনেক মৎস্য কচ্ছপ পাওয়াযায়। উক্তদেশে চন্দ্রকান্তমণি অর্থাৎ হীরা, নীলকান্তমণি অর্থাৎ নীলম,রক্তকান্ত মণি অর্থাৎ চুনি, স্বর্ণ, লৌহ, সীসা, তাম্র, টীন প্রভৃতি নানাবিধ রত্ন ও ধাতুর আকর আছে।

শ্যাম রাজ্যের রাজধানী উক্ত মিয়নাম নদের সমীপস্থ বেঙ্ককাক নামক স্থান, ঐ রাজধানীতে তদ্দেশস্থ লোকেরদিগের বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক মন্দির আছে, ঐ সকল মন্দির পত্র পুষ্পাদিদ্বারা সুসজ্জিত থাকে, বিশেষত ডুম্বুরফল যাহাকে তদ্দেশীয় লোকেরা অতিশয় পবিত্র জ্ঞান করে। ঐ রাজধানীর দীর্ঘতা নদীতীরে প্রায় একক্রোশ হইবে, প্রস্থে অর্দ্ধ ক্রোশ, এবং তাহাতে প্রায় ত্রিশ হাজার মনুষ্য বাস করে।

উক্ত দেশস্থ লোকেরা বৌদ্ধমতাবলম্বী এবং তাহাদিগের রীতি ব্যবহার ব্রহ্ম ও পেগুদেশীয়

মনুষ্যের ন্যায়। উক্ত রাজ্যের কৃষ্যাদি কর্ম্ম প্রায় স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা নির্ব্বাহ হয়।

শ্যামদেশীয় লোকেরদিগের দেশান্তরস্থ মনুষ্যের সহিত অধিক বাণিজ্য নাই, তদ্দেশে বাণিজ্য যাহা আছে তাহা প্রায় রাজদ্বারা নির্ব্বাহ হয়. বিশেষত টীন, হস্তিদন্ত, সীসা প্রভৃতি কএক দ্রব্যের বাণিজ্য রাজদত্তসনন্দ ব্যতিরেকে অন্যে করিতে পারে না। তদ্দেশে অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যাপেক্ষা স্বর্ণেরপাত এবং ফিলিগ্রি ওয়ার্ক অর্থাৎ স্বর্ণের জালবিশেষ অসাধারণরূপে প্রস্তুত হয়।

উক্ত রাজ্যের রাজা স্বাধীন অর্থাৎ প্রজা নিরপেক্ষ রাজ্যশাসন করেন, কিন্তু যুবরাজের ক্ষমতা প্রায় সিংহাসনস্থ প্রধান নৃপতির তুল্য। তথায় রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে অত্যল্প সৈন্য নিযুক্ত আছে কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হইলে এবং রাজ্যরক্ষার নিমিত্তে তাবৎ প্রজাকে সৈন্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়।

শ্যামরাজ্যে টাকাদ্বারা রাজস্ব আদায় অত্যল্প, কিন্তু শস্যাদি দ্বারা প্রায় সমুদয় সংগহীত হয়, ঐ সকল শস্য দেশান্তরে বাণিজ্যার্থে প্রেরিত হইয়া ভূপতির টাকা সঞ্চয় হইয়া থাকে।

ঐ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি তথাকার রাজার দ্বেষ নহে। ঐ স্থানে শ্যামদেশীয় ভাষা প্রচলিত, এবং নানা প্রকার কবিতা ও ইতিহাস ঐ ভাষাতে লিখিত আছে। উক্ত দেশস্থ লোকেরা বয়স্থব্যক্তিকে অতিশয় মান্য করে, এবং তাহারা দেশনিয়মে ভিক্ষা এবং চৌর্য্য উভয়কে তুল্যরূপে ঘৃণা করে, এবং তত্রত্য লোকেরা অলঙ্কারাদি গঠনে ও ক্ষুদ্র চিত্রাদি করণে অতি উপযুক্ত কিন্তু তাহারা স্বভাবত অলস এবং ব্যসনাসক্ত।

১১পাঠ।

জাপান রাজ্য।

জাপানরাজ্য চীনদেশের সন্নিহিত, এবং ইহা ভূগোলীয় উপাধিতে উপদ্বীপরূপেগণ্য। ইহার উত্তরসীমা লা পিরোয়স নামক মোহানা। এবং জেসূ সমুদ্র, দক্ষিণসীমা ব্লু সমুদ্র এবং পাসিফিক মহাসাগর, পূর্ব্বসীমা পাসিফিক্‌মহাসাগর, পশ্চিম

সীমা জাপানীয় সমুদ্র এবং কোরিয়া নামক মোহানা।

উক্ত চতুঃসীমাবচ্ছিন্নরাজ্য নিফোন, জেস্, অথবা মার্সমা, সিকোকফ্, ফিয়োসো, এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র উপদ্বীপে বিভক্ত হইয়াছে।

ঐ রাজ্যের চতুরস্রীয় পরিমাণ প্রায় ৭৯২০০ ক্রোশ, এবং তাহাতে প্রায় ২৫০০০০০০ মনুষ্য বাস করে। লিখিত দ্বীপ সকলের মধ্যে নিফোন উপদ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষা পরিমাণে বৃহৎ।

জাপানরাজ্যের সমুদ্রতীরস্থ দেশ সকল প্রচণ্ড শৈল শ্রেণীতে আবৃত, এবং তন্মধ্যে কতক পর্ব্বত তুষারময় এবং কতক আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নি বিশিষ্ট আছে, ঐসকল আগ্নেয় পর্ব্বতে সর্ব্বদা প্রদীপ্ত অগ্নি থাকে।

নগোফা, জদোএয়া, ওজিন, সাক, এবং জুড়ো প্রভৃতি অনেক নদী উক্ত দেশে আছে। ঐ দেশের বায়ু অতিশয় অনিয়মিত অর্থাৎ গ্রীষ্ম কালে অধিক উষ্ণ, শীতে অতিশীতল। এইরাজ্য চীনদেশের সমীপবর্ত্তি প্রযুক্ত তথায় যেরূপ পশু পক্ষ্যাদি জন্মে উক্ত দেশেও তদ্রূপ উৎপন্ন হয়।

উক্ত রাজ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র প্রভৃতি নানাবিধ ধাতুদ্রব্যের আকর আছে, বিশেষত স্বর্ণের আকর অধিক, কিন্তু অধিক ক্রেতার অভাবে মূল্যের অল্পতাশঙ্কায় তথাকার রাজা স্বর্ণ যথেষ্ট খনন করিতে নিষেধ করেন এইহেতু তথায় স্বর্ণের আকর অধিক থাকিলেও তাহার মূল্যের সমতা আছে।

উক্ত দেশস্থ লোকদিগের আহার ব্যবহারাদিক্রমে চীনদেশীয় লোকের সহিত তুল্যতাপ্রযুক্ত অনুমান হয়যে তাহারা চীনদেশীয়লোকের বংশোদ্ভব হইবেক, ঐ সকল লোকেরা স্বভাবত বলবান্ অথচ নম্র এবং সুখাভিলাষী।

ঐ রাজ্যের রাজা স্বাধীন অর্থাৎ প্রজানিরপেক্ষে রাজ্যশাসন করেন, এবং রাজনীতিও প্রায় চীনদেশের ন্যায়, ইহার রাজধানী জিডোনামক নগর, ঐ নগরের বেষ্টন প্রায় ৭ ক্রোশ, তথায় প্রায় দশলক্ষ মনুষ্য বাস করে।

জাপানদেশীয় প্রায় সর্ব্বসাধারণলোকেরা শাস্ত্রবিদ্যা এবং শিল্পবিদ্যাতে নিপুণ। তদ্দেশের প্রচলিত ভাষার বাহুল্য এবং কাঠিন্যপ্রযুক্ত তত্রস্থ

লোকেরা স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষানন্তর অন্যদেশীয় ভাষাভ্যাসের কাল পায় না, অতএব অন্যান্য ভাষা না জানাতে দেশান্তরীয়লোকের সহিত বাণিজ্যাদি করণে অনিচ্ছুক ।।

সমাপ্ত।।